



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
May 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা — মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে বাবা এসেছেন, সুতরাং তাঁকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তাঁর শ্রীমত্ অনুসরণ করো আর এই একের প্রতিই প্রকৃত প্রীতি রাখো ।"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চাদের বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাদের কি কি লক্ষণ থাকবে ?

উত্তর :- বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করবে, ওঁনার মতেই চলবে। মম্মা-বাচ্চা-কর্মণা কোনো ভাবেই কাউকে দুঃখ দেবে না । কারও প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না । নিজের দৈনন্দিন কর্ম তত্পরতার বিবরণ লিখে বাবাকে জানাবে । অসং সঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে রাখবে ।

গান :- ধৈর্য্য ধরো হে মন, তোমার সুখময় দিন সমাগত

ওম্ শান্তি । ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের নিশ্চয়ই ধৈর্য্য থাকবে কেননা একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাদের পুরুষার্থের নশ্বর ক্রমানুসারে । সবাই একরকমভাবে তাঁকে ভালোবাসতে পারেনা। যেমন, বাবা, মাম্মা আর বাচ্চারা নিজের অনুভব শুনিয়ে থাকেন । তারা বলে আমি আত্মা । বাবা আবার আমি পরমাত্মা বলবেন । আমি আত্মা বলে, আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করি কারণ, অর্ধকল্প রাবণ রাজ্যে অনেক দুঃখ দেখেছি। এমন নয় যে শুরু থেকেই সেখানে দুঃখ ছিল । না । রাবণ রাজ্যে দুঃখ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে । এই সময় কলা কম হতে থাকে । আমি আত্মাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, প্রথমে তোমরা অব্যাভিচারী ভক্তিতে থেকে কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে । তারপর তোমরা ব্যাভিচারী রজোগুণী ভক্তিতে চলে গেছ । এখন ভক্তি তমোগুণী হয়ে গেছে, মানুষের সামনে যেই আসুক, তাকেই পূজা করতে থাকে, একে বলে ভূত পূজা, কেননা শরীর হলো পাঁচ ত্বের তৈরী । তারা যখন বিশেষ কাউকে বলে, ইনি ওমুক স্বামীজি (গুরু), তখন কেবল পাঁচ ত্বের তৈরী শরীর দেখেই তা বলে। তারা তার চরণে পড়ে । এই হলো তমোপ্রধান ভক্তি । এখন আমরা আত্মারা জানি যে পরমপিতা পরমাত্মা আবার এসেছেন আমাদের তাঁর বর্সা (অধিকার) দেওয়ার জন্য, এইজন্যই যতটা সম্ভব ওঁনাকে স্মরণ করো। ওঁনার নির্দেশ হলো, নিরন্তর কেবল আমাকে স্মরণ করো । দেহী অভিমানী হও অথবা আত্ম অভিমানী হও । বাবা বলেন, তিনি কিভাবে বারংবার পিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । তিনি বলেন, বাবা, তুমি আমাকে অঙ্ককার থেকে উদ্ধার করেছ । বাবাকে আমি ভালোবাসি । অন্যান্যদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, তারা তাদের সম্পূর্ণ বর্সা(অধিকার) লাভ করতে পারেনা । লৌকিক বাচ্চারাও তাদের বাবাকে ভালোবাসে । যখন তারা তাদের বাবার মত অনুযায়ী চলে তাদের বাবা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে । কিন্তু বাচ্চারা মত অনুযায়ী না চললে, তাদের বাবা অসন্তুষ্ট হয় । যারা মত অনুযায়ী চলেনা তাদের কুপুত্র বলা হয়ে থাকে । তাইতো বেহদের বাবাও বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম ভুল হয়ে যাবে । তোমরা এখন আমার হয়েছ, তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও পাপকর্ম করবে না । কখনো শ্রীমত অমান্য করবে না । বাবা তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য রূপে তৈরি করছেন । তাহলে, বাবার প্রতি তোমাদের কত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ! তাঁর মতানুসারী না হলে যে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । যদিও আমরা এখানে পতিতকে ভ্রষ্ট বলি, কিন্তু ওখানে কম পদপ্রাপ্তকারীকে ভ্রষ্ট বলা হয়ে থাকে । বাবা

বলেন, তোমরা আমাকে প্রকৃত ভালবেসো। যেমন স্ত্রী পতিকে স্মরণ করে তেমনই ভাবে তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমার শ্রীমতে চলো। মন্সা, বাচা, কর্মণায় কোনওভাবে কাউকে দুঃখ দিও না। মনের মধ্যে কারও জন্য ঘৃণা পোষণ ক'রো না। প্রত্যেক আত্মা নিজে নিজ পাট অভিনয় করে চলেছে। তোমরা জানো যে এখনকার এই জন্ম, ভবিষ্যত জন্মের থেকে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ। এখানে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি। সত্যযুগে দৈবী সন্তান হবো। এখনকার মহিমা অনেক বেশী। জগদম্ভার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। লক্ষীর থেকে তোমাদের কিসের প্রাপ্তি হয়? এই সব কথাগুলো নতুন কেউ বুঝতে পারবে না। অনেকেই তো আসে, কিন্তু তাদের নিশ্চয় থাকেনা ব'লে, এখানে থাকতে পারে না। বাবা, মাম্মা এবং বাচ্চাদের মিত্র-সম্বন্ধীরা এলে, বা অফিসাররা এলেও তাদের আসতে অ্যালাউ করা হয়, যদি তির (জ্ঞানের তির) বিদ্ধ হয়ে এই গরীব অসহায়দের কারও কল্যাণ হয়ে যায়! তোমরা তৎক্ষণাৎ জেনে যাবে তারা ঈশ্বরবংশী নাকি অসুরবংশী। তারা বাবাকে ভালোবাসতে পারবে কি পারবে না! এখানে অনেকেই আসে, তারা ঠিকও থাকে কিন্তু তারপর বাইরে বেরিয়ে কুসঙ্গে থেকে অথবা মায়ার সঙ্গে থেকে বিকারী হয়ে যায়। তারপর তারা লেখে, আমরা পরাজিত হয়েছি। যাই হোক, যদি তারা এই সম্পর্কে বাবাকে না বলে তাহলে এইসব ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তোমাদের এখন প্রীতির বুদ্ধি — বাবার প্রতি। তবে হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যেও নম্রবাবার পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রীত বুদ্ধি হয়। বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের বোঝান যে, কখনো কোনো বিকর্ম করো না, শ্রীমত অনুসরণ করো। যখন বাবার হয়েছ, তখন তোমাদের সমস্ত কর্ম সেই রকম হওয়া উচিত। বাবাকে সবকিছু জানাতে হবে। বাবা তোমাদের মুক্তি, জীবনমুক্তি, বিশ্বের বাদশাহী পর্যন্ত দেন অথচ তিনি জানেননা বাচ্চাদের কাছে কি আছে! বাবার কাছে তোমাদের সারাদিনের কর্মসূচী (পোতামল) পাঠানো উচিত। আমাকে সেইসব দিলে তোমাদের কিছুমাত্র লোকসান হবে না। তারা তো টাকা পয়সা ইত্যাদি তাদের নিজেদের কাজের জন্য নিয়ে নেয়, কিন্তু আমি নিরাকার। বাচ্চারা তোমাদের কাজের জন্যই আমি সবকিছু করি। গান্ধীজী দেশের জন্য সবকিছু করেছিলেন, এই কারণে তাঁর নামও উজ্জ্বল হয়েছিল। প্রকৃতার্থে গান্ধীজী কংগ্রেস দল স্থাপনা করেছিলেন। নাহলে এখানে তো রাজাদের রাজত্ব ছিল। এখন বাবা আবারও একবার নতুন রাজধানী, রামরাজ্য স্থাপন করতে এসেছেন; এই কথাগুলো সব বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে না, যদি বুদ্ধিতে বসত তবে খুশির পারা অনেক উঁচুতে থাকত এবং নিরন্তর বাবার সাথে তাদের যোগ অব্যাহত থাকত। বাবা বলেন, পরমধাম.নিবাসী বাবাকে স্মরণ করো, যেখানে তোমাদের যেতে হবে। এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ড্রামা তো কেউ জানে না। আর না আমার সাথে কারও প্রীতি ভালোবাসা আছে। তারা বলে, আমরা পরম্পরায় গঙ্গা স্নান করে আসছি। তারা কি সত্যযুগেও স্নান করত? পরম্পরার অর্থও তারা বোঝে না। বাবা বলেন, তোমাদের সুখের দিন সমাগত। তোমাদের বুদ্ধিতে ধৈর্য্য আছে। কেউ কেউ কোনকিছুই বুঝতে পারেনা। এখান থেকে শিখে তারা যখন বাইরে যায় তখন মায়া সব গিলে নেয়। যেমন পিঁপড়েরা মাছি মরে গেলে তার সবটা খেয়ে নেয়। এখানেও মৃত্যুর পরে পিঁপড়ে সব গিলে নেয়। মায়া খুব শক্তিশালী, কিছুমাত্র কম নয়। এটা একটা বিশাল যুদ্ধ। এখানে থাকা সঙ্গেও ক্লাসে না আসলে বুঝতে হবে যে তুমি স্বর্গের মালিক হতে পারবে না। কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারবে না। তোমার কোনও মূল্য থাকবে না। তোমরা যারা হীরেসম তৈরি হও, তারাই মূল্যবান। তোমরা জানো, আমরা ওয়ার্থ এ পাউন্ড তৈরি হচ্ছি। একই বাড়ীতে হাঁস আর বক থাকলে অবশ্যই সজ্জাত লাগবে। এখানে তোমরা বকেদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারো। কালিমালিপ্ত হাতে তোমরা যেতে পারবে না। যাই হোক, কোনও কোনও বাচ্চার বাবার প্রতি সেইরকম ভালোবাসা থাকেনা, এই

কারণে তারা ভাবে, পেট কি করে ভরবে । আরে ! ভীল প্রজাতির কোথা থেকে খায় । আজকাল তো কেউ গেরুয়া পোষাক পরে নিলেই এমনিতেই নিরন্তর সবকিছু পেয়ে যায় আর সবাই এসে তাদের সামনে নতজানু হয় । যে কেউই সেখানে যাক, মূর্তির সামনে পয়সা রেখে দেয়, তাদের জন্য এটা খুবই সহজ পন্থা । এই দুনিয়া এমনই ! বাচ্চাদের এই ব্যাপারে খেয়াল ও সতর্ক থাকতে হবে, এই দুনিয়া বিনাশ হয়ে গেলে স্বর্গে যেতে পারবে, কিন্তু তার জন্য সুযোগ্য হতে হবে, তোমাদের পদাধিকার লাভ করতে হবে, তাই না ! সেখানেও পজিশনের তারতম্য থাকে । তোমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি এক এবং একমাত্র । কেউ রাজা রানী, কেউ দাস-দাসী এবং অন্যান্যরা ধনবান প্রজা হয় । রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । অন্যান্য ধর্মস্থাপকেরা রাজত্ব স্থাপনা করে না, এইজন্য বাবা তোমাদের সবসময় সাবধানে থাকতে বলেন । বিনাশ কালে অবশ্যই তোমাদের প্রীতবুদ্ধির প্রয়োজন । বাবার প্রতি তোমাদের যত ভালোবাসা থাকবে ততই বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে । কিভাবে বাবাকে স্মরণ করবে তাও তোমাদের শেখানো হয় । বাবা বলে দেন, কিভাবে তোমরা বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করবে । স্বদর্শন চক্র ঘোরাও । আমরা লাইট হাউস, কাগুরী আমাদের জীবন রূপী নৌকা পারে নিয়ে যান । *এক চোখে শান্তিধাম আরেক চোখে সুখধাম রাখো* । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ, আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেক অভিনেতার পাট দেখাকালীন, কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয় । মম্মা- বাচ্চা- কর্মণায় কোনোভাবে কাউকেই দুঃখ দিও না ।

২) বাবাকে নিজের পুরো দিনচর্যা (পোতামল) দিতে হবে । বিনাশ কালে প্রীতবুদ্ধির হতে হবে । শ্রীমত অনুসরণ করে নিজের চাল চলন শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে । কুসঙ্গ থেকে সতর্ক থাকতে হবে ।

*বরদান :- মম্মা- বাচ্চা- কর্মণা আর সম্বন্ধ-সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণার দ্বারা পরমপূজ্য আত্মা ভব

পবিত্রতা কেবল ব্রহ্মচর্য নয় বরং মম্মা সংকল্পে কারোর প্রতি নেগেটিভ সংকল্প না থাকা, বচনে তেমন কোনো শব্দ না বেরোনো, সম্বন্ধ- সম্পর্ক সবার সাথে ভালো হতে হবে, যখন কারও মধ্যে সামান্যতমও অপবিত্রতা থাকবেনা তখনই তোমাকে পূজ্য আত্মা বলা যাবে । সুতরাং, পবিত্রতার ফাউন্ডেশন চেক করো । সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে, আমি পরম পবিত্র পূজ্য আত্মা এই শরীররূপী মন্দিরে বিরাজমান, তাহলে কোনও ব্যর্থ সংকল্প এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না ।

স্লোগান :- নিজের ভবিষ্যত স্পষ্ট ভাবে দেখার বা জানার জন্য সম্পূর্ণতার স্থিতিতে স্থিত থাকো ।

(সাকার মুরলী থেকে গীতার ভগবানের প্রমাণ সাপেক্ষে পয়েন্টস)

১) ভগবান কল্প পূর্বেও বলেছিলেন যে, এখনও বলছেন, *বহু জন্মের অন্তে এনার মধ্যে প্রবেশ করি এবং এই তনের আধার নিই। এও সেই গীতাতেই বলা আছে—আমি অনেক জন্মের অন্তে সাধারণ বৃদ্ধ তনুতে প্রবেশ করি। সেই তনু তো এই ব্রহ্মারই*।

২) *গীতার ভগবানের নলেজ পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য প্রাপ্ত হয়, গীতাই ধর্ম স্থাপনার শাস্ত্র, আর অন্য কোনো শাস্ত্র ধর্ম স্থাপনার্থে হয় না*। সর্ব শাস্ত্র মধ্যে গীতা হলো শাস্ত্র শিরোমণি। বাদবাকি সব ধর্ম পরে আসে, তাদের শিরোমণি বলা যাবে না।

৩) একমাত্র বাবাই হলেন বৃক্ষপতি, উনি পতিও আবার সবার পিতাও। তাঁকে সকল পতিরও পতি, পিতারও পিতা বলা হয়ে থাকে। এই মহিমা একমাত্র নিরাকারের জন্য গাওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের আর নিরাকার বাবার মহিমার উপমা দেওয়া হয়। *শ্রীকৃষ্ণ হলেন নতুন দুনিয়ার প্রিন্স, তবে তিনি পুরানো দুনিয়ায় সঙ্গমযুগে রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন* !

৪) *বেহদের বাবা জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, তিনিই গীতার ভগবান। তিনিই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপন কার্য সম্পন্ন করান*, এতে যোগবলের খুব প্রভাব থাকে। ভারতের প্রাচীন যোগ খুব প্রসিদ্ধ।

৫) জ্ঞান একমাত্র বাবার (পরমাত্মা) কাছেই আছে। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা নতুন জন্ম নাও এই জন্য গীতাকে মাতা বলা হয়ে থাকে, যখন মা আছেন তখন তো পিতাও নিশ্চয়ই থাকবেন। *তোমরা শিববাবার সন্তান, আর উনি পিতা, গীতা মা। গীতার জ্ঞান হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য*।

৬) *তাহলে গীতার ভগবান কে* ? যদি কৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে তো ওনাকে স্মরণ করা খুবই সহজ। উনি তো সাকার রূপে আছেন। *নিরাকার বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারবেন না, মনমনাভব, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো*। তাহলে এবার বলো গীতার ভগবান কে ?

৭) সমগ্র দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধিতে আছে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। কিন্তু *কৃষ্ণ কিভাবে বলবেন, আমি কে, আমি কি, তা কোটির মধ্যে কিছু, কিছু মধ্যও আবার কিছু সংখ্যকই, আমাকে জানতে পারে*। কৃষ্ণকে সবাই জানতে পারবে। *একমাত্র নিরাকার বাবাই এই কথা বলতে পারেন*।

৮) *এমনও না যে ভগবান কৃষ্ণতনের আধার নিয়ে বলেন। না। কৃষ্ণের আবির্ভাব তো সত্যযুগে*। ওখানে ভগবান কেমন করে আসবেন ? ভগবান তো আসেনই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে, যখন নাকি কলিযুগ পরিবর্তিত হয়ে সত্যযুগ হবে।

৯) তোমাদের কাছে অনেকের লেখা আছে যে গীতার ভগবান কে ? ওপরে লেখা থাকে যে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ হলেন বাবা (পরমাত্মা)। কৃষ্ণ তো উচ্চ থেকেও উচ্চ নন। উনি কখনো বলতে পারেন না যে *দেহ সহিত দেহের সব ধর্ম ভুলে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। এই মহাবাক্য এক এবং একমাত্র ভগবানের*।

১০) এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছ । তোমরা ঈশ্বরীয় ঘরানার বা ঈশ্বরীয় কুলের । ঈশ্বর এসে এখন দৈবী ঘরানার স্থাপনা করছেন । দেবী দেবতা ধর্ম পুনরায় স্থাপন হচ্ছে । যেখানে সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী রাজধানী বিদ্যমান । *গীতা থেকে ব্রাহ্মণ কুল আর সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ঘরানা তৈরি হয় । যদি দ্বাপরে গীতা শোনানো হয়ে থাকে তাহলে তারপরে ব্রাহ্মণ কুল অথবা সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী কুলের আসা উচিত* ।

১১) মানুষ বোঝে যে খুব বড় প্রলয় হবে । তারপর সাগরে অশ্বখ পাতায় ভাসতে ভাসতে কৃষ্ণ আসবেন । আরে! *অশ্বখ পাতায় সাগরে ভেসে কোনো মানুষ কেমন করে আসবে ! এটা তো গর্ভ মহলের কথা, গর্ভ মহলে সর্ব প্রথম শ্রীকৃষ্ণের আত্মা অবতরিত হয় । ওনার জন্ম হয়েছে যোগবলের দ্বারা, এই জন্য ওনাকে বৈকুণ্ঠনাথও বলা হয়* ।

১২) *ভগবানুবাচ , আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা বানাই । তাহলে তো প্রথমে নিশ্চয়ই কৃষ্ণই প্রিন্স হবেন । এছাড়া এমন কোন কথা নেই যা কৃষ্ণ ভগবানুবাচ* । কৃষ্ণ তো এই অধ্যয়নের (রাজযোগের) এইম অবজেক্ট, এটা হলো পাঠশালা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে চিরকালের জন্য সুখী এবং শান্ত করতে এসেছেন। তাঁর মত অনুসারে চললে, নিজে রুহানি পড়া পড়ে এবং অন্যকে পড়ালে চিরস্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন:- কোন্ সুযোগ সারা কল্পের মধ্যে কেবল এই সময়েই পাওয়া যায় যেটা নষ্ট করা উচিত নয়?

উত্তর:- রুহানি সেবা করার সুযোগ, মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সুযোগ কেবল এখনই পাওয়া যায়। এই সুযোগকে নষ্ট করা উচিত নয়। রুহানি সেবাতে লেগে যেতে হবে, সেবাধারী হতে হবে। বিশেষ করে কুমারীদের ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টের সেবা করতে হবে। মাশ্বাকে পুরো অনুসরণ (ফলো) করতে হবে। কুমারীরা যদি বাবার হয়ে যাওয়ার পর সেই লৌকিক কাজই করতে থাকে, কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা না করে, তাহলে সেটাতেও বাবাকে অসম্মান করা হয়।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো..... *

ওম্ শান্তি। সজনীদের কে বোঝাচ্ছেন? বলা হয় যে বর এসেছে কনেকে নিতে। কতজন কনে? একজন বরের এতজন কনে... এটা তো আশ্চর্যের, তাই না। মানুষ তো বলে যে কৃষ্ণের ১৬১০৮ জন রাণী ছিল। কিন্তু তা ছিল না। শিববাবা বলছেন যে আমার তো কোটি কোটি কনে আছে। আমি সব কনাদেরকেই সাথে করে মিষ্টি ঘরে নিয়ে যাব। কনেরাও বোঝে যে বাবা পুনরায় আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছেন। জীব-আত্মারা হল কনে। তাদের হৃদয়ে আছে যে বর এসেছে শ্রীমৎ দিয়ে আমাদেরকে সাজিয়ে দিতে। মতামত তো সবাই দেয় - পুরুষ স্ত্রীকে দেয়, বাবা সন্তানকে দেয়, সাধু তার শিষ্যদেরকে দেয়। কিন্তু ইনার মত তো সকলের থেকে আলাদা। তাই একে শ্রীমৎ বলা হয়। বাকি সব হল মানুষের মত। ওরা সবাই নিজের শরীর নির্বাহ করার জন্য মত দেয়। সাধু সন্ত সবাই নিজের শরীর নির্বাহ করতে ব্যস্ত। তারা সবাই ধনী হওয়ার মত দেয়। সাধু কিংবা গুরুদের মতকেই সবথেকে ভালো বলে মানা হয়। কিন্তু তারাও নিজের পেটের জন্য কত সম্পত্তি জমা করে। কিন্তু আমার তো নিজের শরীরই নেই। আমি আমার পেটের জন্য কিছু করিনা। তোমরাও নিজের পেট নিয়েই চিন্তা করো। ভাবো যে আমরা মহারাজা মহারানী হব। সবাই নিজের পেট নিয়েই চিন্তা করে। কেউ হয়তো বালির রুটি খাচ্ছে, আবার কেউ অশোক হোটেলে খাচ্ছে। সাধুরা সম্পত্তি জমা করে বড় মন্দির বানায়। কিন্তু শিববাবা তো শরীর নির্বাহ করার জন্য কিছুই করেন না। তোমাদেরকেই সবকিছু দেন - সর্বদা সুখী করার জন্য। তোমরাই চির-স্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হবে। আমি তো এইরকম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করিনা। আমি তো অশরীরী। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ সন্তানদেরকে সুখী করার জন্যই আসি। শিববাবা তো নিরাকার। বাকি সকলেরই পেটের চিন্তা থাকে। দ্বাপরযুগে বড় বড় সন্ন্যাসী, তন্ত্রজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানীরা ছিলেন। স্মরণে থাকলে তারা ঘরে বসেই সবকিছু পেয়ে যেত। পেট তো সবারই আছে। তাই সবারই খাবার প্রয়োজন। কিন্তু যোগে থাকেন বলে তাদেরকে কষ্ট করতে হয়না। তোমরা কিভাবে সর্বদা সুখী থাকতে পারবে সেই যুক্তি বাবা এখন তোমাদেরকে বলছেন। বাবা তাঁর মত দিয়ে বিশ্বের মালিক বানান। তোমরা চিরজীবী হও, অমর হও। তাঁর মতই হল শ্রেষ্ঠ। মানুষ তো অনেক মত দেয়। কেউ হয়তো

পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যারিস্টার হয়ে যায়। কিন্তু সেই সবই হল সাময়িক সময়ের জন্য। তারা নিজের এবং সন্তানদের পেটের জন্য পুরুষার্থ করে। বাবা এখন তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিচ্ছেন যে বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চল, এই রুহানি পড়া পড়ো যার দ্বারা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়। সবাইকে বাবার পরিচয় দাও। তাহলে বাবার স্মরণে থাকতে থাকতে চির-স্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হয়ে যাবে। তিনি হলেন অবিনাশী সার্জেন (শল্য চিকিৎসক)। তোমরা বাবার বাচ্চারাও হলে রুহানি সার্জেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। কেবল মুখের দ্বারা আত্মাদেরকে শ্রীমৎ দেওয়া হয়। সর্বোত্তম সেবা তোমাদেরকেই করতে হবে। কেউ তোমাদেরকে এইরকম মত দিতে পারবে না। এখন আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি। তাই বাবার সেবা করব না কি লৌকিক কাজ করব। বাবার কাছ থেকে আমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ঝুলি ভরছি। শিবের কাছে গিয়ে বলে ঝুলি ভরে দাও। তারা ভাবে হয়তো ১০-২০ হাজার টাকা মিলে যাবে। যদি মিলে যায় তাহলে তার কাছে সমর্পিত হয়ে যাবে, অনেক খাতির করবে। এইগুলো সব হল ভক্তিমার্গ। এখন সবাইকে বাবার পরিচয় দাও এবং বেহদের ইতিহাস ভূগোল শোনাও। এটা খুবই সহজ। হদের ইতিহাস ভূগোলে তো কত কিছু আছে। বেহদের ইতিহাস ভূগোলে এটাই আছে যে বেহদের বাবা কোথায় থাকেন, তিনি কিভাবে আসেন এবং আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের মধ্যে কিভাবে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বেশি কিছু বোঝাতে যেও না - কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকার। আমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবো। এখন নিজে পড়ে অন্যকেও পড়াতে হবে। 'অল্ফ' কথার অর্থ 'আল্লাহ' আর 'বে' মানে 'বাদশাহী'। এখন বিচার করো যে এই ধান্দা করবে না কি লৌকিক ধান্দা করে দুই-চারশ টাকা উপার্জন করবে। বাবা বলেন, যদি কেউ হুশিয়ার বাচ্চা হয় তাহলে আমি তার মিত্র-সম্বন্ধীকেও কিছু দিয়ে থাকি যাতে তাদের শরীর নির্বাহ হয়ে যায়। কিন্তু বাচ্চাকেও খুব ভালো, সেবাধারী হতে হবে, বাইরে-ভিতরে সাফ হতে হবে, বচন খুব মিষ্টি হতে হবে। বাস্তবে তো কুমারীদের উপার্জন মা-বাবা খায় না। বাবার হয়ে যাওয়ার পরেও ওই লৌকিক কাজ কর্মেই বেশি মনোযোগ দিলে বাবাকে অসম্মান করা হয়। বাবা বলছেন সকল মানুষকেই স্বর্গের মালিক বানাও। কিন্তু বাচ্চারা সেই লৌকিক কাজ কর্মেই ব্যস্ত থাকে। স্কুল খোলাতো সরকারের কাজ। বাচ্চাদেরকে বুদ্ধি করে কাজ করতে হবে। কোন সার্ভিস করব - ঈশ্বরীয় গভর্নেন্টের না কি ওই গভর্নেন্টের। যেমন এই বাবা জহরীর ব্যবসা করতেন। তারপর বড় বাবা বললেন যে এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করতে হবে। এটা করলে তুমি এইরকম হবে। চতুর্ভুজেরও সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। এখন সে বিশ্বের বাদশাহী নেবে না কি ওই ব্যবসা করবে। এটাই সবথেকে ভালো ব্যবসা। হয়তো আগে অনেক উপার্জন ছিল কিন্তু বাবা এর মধ্যে প্রবেশ করে মত দিয়েছেন যে বাবা এবং বাদশাহীকে স্মরণ করো। কত সহজ। ছোট বাচ্চারাও পড়াতে পারবে। শিববাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকেই বুঝতে পারেন। এও শিখতে পারবে, যে বাহ্যামী। শিববাবা হলেন অন্তর্যামী। এই বাবাও প্রত্যেকের মুখ দেখে, কথা শুনে, তার কাজ কর্ম দেখে সবকিছু বুঝতে পারেন। বাচ্চাদের এই রুহানী সেবার সুযোগ একবারই মেলে। তাই নিজের অন্তর থেকে এটা আসবে যে আমি মানুষ থেকে দেবতা বানাব না কি কাঁটাকে কাঁটা বানাব। বিচার করো যে কোনটা করা উচিত। নিরাকার ভগবানুবাচ - দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ কর। নিজেকে আত্মা বলে বুঝে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা বাবা ব্রাহ্মণদের সাথেই কথা বলেন। ওই ব্রাহ্মণরাও বলে যে - ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ। ওদের জন্ম বিকারের দ্বারা, আর তোমরা হলে মুখবংশাবলী। বাবার তো এই বাচ্চাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে অবশ্যই প্রয়োজন। তুমি বল কুমারকা, বাবার কতজন বাচ্চা আছে। কেউ বলে যে ৬০০ কোটি। কেউ আবার বলে কেবল ব্রহ্মা... হয়তো তোমরা ত্রিমূর্তি বল কিন্তু তাদের কাজ তো আলাদা আলাদা। বিষ্ণুর নাভি থেকে

ব্রহ্মার উৎপত্তি। আবার ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু। তাই তারা অভিন্ন। বিষ্ণু ৮৪ জন্ম নেয় অথবা ব্রহ্মা - কথাটা তো একই। বাকি থাকল শংকর। এমন তো নয় যে শঙ্করই হল শিব। না, ত্রিমূর্তি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মুখ্য বাচ্চা দুজন। এইগুলো সব হল জ্ঞানের কথা। তাই কন্যাদের ক্ষেত্রে এই সেবা করলে ভালো হবে না কি মেট্রিক ইত্যাদি পড়লে ভালো হবে? ওতে তো সাময়িক সুখ মিলবে। অল্প বেতন পাওয়া যাবে। আর এতে তোমরা ২১জন্মের জন্য মালামাল হতে পারবে। তাহলে কোনটা করা উচিত। কন্যারা তো নির্বন্ধন। অধর কন্যাদের থেকে কুমারীরা আগে যেতে পারবে। কারণ তারা পবিত্র। মাম্মাও তো কুমারী ছিল, তাই না। এতে তো টাকা পয়সার কোনো ব্যাপার নেই। তিনি কত আগে গেছেন, তাকে অনুসরণ (ফলো) করতে হবে, বিশেষ করে কন্যাদের। কাঁটাকে ফুল বানাও। ঈশ্বরীয় পড়ার সুযোগ নেওয়া উচিত না কি ওই পড়ার। কন্যাদের সেমিনার করা উচিত। মাতাদের তো পতির কথা স্মরণে আসে। সন্ত্যাসীদেরও অনেক কিছু স্মরণে আসে। কন্যাদের সিঁড়িতে ওঠা উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সপ্তের রং লেগে যায়। কোনো বড়লোকের ছেলেকে দেখে মনে ধরে গেল, আর বিয়ে করে নিল। ব্যাস, খেল খতম। সেন্টার থেকে বাইরে গেলেই খেল খতম হয়ে যায়। এটা হল মধুবন। এখানে এমনও অনেকে আসে যারা বলে আমি গিয়ে সেন্টার খুলব। কিন্তু বাইরে গিয়ে হারিয়ে যায়। এখানে জ্ঞান ধারণ করে, তারপর বাইরে গিয়ে হারিয়ে যায়। মায়ার প্রবল বিরোধিতা করে। মায়াও বলে যে বাহ! এই বাচ্চাতো বাবাকে চেনার পেরেও বাবাকে স্মরণ করে না, তাই আমিও ঘুঁষি মারব। এমন না যে বাবাকে বলবে বাবা, তুমি মায়াকে বলো আমাদেরকে যেন ঘুঁষি না মারে। এটা তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না। একদিকে আছে রাবণের সেনা আর অন্যদিকে আছে রামের সেনা। রামের পক্ষে গিয়ে বাহাদুরীর পরিচয় দিয়ে হবে। আসুরী সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায় বানানোর সেবা করতে হবে। যাকে তুমি লৌকিক পড়া পড়াবে, সে যখন বড় হবে তখন বিনাশ নিকটে চলে আসবে। তার নমুনা তোমরা দেখতেও পাচ্ছ। বাবা বুঝিয়েছেন, দুই খ্রিস্টান ভাই যদি মিত্রতা করে নেয় তাহলে লড়াই হবেনা। কিন্তু এইরকম হবে না। তারা তো বুঝতেই পারেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন যোগবলের দ্বারা রাজ্য স্থাপন করছ। এরা হল শিবশক্তি সেনাদল। যারা শিববাবার কাছ থেকে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-যোগ শিখে ভারতকে হীরেতুল্য বানায়। বাবা কল্পের পরে এসেই পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তোমরা সবাই এখন রাবণের জেলে আছ। শোক বাটিকাতে আছ। তাই সবাই দুঃখী। তারপর রাম এসে সবাইকে মুক্ত করে অশোক বাটিকাতে অর্থাৎ স্বর্গে নিয়ে যান। শ্রীমৎ বলে যে, কাঁটাকে ফুল এবং মানুষকে দেবতা বানাও। তোমরা হলে মাস্টার দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। তোমাদেরকে এই কাজই করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। বাবাতো কেবল রায় দেন। তিনি বলেন, আর্জি আমার আর মর্জি তোমার। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সেবাধারী হওয়ার জন্য বাইরে এবং ভিতরে সাফ হতে হবে। মুখ দিয়ে খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে। দেহ এবং দেহের সকল সস্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। সঙ্গদোষের থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে।

২) বাবার সমান মাস্টার দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী হতে হবে। রুহানি সেবা করে সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে। রুহানি বাবার মত অনুসারে চলে রুহানি সমাজ সেবক হতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং যোগী জীবন দ্বারা সন্তুষ্টতার তিনটি শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) নিয়ে সন্তুষ্টমণি হও।

শ্রেষ্ঠ কর্মের নমুনা হল নিজেও সন্তুষ্ট এবং অন্য সকলেও সন্তুষ্ট। এমন নয় যে আমি তো সন্তুষ্ট আছি, অন্য কেউ সন্তুষ্ট হোক বা না হোক। যোগী জীবনের প্রভাব সর্বদাই অন্যের ওপরে পড়ে। যদি কেউ নিজের ওপর অসন্তুষ্ট থাকে বা অন্য কেউ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে যোগযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কমতি আছে। যোগী জীবনের তিনটি সার্টিফিকেট হল - এক, নিজের ওপর সন্তুষ্ট, দুই- বাবা সন্তুষ্ট, তিন- লৌকিক এবং অলৌকিক পরিবার সন্তুষ্ট। এই তিনটি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হলে তবেই সন্তুষ্টমণি বলা যাবে।

স্লোগান:- স্মরণ এবং সেবাতে ব্যস্ত থাকা - এটাই হল সবথেকে বড় সৌভাগ্য।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার থেকে অনেককাল আলাদা রয়েছ, ৮৪ জন্মের পাট তোমরাই সম্পূর্ণ করেছ, এখন তোমাদের এই দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুখের সম্বন্ধে আসতে হবে, তাই অপার খুশীতে থাকো।"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা সদা অপার খুশীতে থাকে ?

*উত্তর :- যারা নিশ্চিত থাকে যে ১) বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন।

২) আমাদের সত্যিকারের বাবা এখন আমাদের সত্যিকারের গীতা জ্ঞান শোনাতে এসেছেন।

৩) আমি আত্মা এখন ঈশ্বরের কোলে বসে আছি।

৪) বাবা আমাদের ভক্তির ফল (সঙ্গতি) দিতে এসেছেন।

৫) বাবা আমাদের ত্রিকালদর্শী বানিয়েছেন।

৬) ভগবান নিজে মা হয়ে আমাদের দওক নিয়েছেন। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় ছাত্র।

- যারা এই স্মৃতিতে বা নিশ্চয়তায় থাকে তারা অপার খুশীতে থাকে।*

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমরা হলাম আত্মা। ভগবান বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তাই বাচ্চাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত। সামনে এলে আত্মারা ভাবে যে, বাবা আমাদের সামনে এসেছেন -- সবার সঙ্গতি করতে। বাবাই হলেন সবার সঙ্গতিদাতা এবং জীবনমুক্তিদাতা। বাচ্চারা জানে যে -- মায়া কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু এই কথা তো বুঝতে পারো যে -- আমরা বাবার সামনে বসে আছি। নিরাকার বাবা এই ব্রহ্মাবাবার দেহরূপী রথে অধিষ্ঠান করেছেন। যেমন মুসলমানরা ঘোড়ার উপর পটকা রাখে। তারা বলে মহম্মদ নাকি ওই ঘোড়ায় চড়েছিলো। তাই তারা চিহ্ন রেখে দেয়। এখানে হলো নিরাকার বাবার প্রবেশ। বাচ্চাদের খুব খুশী হওয়া উচিত। স্বর্গ বা এই বিশ্বের মালিকানা দেওয়ার জন্য বাবা এসে গেছেন। শিববাবাই হলেন গীতার সত্যিকারের ভগবান। আত্মাদের বুদ্ধি বাবার দিকেই ধাবিত হতে থাকে। এ হলো বাবার সাথে আত্মাদের ভালোবাসা। কারা এই খুশীতে থাকে ? যারা অনেককাল বাবার থেকে আলাদা আছে। বাবা নিজেও বলেন, আমি তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু এখন তোমরা দুঃখের বন্ধনে আছো। তোমরা এখন জানো যে, সবাই তো আর ৮৪ জন্ম নেয় না। ৮৪ লাখ চক্রের কথা তো কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না। ৮৪ র চক্র -- বাবা এই কথা একদম ঠিক বলেছেন। বাবার সন্তানরাই এই ৮৪ জন্ম নিতে থাকে। এখন তো তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা এই শরীরের মাধ্যমে শুনে থাকি। বাবা এই মুখের দ্বারাই শোনান। তিনি নিজেই বলেন যে, আমাকে এই শরীরী মাধ্যম নিতে হয়, এনার নামও ব্রহ্মা রাখতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো একজন মানুষকেই চাই, তাই না ? সূক্ষ্মবতনে বলবেনই না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। স্থূল বতনে এসেই তিনি বলেন, আমি এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের দওক নিই। তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা ঈশ্বরের কোলেই যাও। শরীর ছাড়া তো কোলে নেওয়া যায় না। আত্মা বলে আমরাও শরীরের দ্বারাই এনার হই। এই ব্রহ্মার শরীর শিববাবা ধার হিসাবে নিয়েছেন। এই শরীর এখন এনার নয়। বাবার আত্মা এখন এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তোমাদের আত্মাও তো শরীরেই প্রবেশ করেছে। শিববাবাও বলেন -- আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি, কখনো আমি বাচ্চা হয়ে যাই আবার কখনো মা হয়ে যাই। আমি জাদুকর, তাই না ? কেউ কেউ আবার এই খেলাকে জাদুর খেলা ভাবে। দুনিয়াতে এমন মিথ্যা ঋদ্ধি

সিদ্ধির কাজ অনেক চলে । কেউ কেউ কৃষ্ণও হয়ে যায়, যার মধ্যে কৃষ্ণের ভাব থাকবে, তাকে ঝট করে কৃষ্ণের মতো মনে হবে । সবাই তাকে সম্মান করবে, তার আবার অনুগামীও তৈরী হবে । এখানে তো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা । প্রথমে এই নিশ্চয়তা চাই যে আমি হলাম আত্মা, আর বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের বাবা, তোমাদের আমি ত্রিকালদর্শী বানাই । এমন জ্ঞান আর কেউই দেয় না । ভক্তিমার্গ শেষ হলেই বাবাকে আসতে হয় । যদিও অনেকেরই শিবলিপ্সের অথও জ্যোতি স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় । যার ভাবনা যেমন হয়, আমিই সেই ভাবনা পূরণ করে থাকি । কিন্তু আমার কাছে কেউ আসতেই চায় না । আমাকে তো চেনেও না । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবাও বিন্দু আর আমিও বিন্দু । আমার আত্মার মধ্যে এই জ্ঞান আছে আর এখন তোমাদের আত্মার মধ্যেও এই জ্ঞান আছে । এ কেউই জানে না যে, আমাদের আত্মা পরমধামেই থাকে । যখন তোমরা বাবার সামনে এসে বসো, তখন রোমাঞ্চিত হয়ে যাও । আহা, শিববাবা যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি ঐনার মধ্যে এসে আমাদের পড়ান । বাকী কৃষ্ণ বা গোপীদের কোনো কথাই নেই । না এখানে আর না সত্যযুগে । সেখানে তো প্রত্যেক রাজকুমারই তাদের নিজেদের মহলে থাকেন । এইসব কথা তারাই বুঝতে পারবে যারা বাবার থেকে এসে বর্ষা নেবে । তাহলে এই খুশীও ভিতরে থাকা চাই । মানুষ বলে তুমিই মাতা , তুমিই পিতা কিন্তু এর অর্থও ঠিকঠাক বোঝে না । পিতা তো আছে কিন্তু মা কাকে বলা হবে ? মাতা তো অবশ্যই চাই । এই মাতার ওপরে কোনো মাতাই হয় না । এই রহস্য খুবই বোঝার আর এর সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করা চাই । বাবা বলেন যে, তোমাদের মধ্যেও কোনো অপগুণ থাকা উচিত নয় । মানুষ গানও গায় ...আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । এখন বাচ্চাদের গুণবান হতে হবে । কোনো কাম বা ক্রোধ রেখো না । দেহের অহংকারও করো না । এই সময় তোমরা এখানে বসে আছো তাহলে এখানে যখন আছো তখন আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে কেন ? কিন্তু এই পরিপক্ব অবস্থা তোমাদের অস্তিম সময়ে আসবে । এমন গায়নও আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা যদি জানতে চাও, তাহলে গোপ - গোপীদের জিজ্ঞেস করো । এ সবই অস্তিম সময়ে হবে, এমন কেউই বলে না যে, আমরা ৭৫ প্রতিশত অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি । এইসময় পাপের বোঝা অনেক । গুরু কৃপা বা গঙ্গা স্নান করলে এই পাপ হওয়া যায় না । বাবা এই অস্তিম সময়ে এসেই এই জ্ঞান দিয়ে থাকেন । দেখানো হয় যে কন্যার দ্বারা বাণ মারা হয়েছিলো আর তাতে ভীষ্ম পিতামহ প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন । মৃত্যুর সময় আবার গঙ্গা জল খাওয়ানো হয়েছিলো । তোমরা যখন প্রকৃত জ্ঞান হারিয়ে ফেলো তখন এখানে তোমাদের বাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় । "মামেকম" অর্থাৎ আমাকেই স্মরণ করো এই কথা বাচ্চাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত । এমন নয় যে কেউ তোমাদের মনে করিয়ে দেবে । শরীর ত্যাগ করার সময়, কারোর সাহায্য ছাড়াই তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দুনিয়ার গুরুরা তো মন্ত্র দিয়ে থাকে । এ তো খুবই সাধারণ কথা । শেষ সময়ে অনেক মারামারি হবে । তোমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকবে । তখন তো এমন বলতেই পারবে না যে শিব শিব বলো । সেইসময় বাবার সম্পূর্ণ স্মরণ চাই, বাবার প্রতি ভালোবাসা চাই, তখনই এক নম্বর পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমি তোমাদের বাবা, আগের কল্পেও বাচ্চারা, আমিই তোমাদের ফুল বানিয়েছিলাম । সত্যযুগে যোগবলের দ্বারাই ফুলের মতো সন্তানের জন্ম হয় । সত্যযুগে দুঃখ দেওয়ার মতো কোনো জিনিসই থাকে না । নাম ই তো হলো স্বর্গ । কিন্তু সেখানে কারা থাকেন -- এই কথা ভারতবাসীরা জানে না । শাস্ত্রে এমন অনেক কথা লেখা হয়েছে যে সেখানেও হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি ছিলো -- এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী । ভক্তিও প্রথমে সত্যপ্রধান হয় তারপর ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হতে থাকে ।

বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের আকাশে তুলে দিই। তোমরা আবার ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসো। কোনো মানুষেরই কোনো মহিমা থাকে না। সবার সঙ্গতিদাতা হলেন একমাত্র শিববাবা। বাদবাকি গুরুরা অনেক প্রকারের তীর্থ যাত্রা শেখায়, তবুও তোমরা নীচে নামতে থাকো। ভক্তিমার্গে যদিও মীরার সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। কিন্তু সে কি কখনো বিশ্বের মালিক হয়েছিলো। তোমাদের তো বাবা বলেন যে তোমরা জিন্ হও। কেবলমাত্র অল্ক (আল্লা), আর বে (বাদশাহী)কে স্মরণ করো, এই কাজই আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। যদি এতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড় বা বাবাকে স্মরণ না করো, তাহলে মায়া তোমাদের কাঁচাই খেয়ে ফেলবে। একটা গল্প ছিলো যে জিন্ একজনকে কাঁচা খেয়ে ফেলেছিলো। বাবাও বলেন যে তোমরা যদি স্মরণ না করো তাহলে মায়া তোমাদের কাঁচা খেয়ে ফেলবে। বাবার স্মরণে থাকলে তোমাদের খুশী বাড়তে থাকবে। তোমরা ভাববে, বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান। বাবা তোমাদের সামনে বসে আছে। তোমরা আত্মারা তাঁর কথা শোনো। মিষ্টি, প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের মুক্তিধামে নিয়ে যেতে এসেছি। যদিও সেখানে যাবার চেষ্টা অনেকেই করে কিন্তু কেউই যেতে পারে না। কলিযুগের পরে সত্যযুগ, অর্থাৎ রাতের পরে দিন তো আসবেই। তোমরা জানো যে সত্যযুগে তোমরাই থাকবে। বাবা আবার নতুন করে আমাদের রাজ্য, ভাগ্য দেন। অন্তিম সময়ে তোমাদের খুশীর পারা চড়তে থাকবে। যখন ফাইনাল সময় আসবে তখন বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা সাক্ষী হয়ে তা দেখতে থাকবে। এই নাটকে রক্তের খেলা। কি দোষ করেছে যে মারার জন্য বোম্ব ইত্যাদি বানানো হয়েছে। মরবে তো অবশ্যই। তারাও ভাবে আমাদের কেউ প্রেরণা দিয়েছে এই বোম্ব বানানোর জন্য যে কারণে না চাইলেও আমরা এই বোম্ব বানিয়ে ফেলি। খরচা তো অনেকই হয়। নাটকে তো লিপিবদ্ধ আছে, এর দ্বারাই বিনাশ হবে। অনেক ধর্মের মাঝে এক ধর্ম কখনো রাজত্ব করতে পারে না। এখন সেই অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্ম স্থাপন হবে।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে চলে রাজ্য স্থাপন করছি। দুনিয়ার মানুষ ময়দানে ড্রিল শেখার জন্য চলে যায়। তারা ভাবে যে, মরতে হবে আর মারতেও হবে। এখানে তো এইসব কথাই নেই। বাবা এসেছেন এই কথা ভেবে খুব খুশীতে থাকতে হবে। এই প্রাচীন ভারতের রাজযোগ নিরাকার শিব ভগবানই শিখিয়েছিলেন। মানুষ নাম বদল করে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। সন্ন্যাসীরা ভাবে এ হলো আমাদেরই প্রাচীন যোগ। তোমাদের কতো ভালোভাবে বোঝানো হয়। বাচ্চারা, তোমরা কি আমাকে চেনো -- আমি হলাম তোমাদের বাবা। আমাকেই তোমরা পতিত - পাবন, জ্ঞানের সাগর বলে থাকো। কৃষ্ণ তো পতিত দুনিয়াতে আসতে পারবে না। মানুষ কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কতো ভুল ধারণা, তাই সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমি তখনই আসি -- যখন সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যেতে হয়।

তোমরা জানো যে আমরা এখন ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছি। আমরা ঈশ্বরীয় ছাত্র। এই কথা যদি বারে বারে স্মরণ করো তাহলে রোমাঞ্চিত হবে। বাচ্চারা, বাবা বাবা তোমাদের জ্ঞানের গর্ভ ধারণ করছেন। তাহলে তোমরা এই কথা ভুলে কেন যাও। বাচ্চার জন্ম হলেই বাবা বলতে লেগে যায়। তারা বুঝতে পারে যে আমরাই উত্তরাধিকারী। তাহলে নিরন্তর দাদু শিববাবাকে স্মরণ করো। বাবা মত দেন যে, কাম হলো মহাশত্রু, যা তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্ত অনেক দুঃখ দেয়। এ হলো মৃত্যুলোক, বেশ্যালয়। রাম শিবালয় বানান, যেখানে দেবী - দেবতা ধর্মের রাজ্য চলে। কিন্তু তিনি কিভাবে এই রাজ্য নিয়েছিলেন, কখন নিয়েছিলেন, এই কথা এখন তোমরা জেনে গেছো। দুনিয়ার

মানুষ ভাবে যে দেবী - দেবতারা কখনোই পুনর্জন্ম নেন না। কোনো একজন বড় মানুষ যদি এই কথা বুঝতে পারে তাহলেই এই কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। গরীবের কথা তো কেউই শোনে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে ধারণা করতে পারে। স্কুল একটাই। শিক্ষকও একটাই। বাকি যারা পড়ে তারা নম্বর অনুসারেই এই পাঠ নেয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

***ধারণার জন্য মুখ্য সার* :-**

১) মায়ার প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য জিন্ হয়ে অল্ফ (আল্লা) আর বে (বাদশাহী)কে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের মাথার উপর পাপের যে বোঝা আছে তাকে তাকে যোগবলের সাহায্যে দূর করতে হবে আর অতীন্দ্রিয় সুখেও থাকতে হবে।

২) কেবল মুখে শিব শিব বললেই হবে না। বাবার প্রতি সত্যিকারের প্রেম রাখতে হবে। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবাতে তৎপর থাকতে হবে।

***বরদান :-** যথার্থ সেবার দ্বারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করে মন বুদ্ধির দ্বারা সদা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও।*

যদি সেবা যোগযুক্ত আর যথার্থ হয় তাহলে সেবার ফল হিসাবে খুশী, অতীন্দ্রিয় সুখ,ডবল লাইটের অনুভূতি অথবা বাবার কোনো না কোনো গুণের অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের সামনে অবশ্যই আসবে। আর যারা এই প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করে তারা মন ও বুদ্ধিতে স্বাস্থ্যবান থাকে। আর যদি দুর্বল থাকে তাহলে ভাববে তাজা এই প্রত্যক্ষ ফল এখনো পাও নি। এই প্রত্যক্ষ ফল তোমাদের স্বাস্থ্যবান বানায়, তাই তোমাদের স্লোগান হলো - চিরসুস্থতা , চিরকালের ঐশ্বর্যবান আর সদাসুখী।

***স্লোগান :-** নিজের প্রতিটি কর্মের দ্বারা ব্রহ্মা বাবার কর্মকে প্রত্যক্ষ করে কর্মযোগী হও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কিশোর, যুবা অথবা বৃদ্ধ- যাই হও না কেন, তোমাদের সবারই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। যেহেতু সবাইকে এখন অব্যক্ত (শব্দ না হওয়া) মুক্তিধামে যেতে হবে। অন্যদেরকেও সেই ধামের দিশা দেখাও।"

প্রশ্ন :- এক এক বাচ্চার প্রতি এক এক ধরনের শ্রীমৎ - তা কেন ?

উত্তর :- যেহেতু বাবা প্রতিটি বাচ্চারই নাড়ীর অবস্থা বুঝে শ্রীমৎ দেন। যেমন কেউ থাকে সাংসারিক বন্ধনমুক্ত অবস্থায়, বৃদ্ধা হোক বা কুমারী হোক, সেবার যোগ্য হলে বাবা তাকে রায় দেন, সে যেন এই সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করে। কিন্তু সবাইকে তো আর এখানে বসিয়ে রাখা যায় না। প্রত্যেকের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাবার এই শ্রীমৎ দেওয়া হয়। মাঝা ও ব্রহ্মাবাবা যেভাবে শিববাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা নেন, তাদেরকে অনুসরণ করে, তাদের মতন মনে-প্রাণে সেবা করে বর্ষার অধিকারী হতে হবে।

গীত :- *ভোলানাথের মতন এমন অনুপম আর কেউ নেই..... *

ওঁ শান্তি ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা তো গীতের মাধ্যমে শুনলে, শিববাবাকেই ভোলানাথ বলা হয়। আর যিনি ডমরু বাজান, ওনাকে শংকর বলা হয়। দুনিয়াতে তো অনেক আশ্রমই আছে, যেখানে বেদ, শাস্ত্রাদি, উপনিষদ্ ইত্যাদি পড়ানো হয় - যা ডমরু বাজানোর সামিল। এমন অনেক আশ্রমও থাকে, যেখানে মানুষেরা গিয়ে বসবাসও করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। তারা ভাবে যে, গুরুরাই আমাদেরকে অব্যক্ত শান্তিধামে নিয়ে যাবে। এরকম ভেবেই সেখানে থাকতে যায়, অস্তিমে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে তো কেউ এভাবে ফিরতে পারে না। গুরুরা যে যার নিজের মতো ভক্তির আদব-কায়দা তাদেরকে শেখায়। কিন্তু এখানে তোমরা বাচ্চারা তো জানো, প্রকৃত বানপ্রস্থ অবস্থা এখানেই শেখানো হয়। বাচ্চা, বুড়ো, যুবক সবারই এখন বানপ্রস্থ অবস্থা, তাই মুক্তিধামে নিয়ে যাবার জন্য তোমাদেরকে পুরুষার্থ করানো হয়। এমন আর কেউ নেই যিনি সঙ্গতি অথবা মুক্তিধামে যাবার দিশা জানান। গতি ও সঙ্গতিদাতা কেবল একজনই। বাবা কিন্তু এমন বলেন না যে, গৃহস্থালী ঘর-সংসার ছেড়ে এখানে এসে বসতে। তবে যে তেমন সেবার যোগ্য, তাকে অবশ্য রাখা যেতে পারে। তোমাদেরকেও অন্যদের বানপ্রস্থের দিশা দেখাতে হবে, যেহেতু এখন সবারই সময় হয়ে এসেছে অব্যক্ত শান্তিধামে যাবার। বানপ্রস্থ অথবা মুক্তিধামে নিয়ে যেতে পারেন কেবল এই একজন বাবা-ই। যে বাবার সন্মুখে তোমরা এখন বসে আছো। যদিও অন্যান্যরা কেউ কেই বানপ্রস্থে পৌঁছে দিতে পারে, কিন্তু শান্তিধামে তাদের নিজের ঘরে তো আর তাদেরকে পৌঁছে দিতে পারে না। বানপ্রস্থের শান্তিধামে পৌঁছবার কেবল এই এক বাবা-ই আছেন, যিনি কেবল সদ-উপদেশই দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ বলে, বাবা আমি ঘর-সংসার পরিবার সমেত এখানেই চলে আসবো - বাবা তখন জানান, না এমনটা করা যাবে না, প্রথমতঃ বুঝতে হবে, সেবাতে কে কতটা যোগ্য। কোনও বয়স্ক বন্ধনমুক্ত সেবার যোগ্য হলে, তবেই তাকে সেই শ্রীমৎ দেওয়া যায়। সেবা শেখার জন্যই অনেক বাচ্চারা বলে, বাবা প্রদর্শনী করো যাতে আমরা সেবার যুক্তি ও ধরণগুলি বুঝতে পারি। কন্যাদের সাথে সাথে মাতারা ও পুরুষেরাও তা শিখতে পারবে-প্রদর্শনী কিভাবে করতে হয়। বাবা রোজ এসবেরও শিক্ষা দিতে

থাকেন- কাকে কি ভাবে বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে যুক্তি ও ব্যাখ্যাও বলে দেন তিনি। সর্বাগ্রে এর উপর বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা, যাকে তোমরা স্মরণ করো, তিনি তোমাদের কে হন। তিনি যদি বাবা হন, তবে তো তার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই পাবে। কিন্তু তোমরা তো সেই বাবাকেই চেনো না। উল্টে একথাও বলো যে, সব কিছুর মধ্যেই ভগবান বিরাজিত। যদি সব কিছুতেই ভগবানের অস্তিত্ব থাকে, তবে তোমাদের এত করুণ ও শোচনীয় অবস্থাই বা কেন। বাচ্চারা তোমরা এখন উপলব্ধি করেছে, স্বয়ং বাবার সন্মুখেই তোমরা বসে আছো। বোধে এসেছে বাবা আমাদের যোগ্য বানিয়ে অর্থাৎ কাঁটাতল্য থেকে ফুলের মতো পবিত্র বানিয়ে ওনার সাথেই নিয়ে যাবেন। অন্যান্যরা কেবল জঙ্গলের দিশাই দেখিয়ে থাকেন। অথচ এই বাবা কত সহজ সরল ভাবে দিশা দেখান। একথা তো প্রচলিতই আছে, মাত্র এক সেকেন্ডেই জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যা কদাপি মিথ্যা নয়। *যেই ক্ষণেই তুমি বাবা শব্দ উচ্চারণ করলে, তুমি জীবন-মুক্তির হিসাবে চলে এলে।* প্রথমে বাবা তার নিজের ঘরে নিয়ে যান। যা তোমরা এখন নিজেদের ঘরকেই ভুলে গেছো। অন্যেরা তো বলে, 'গড-ফাদার' অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতা তিনি অনেক বার্তাবাহকে (দেবদূত) দুনিয়াতে পাঠান, ধর্ম স্থাপনার উদ্দেশ্যে - কিন্তু তবুও যে কেন তারাই বলে- ঈশ্বর সর্বব্যাপী ? উপরের শান্তিধাম থেকেই তো তাদের পাঠানো হয়ে থাকে। যা তারা বলে, অথচ তারাই তা মানে না। বাবা তাদেরকে পাঠান ধর্ম স্থাপনার জন্য, তাই তাদের সংস্থার অনুসরণকারীরাও তাদের পিছনেই আসতে থাকে। এদের সর্বপ্রথমে থাকে দেবী-দেবতাদের সংস্থা। যার প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, একমাত্র তারাই আসে তাদের প্রজাদের নিয়ে। অন্যেরা কেউ-ই এমন ভাবে প্রজা সহিত আসে না। প্রথমে তারা নিজেরা আসে, পরে এক এক করে দ্বিতীয়, তৃতীয় আসতে থাকে। তাই তো এখন তোমরা সবাই প্রস্তুত হচ্ছ বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সা নেবার জন্য। *এটাও একটা স্কুলই বটে। তাই তো নিজের বা ঘরের কাজ করার সময়ও এক মূহর্ত বা আধা মূহর্ত কিস্বা পৌনে মূহর্তও যদি বাবাকে স্মরণ করো, সেই এক সেকেন্ডেই তুমি বুঝতে পারবে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার প্রকৃত সম্বন্ধটা কি!* আর অন্যেরা তো শুধু কথার কথা বলে দেয়, পরমপিতা উনি তো সবার পিতা, সৃষ্টিকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারা তো সঠিক ভাবে তাঁকে অর্থাৎ বাবাকে জানতেই পারেনি, তাই তাদেরকে আর কি বা বলা যায়। একথা অবশ্য সত্য যে, বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, অতএব স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার তো বাবা-ই দেবেন। পূর্বেও উনি তা ভারতকেই দিয়েছিলেন। *নর থেকে নারায়ণ হবার রাজযোগের তাই তো এত খ্যাতি।* যা 'সত্য-নারায়ণের কথা' হিসাবে প্রচলিত আছে। ঠিক এমনই রয়েছে 'অমর-কথা', 'তীজরীর কথা' (তৃতীয়-নয়ন, জ্ঞানের প্রাপ্তি, যার দ্বারা আত্মা তার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারে)। বাচ্চারা তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারো, বাবা তোমাদেরকে কিভাবে আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। সেই কারণেই বাবা শ্রীমৎ দিয়ে থাকেন। যে মতের দ্বারা কল্যাণ অবশ্যই হয়। বাবা প্রত্যেক বাচ্চারই নাড়ী বুঝতে পাড়েন। জানতে পারেন সেবার নিমিত্তে কার কোনও সাংসারিক বন্ধন নেই, যাতে সে খুব ভাল ভাবে সেবার কাজ করতে পারে। প্রথমে দেখে সে উপযুক্ত কিনা, তারপরেই উনি ওনার নির্দেশাবলী দেন। সব কিছুর পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারপরেই বাবা বলেন - তুমি এখানেই থাকতে পারো এবং সেবার কার্যও করতে পারো, যখন যেখানে প্রয়োজন অনুসারে। প্রদর্শনীতেও তো অনেকেরই দরকার পড়ে। বয়স্ক আত্মার যেমন দরকার - তেমনি কুমারী কন্যাদেরও। সেই উদ্দেশ্যে সবাইকেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়ানো হয়। বলা হয় 'ভগবান উবাচ' - তা কিন্তু সেই নিরাকার ভগবানকে উদ্দেশ্য করেই। তোমরা আত্মারা সেই নিরাকার বাবারই বাচ্চা। তোমরাই বলো, 'গড-ফাদার', সেক্ষেত্রে তাকে তো আর সর্বব্যাপী বলা যায় না। যেমন লৌকিক

বাবাকে কি আর সর্বব্যাপী বলা হয়- না তা বলা হয় না। নিরাকার শিববাবার প্রতি তোমরাই তো গুণ-গান কীর্তন করে বলা, উনি যখন পতিত পাবন বাবা, তখন নিশ্চয় এখানে এসে আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাবেন। বাচ্চারা, তোমরা জানতে পেরেছ, তোমারা এখন পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থার দিকে এগোচ্ছ। বাবা নিজেই এমন বলছেন - "তোমাদের সাথে আবার আমার মিলন হচ্ছে পুরো ৫ হাজার বছর বাদে। তাই তোমরাও এসেছ ওনার আশীর্বাদী বর্ষা নিতে। আর এও জানো যে বর্তমানে রাজধানী স্থাপনের কার্য চলছে। ঠিক এমন ভাবেই মাম্মা-বাবাও শিববাবার থেকে বর্ষা নিয়ে থাকেন, তোমরাও ঠিক তেমনি ভাবে সেই বাবার থেকেই বর্ষা পাও, তাই তাদেরকেই অনুসরণ করে। সেক্ষেত্রে মাম্মা-বাবার মতন সেবাও করতে হবে"। মাম্মা-বাবা তো সেইসব কাহিনী বর্ণনাও করেন যেভাবে নর থেকে নারায়ণ হওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে তা মানবো নাই বা কেন। *যারা সূর্যবংশী হয়ে আসে, ক্রমে তারাই চন্দ্রবংশীতে আসে। কিন্তু তোমাদের অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে সূর্যবংশীতে আসার। তা কিন্তু খেয়াল রাখতেই হবে, বুঝেছ তো ?* অবুঝ বাচ্চাদের স্কুলে গিয়ে বসাই উচিত নয়। বাবা শ্রীমৎ দেন। আমরা তা নিশ্চয় ভাবেই জানি, শিববাবা স্বয়ং ব্রহ্মাবাবার শরীরকে আধার করে ওনার শরীরেই অবস্থান করেন। আর তা হলে প্রজাপিতাকে (যিনি প্রজাদের পালক) পাবই বা কি প্রকারে। ব্রহ্মা তো সূক্ষ্ম-বতনবাসী। কিন্তু প্রজাপালক প্রজাপিতাও তো চাই। তাই শিববাবা জানান, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার কার্য হয়ে থাকে- কিন্তু কাদের ? --ব্রাহ্মণদের। তাই এই ব্রহ্মার শরীরেই প্রবেশ করি। যেমন তোমাদের আত্মারা তোমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাকেই কিন্তু জ্ঞানের সাগর বলা হয়। কিন্তু আমি যে নিরাকার, তাই জ্ঞান শোনাবো কি প্রকারে। কৃষ্ণকে কিন্তু জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। *কৃষ্ণের আত্মা অনেক জন্ম পরে তার অন্তিম জন্মে জ্ঞান ধারণ করে আবার কৃষ্ণ হয়েই আসে। যিনি এখন সে স্বরূপে নেই। তোমরা জানতে পেরেছো, ভগবানের দ্বারা রাজযোগ শিখে আত্মারা দেবী-দেবতা হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হয়। শিববাবা জানান, এমন ভাবেই কল্প কল্প ধরেই আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে আসছি। জ্ঞানের পাঠে তো কেবল স্বর্গের রাজত্ব আসা যায়, কিন্তু রাজযোগের দ্বারা তোমরা তো রাজাধিরাজ রাজা হতে চলেছো। তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমনটাই থাকা উচিত। তোমরা এখানে এসেছো আবার সূর্যবংশীয় দেবী-দেবতা হতে।* স্বর্গরাজ্যে সেখানে কেবল একটাই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। যেখানে বর্তমান দুনিয়ায় এখন কত অনেক ধর্মের অবস্থান। কত শত গুরু। এদের সবারই বিনাশ হবে। এইসব *গুরুদেরও গুরু সবারই সঙ্গতিদাতা সেই একই শিববাবা।* বাবা স্বয়ং তা বলেন, আমি এসেছি সাধুদেরও সঙ্গতি করতে। নিকট ভবিষ্যতে অনেকেই এসে তোমাদের সামনে নতজানু হবে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল কল্প পূর্বেও।

বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই অবিনাশী নাটকের (ড্রামার) সমস্ত গুহ্য রহস্যগুলিই জানা আছে। তাই জানতে পেরেছো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - ওনারা সূক্ষ্মবতনবাসী। আর ইনি হলেন প্রজাপিতা। শিববাবা বলেন, আমি ব্রহ্মার বৃদ্ধ শরীরেই মধ্যেই প্রবেশ করি। তিনি ব্রহ্মাকেও 'ওহে বাচ্চা' বলে সন্তোষন করেন। তোমরা সবাই এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তাই জ্ঞানের কলস তোমাদের মাথায় রাখা হয়েছে। তোমরা অনেক জন্ম নিয়েছো। বর্তমান সময়কালটা চূড়ান্ত নরকের পর্যায়ে। কোনও নদী বা তার ধারাকে নরক বলা যায় না। গড়ুর পুরাণে তো কত কিছুই লেখা হয়েছে। বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদেরকে এখন সে সবই বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মারও এসব পাঠ পড়া আছে। ভোলানাথ বাবা স্বয়ং বসে তার সহজ-সরল বাচ্চাদেরকে এখন প্রকৃত জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। এই গরীব ভোলা-ভালা বাচ্চাদেরকেই তিনি ধনী থেকেও ধনী মহাধনী বানাচ্ছেন। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো, তোমরাই

সূর্যবংশীয় মালিকে পরিণত হতে যাচ্ছে। তারপরেও কেন আবার ধীরে ধীরে তোমাদের পতন হতে থাকে ? সত্যি, কি বিচিত্র এই উত্থান-পতনের (ওঠা-নামার) খেলা। স্বর্গে থাকাকালীন তোমাদের কত বিশাল সম্পদ থাকে। যার সাক্ষী, এখনও সেই সব রাজাদের বড় বড় মহলগুলি। জয়পুরে এমন অনেক মহল আছে। এখনকার রাজাদেরই যদি এত বড় বড় মহল থাকে, তবে না জানি তখন ঐ সময়কালে কত বিশাল বিশাল মহলই ছিল ! সরকারী মহলও এমন সুন্দর হয় না। রাজাদের জমকালো মহলগুলি বানাবার ধারণাটাই স্বতন্ত্র। আর স্বর্গের মডেল (নমুনা-**বিনীতা নগরী**) দেখতে চাইলে আজমের যাও। ঐ একটা মডেল বানানো কতই না কষ্টসাধ্য। কিন্তু তা দেখে তোমরা কতই না আনন্দ পাবে। এখানে বাবা তোমাদেরকে মূহুর্তেই কত কিছুই সাক্ষ্যাংকার করিয়ে দেয়। **এখন তোমরা যা দিব্য-দৃষ্টিতে দেখছো, ভবিষ্যতে সেটাই তোমরা বাস্তবে দেখতে পাবে।** যদিও ভক্তি-মার্গের ভক্তদের কিছু কিছু সাক্ষ্যাংকার হয়ে থাকে, কিন্তু তারা কেউ বৈকুণ্ঠের মালিক হতে পারে না। বাস্তবে তোমরাই সেখানকার মালিক হও। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো একেবারেই নরক। একে অপরকে মারতে-কাটতেই ব্যস্ত। সন্তান বাবাকে, ভাই ভাইকেও খুন করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সত্যযুগে লড়াই-ঝগড়ার কোনও ব্যাপারই নেই। **তোমাদের এখনকার পুরুষার্থের উপার্জনে ২১ জন্ম পর্যন্ত সেই অনুসারে পদের প্রাপ্তি ঘটে।** অতএব তোমাদের কতই না খুশীতে থাকা উচিত। মূল কথা হল, তোমরা যদি বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় আর তার গুণগুলিকেই না জানো, তবে বাবা বাবা বললে, তাতে আর লাভের লাভ কি বা হবে। এত দান-পুণ্য করেও তো ভারতের আজ এই হাল হয়েছে। কিন্তু এই ভাবটাকেই কেউ বুঝতে চায় না। তাদের ধারণা, ভক্তিহীন ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু, কখন আর কিভাবে ওনাকে পাওয়া যায়! ভক্তি তো সবাই করে, কিন্তু সবাই তো আর রাজত্ব পায় না। এই বিষয়টা না বুঝতে পেরে তাল-গোল পাঁকিয়ে ফেলে। তোমরা অন্যদেরকে এইভাবে বোঝাতে পারো, এইসব শাস্ত্র-পুঁথি ইত্যাদি ভুলে যাও, জীবিত থেকেও মানসিক ভাবে নিজেকে মৃতবৎ মনে কর। ব্রহ্ম-তত্ত্ব কেবল একটা উপাদান মাত্র। তার মাধ্যমে আশীর্বাদী-বর্ষা পাবে কিভাবে ? তা কেবল পাওয়া যায় বাবার থেকেই। যা কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই আমরা পেয়ে থাকি। আর এটা কোনও নতুন কথা নয়। **এই বিশ্ব-নাটক এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হতে চলেছে। তখন আমাদেরকে এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকে যত বেশী স্মরণ করবে, অন্তিম সময়ে মনের যেমন স্থিতি থাকবে সেই অনুসারেই তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।** বর্তমানের এই সময়কালকে পরিবর্তনের বিনাশ কাল বলা হয়। যে সময়ে পাপী আত্মাদের কর্মফলের সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হয়। এই সময়েই যোগবলের দ্বারা সেবাধারীদেরকে পুণ্য-আত্মা হতে হবে। খড়ের গাদায় যেমন আগুন লেগে মূহুর্তেই সব ছাঁই হয়ে যায়, তেমনি হতে থাকবে সর্বত্রই। ফলে আত্মারাও তাদের নিজ ঘরে ফিরে যাবে। যখন মাত্র এক ধর্মের রাজত্ব স্থাপন হয়, তখন অন্য ধর্মগুলি অবশ্যই লোপ পেয়ে ঘরে ফিরে যায়। শরীরকে কিন্তু সাথে নিয়ে যেতে পারে না।

অন্যেরা কেউ কেউ বলে থাকে, মৃত্যুর পর কারও কারও মোক্ষ-লাভ হয়। কিন্তু তা তো হতেই পারে না। যেখানে এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট ক্রমান্বয়ে ঘুরতেই থাকে, যার কোনও আদি-অন্তই নেই। সেই অনাদি-চক্র কিভাবে ঘুরে-ফিরে কল্প-চক্রে আসে, তারই গোপন রহস্য এখন বাবা বসে শোনাচ্ছেন। অন্যদেরও এসব কথা বোঝাতে হবে। যখন এসব কথা তারা ভাল ভাবে বুঝতে পারবে, তখন তোমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটা বি কে-দের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পাখীরা যদিও অনেক কিছুই খায়, কিন্তু অপরের ধর্মকে তারা খায় না মোটেই। বাচ্চারা, **জাগতিক কোনও কিছুই উপর*

মমত্ব থাকা উচিত নয় তোমাদের। প্রকৃত অর্থে এই দুনিয়া এখন কবর-স্থান তুল্য। পুরোনো জরাজীর্ণ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকবেই বা কেন।* আমেরিকার বিদ্বজনেরাও ভাবে যে, এই দুনিয়াতে পাঠ্যবার প্রেরক অবশ্যই কেউ আছে। মৃত্যু যে আমাদের সামনেই দন্ডায়মান। এদিকে বিনাশও অবধারিত। সবারই মনে সে চেতনা আছে। নাটকের চিত্রপটে ভবিষ্যৎ এভাবেই রচিত হয়েছে। শিববাবা মহাদানী-দাতা। ওনার কোনও কিছুতেই আসক্তি নেই। ইনি তো নিরাকার। যা কিছু আছে সবই বাচ্চাদের। নতুন দুনিয়াও বাচ্চাদেরই জন্য। আমরা সেই দুনিয়া স্থাপনার কার্যে নিযুক্ত যে দুনিয়ায় রাজত্বের সুখ-ভোগ আমরাই করবো। বাবা তো সম্পূর্ণরূপে নিষ্কামী (মোহহীন-নিরাসক্ত-নির্লিপ্ত)। বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যায়। তোমরা ডবল (দ্বি-গুণ) লোকহিতৈষী মহাদানী বিশ্বকল্যাণকারী বাচ্চা। তন-মন-ধন সবকিছুই বাবাকে সমর্পণ করেছে। অন্যদিকে তোমরা আবার অবিনাশী জ্ঞান-রত্নও বিলি কর। কিন্তু শিববাবাকে তোমরা কি দাও ? শ্রদ্ধের জিনিষ-পত্র যেমন অগ্রদানী (ব্রাহ্মণ)কে দেওয়া হয় - তেমনই। ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ, কিন্তু ঈশ্বর কি সে সবার ভোগী ? কিংবা কৃষ্ণের প্রতি অর্পণ, এমনও বলে থাকো কেউ কেউ। জগতের লোকেরা এই দুজনকে (শিব+কৃষ্ণ) একেবারে ভিত্তারীর পর্যায়ে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এনারা তো দাতা। *আচ্ছা !*

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

(১) এই পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তুর প্রতিই আসক্তি রাখা উচিত নয়। এই দুনিয়ার কোনও কিছুর প্রতিই কোনও প্রকারের ইচ্ছা বা আগ্রহ রাখা উচিত নয়, যেহেতু বর্তমানের যা কিছু আছে, সবকিছুই কবরে চলে যাবে।

(২) নাটক এখন শেষের পর্যায়ে, কর্মফলের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। অতএব যোগবলের দ্বারা পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যান্বিত হতে হবে। ডবল-দানী হতে হবে।

বরদান :- জ্ঞানী হয়ে ব্যর্থকে বুঝে নিয়ে, তা দূর করে, তাকে পরিবর্তন করতে পারা প্রকৃত যোগী হও।

বিস্তার :- প্রকৃত যোগী হবার লক্ষ্যে মন আর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ থেকে মুক্ত থাকো। যার জন্য সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাথে সাথে শক্তিশালী আত্মা হওয়ারও প্রয়োজন। যদিও জ্ঞানের আধারে বুঝতে পারো, কোনটা সঠিক, কোনটা বৈঠিক, কিংবা এটা এই- কিন্তু নিজের ভিতরে তার প্রভাব যেন না পড়ে। জ্ঞানের অর্থ বোধশক্তি আর বিচক্ষণ তাকেই বলা যাবে, যে সবকিছুই বুঝতে পারবে। কিভাবে তা দূর করতে হবে আর কিভাবেই বা তার পরিবর্তন করতে হবে। যদি ব্যর্থ বৃত্তি, ব্যর্থ চিন্তনকে স্বাধা (আত্মতা) করতে পারো, তবেই তাকে বলা যাবে প্রকৃত যোগী।

শ্লোগান :- ব্যর্থ থেকে বেপরোয়া (চিন্তামুক্ত) থাকো, মর্যদায় নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা রুদ্র যন্ত্র রচনা করেছেন - এই যন্ত্রকে তোমরা ব্রাহ্মণরাই সামলাও, তাই তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।"

প্রশ্ন:- অস্তিম সময়ে বাবা কোন বাচ্চাদেরকে সাহায্য করবেন?

উত্তর:- অস্তিম সময়ে যখন অনেক বিপর্যয় আসবে তখন যে বাচ্চারা ভালো সেবা করে তারা অনেক সাহায্য পাবে। যে বাবার সাহায্যকারী হবে, বাবাও তাকে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন:- কোন্ মুখকে আশ্চর্য মুখ বলা হয়? কোথায় এর স্মৃতি চিহ্ন আছে?

উত্তর:- শিববাবা, যার নিজের কোনও মুখ নেই, তিনি যখন এই মুখের আধার নেন তখন এই মুখকেই আশ্চর্য মুখ বলা হয়। তাই তোমরা বাচ্চারা সামনে থেকে এই মুখ দেখার জন্য আসো। এরই স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে রুণ্ড মালাতে মুখ দেখানো আছে।

গীত:- কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয় ভোলা ভগবান শিব ...

ওম্ শান্তি। বেহদের বাবা বলছেন, আমি ৫ হাজার বছর পরে একবারই বাচ্চাদের মুখ দেখি। বাবার তো নিজের মুখ নেই। শিববাবাও পুরাতন শরীর লোন নেন। তাই তোমরা বাপদাদা দুজনের মুখই দেখ। সেইজন্যই বল যে বাপদাদার স্মরণ-ভালোবাসা স্বীকার করি। বাচ্চারা তো রুণ্ড মালা দেখেছে। তাতে মুখ দেখানো আছে। রুণ্ড মালা যেভাবে তৈরি করা হয় তোমরা শিববাবারও সেইরকম মুখ দেখ। এটা কেউই জানেনা যে শিববাবাও এসে শরীরের লোন নেন। তিনি এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা কথা বলেন। তাহলে এটা তো তাঁরই মুখ হয়ে গেল, তাই না। এইসময়ে বাবা কেবল একবারই এসে বাচ্চাদের মুখ দেখেন। বাচ্চারা জানে যে শিববাবা এই মুখটা লোন হিসাবে নিয়েছেন। এইরকম বাবাকে যদি নিজের বাড়ি ধার দেওয়া হয় তাহলে কত লাভ। সবার প্রথমে এর কান শোনে। হয়তো তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাও কিন্তু সবচেয়ে কাছে তো এর কানই আছে। তোমরা আত্মারা তো দূরে আছে। আত্মা কানের দ্বারা শোনে, তাই তাতে কিছুটা তফাৎ হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা এখানে আসো সামনে থেকে এই মুখ দেখার জন্য। এটাই হল আশ্চর্য মুখ। যেহেতু শিবরাত্রি পালন করা হয়, তাই শিববাবা যিনি নিরাকার তিনি নিশ্চয়ই এসে প্রবেশ করেন। তাই তাঁরও দেশ এই ভারত। ভারত হল অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি। কিন্তু তাঁর জন্ম অন্যান্য মানুষের মত নয়। তিনি নিজেই বলেন, আমি এসে এর মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান শোনাই। অন্যান্য সমস্ত আত্মার নিজস্ব শরীর আছে। আমার কোনো শরীর নেই। শিববাবার ক্ষেত্রে সর্বদা লিঙ্গরূপ দেখানো হয়। যখন রুদ্র যন্ত্র রচনা করে তখন মাটির গোল গোল লিঙ্গ বানায়। শালিগ্রাম গুলো ছোট ছোট বানায় এবং শিবলিঙ্গ বড় বানায়। বাস্তবে এইরকম ছোট বড় হয়না। এইরকম তো কেবল এইটা দেখানোর জন্য বানায় যে ইনি হলেন বাবা আর এরা হল সন্তান। তাদের পূজাও তো আলাদা ভাবে করে। বোঝে যে ইনি হলেন শিব আর এরা শালিগ্রাম। এইরকম তো বলে না যে এরা প্রত্যেকেই শিব। না, শিবলিঙ্গকে বড় বানায় আর শালিগ্রামগুলো ছোট ছোট বানায়। বাবার সাথে এরা সবাই হল তাঁর বাচ্চা। এইসব শালিগ্রামের পূজা কেন করা হয় সেটাও বাবা বুঝিয়েছেন।

কারণ তোমরা তো সবাই আত্মা, তাই না। তোমরা এই শরীরের দ্বারা ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছ। শালিগ্রামরা শিববাবার শ্রীমং নিচ্ছে। রুদ্র শিববাবা এই জ্ঞান যন্ত্রের রচনা করেছেন। শিববাবাও কথা বলছেন আর শালিগ্রামরাও কথা বলছে। এটা হল অমর কথা, সত্য নারায়ণের কথা। এই কথা মানুষকে নর থেকে নারায়ণ বানায়। তাঁর পূজাই সবথেকে উঁচু। আত্মা কখনও অনেক বড় হয় না। একেবারে বিন্দুর মত হয়। তার মধ্যে কত জ্ঞান থাকে, কত পাট ভরা থাকে। এত ছোট আত্মা বলছে যে আমি শরীরে প্রবেশ করে অভিনয় করি। শরীর তো কত বড়। শরীরে আত্মা প্রবেশ করার জন্য ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করতে শুরু করে দেয়। প্রত্যেকেরই অনাদি অবিনাশী পাট মিলেছে। শরীর তো জড়। গর্ভাবস্থায় এর মধ্যে যখন চৈতন্য আত্মা প্রবেশ করে তখন শাস্তি খেতে থাকে। কীভাবে শাস্তি খায়? বিভিন্ন শরীর ধারণ করে এবং যাকে যে রূপে সে দুঃখ দিয়েছে সেটা সাক্ষাৎকার করতে থাকে। দন্ডও প্রাপ্ত হয়। তখন সে গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে। এইজন্য গর্ভজেল বলা হয়। নাটক কত সুন্দর ভাবে বানানো হয়ে আছে। আত্মা কত না ভূমিকা পালন করে। সে প্রতিজ্ঞা করে যে আর কখনও পাপ করব না। এত ছোট আত্মা কত অবিনাশী পাট পেয়েছে। ৮৪ জন্মের পাট প্লে করে তারপর তার পুনরাবৃত্তি করে। কত আশ্চর্যের, তাই না। এইসকল কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারাও বোঝে যে এইগুলোই যথার্থ কথা। এত ছোট বিন্দুর মধ্যে কত পাট ভরা আছে। অনেকেই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। গানও করে যে আত্মা হল তারার মত যা ভ্রুকুটির মাঝে থাকে। কত অভিনয় করে। এটাকেই বলা হয় সৃষ্টি। তোমরা তো জানো যে আমরা আত্মারা একটা শরীর ত্যাগ করে আরেকটা নিই। কত ভূমিকাতেই না অভিনয় করি। আমাদেরকে বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। এই জ্ঞান কত উঁচু। দুনিয়াতে কারোর কাছেই এই জ্ঞান নেই। এও তো মানুষই ছিল, এখন বাবা প্রবেশ করেছেন। এমন নয় যে ইনি কোনো গুরু গোসাইয়ের শিষ্য, রিদ্ধি-সিদ্ধি শিখেছেন। কেউ কেউ তো মনে করে যে এটা কোনো গুরুর বরদান অথবা গুরুর শক্তি পেয়েছে। কিন্তু এখানে তো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সামনে বসে শুনলে তোমাদের অনেক মজা হয়। জানো যে বাবা আমাদেরকে সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। আমরা আত্মারা যতটা ছোট, বাবাও ততটা ছোট। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। পরম মানে সুপ্রীম। তিনি ওপরের থেকেও ওপরে অবস্থিত পরমধামের নিবাসী। বাবা কত সূক্ষ্ম কথা শোনাচ্ছেন। শুরুর দিকে তোমরা কিছুই বুঝতে না। দিন প্রতিদিন তোমরা বাচ্চারা কত গভীর জ্ঞান পাচ্ছ। কে দিচ্ছেন? উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান। তিনি এসে বলেন, বাচ্চা। আত্মা কিভাবে অপের দ্বারা কথা বলে। বলা হয় যে ভ্রুকুটির মাঝে চমকায়। কিন্তু এটা তো কেবল কথার কথা, কারোর বুদ্ধিতেই আসেনা। কারোর কাছেই এই জ্ঞান নেই যে বোঝাবে। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই এইসকল কথা বুঝতে পারে। যে বুঝতে পারে সে তারপর নিজে ভালো করে ধারণ করে এবং অন্যকেও ধারণ করায় অর্থাৎ বর্ণনা করে। যখন পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় তাহলে পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার তো অবশ্যই পাওয়া যাবে, স্বর্গের মালিক হওয়া যাবে। ওরা নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়েছেন। কিন্তু কোথায় উত্তরাধিকার দিয়েছেন? সত্যযুগে কি দিয়েছেন? অবশ্যই অতীতের কোনো কর্মের জন্য হবে। তোমরা এখন কর্মের তত্ত্ব (থিওরি) বুঝতে পারছ। বাবা তোমাদেরকে এমন কর্ম শেখাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা এইরকম হয়ে যাও। তোমরা যখন থেকে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয়েছ তখন থেকে শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। রাত-দিনের ফারাক। কত ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউই বাবাকে জানেনা যার কাছ থেকে আলো মিলবে। বলে যে আমরা হলাম অভিনেতা, এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করতে এসেছি। কিন্তু আমরা কে, আমাদের পিতা কে - সেসব কিছুই জানেনা। সৃষ্টিচক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেটাও জানেনা। এইরকম গায়নও আছে যে নিগুণ,

কুঁজো এবং প্রস্তুত বুদ্ধিসম্পন্নদেরকেই তিনি এসে পড়ান। প্রদর্শনীতে অনেক বড় বড় ব্যক্তিও আসে। কিন্তু ওদের ভাগ্যে নেই। বাবা হলেন গরিব নেওয়াজ। ১০০ জনের মধ্যে অনেক কষ্টে হয়তো একজন সাহকার উঠবে। তাদের মধ্যেও খুব কমজনই উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করবে। তোমরা হলে গরিব। মাতাদের কাছে তো অনেক টাকা থাকে না। কন্যাদের কাছে টাকা কোথা থেকে আসবে? মাতারা তো তবুও অর্ধাঙ্গিনী (হাফ পার্টনার) হয়। কন্যারা তো কিছুই পায়না। তারা স্বশ্রববাড়িতে গিয়ে অর্ধাঙ্গিনী হয়ে যায়। কিন্তু উত্তরাধিকারী হয়না। বাচ্চারা তো পুরো মালিক হয়ে যায়। তাই সবার প্রথমে বাবা এই কন্যাদেরকেই নিজের বানান। বিদ্যার্থী হওয়ার জন্য এরা ব্রহ্মচারী হয়, তার ওপর গরিব এবং পবিত্রও হয়। এদেরই পূজা করা হয়। সব এই সময়েরই কথা। তোমরাই এখন কর্ম করছ যার জন্য পরে পূজা হবে। শিব জয়ন্তী না হলে কৃষ্ণ জয়ন্তী হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা জানো যে শিব জয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণ এবং রাম জয়ন্তী হয়। শিব জয়ন্তী হলে জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতারও জন্ম হয়। তাহলে নিশ্চয়ই জগতের উত্তরাধিকারই পাওয়া যাবে। তোমরা সমগ্র দুনিয়ার মালিক হও। জগৎ মাতা হলেন জগতের মালিক। জগৎ আশ্বার অনেক মেলা হয়। ব্রহ্মার এত পূজা হয়না। কারণ বাবা মাতাদেরকেই আগে রাখেন। শিব শক্তি মাতাদেরকেই সবাই ঠোঁকর মেরেছে, বিশেষ করে তাদের পতির। ইনি হলেন সমস্ত পতিদের পতি। কন্যাদেরকে বোঝানো হয় যে জগৎ আশ্বার সন্তানরা তো মাস্টার জগৎ আশ্বা হবে। কন্যারাও মাস্মার মতোই কাজ করছে। তোমরাও মাস্মার মতো ত্রিকালদর্শী। এখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আছে। কারণ এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। মাতারাই বেশি আছেন। তাদের নামই প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার নামও এতটা প্রসিদ্ধ নয়। সারসিদ্ধ ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার পূজা করে। দুই ধরনের ব্রাহ্মণ হয় - সারসিদ্ধ এবং পুষ্কর্নি। যারা শাস্ত্র শোনায় তারা আলাদা। এইসকল কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। কিভাবে এই চক্র আবর্তিত হয়, কিভাবে আমি আসি। এটা তো প্রতিজ্ঞা করা আছে যে ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় শোনাবা। গীতেও এইরকম আছে। যেটা অতীত হয়ে যায় সেটা তারপর ভক্তিমার্গে গায়ন করা হয়। এটা তো অনাদি ড্রামা, কখনও তৈরি হয়নি। এর কোনো আদি মধ্য অন্ত নেই। এটা তো চলতেই থাকে। কিভাবে চলে সেটা বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। তোমাদেরকেই ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হয়। তোমরাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় ইত্যাদি বর্ণতে আসো। শিববাবা এবং ব্রাহ্মণ দুজনকেই অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা হয়। ব্রাহ্মণরাই যজ্ঞ সামলায়। কোনো পতিত তো যজ্ঞ সামলাতে পারবেনা। যখন কেউ যজ্ঞ রচনা করে তখন বিকারে যায়না। তীর্থযাত্রার সময়েও বিকারে যায় না। তোমরা তো রুহানি যাত্রা করছ। তাই বিকারে যাওয়া যাবে না। নাহলে বিঘ্ন পড়ে যাবে। তোমাদের এই যাত্রা হল রুহানি। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসি। মাকড়ের মতো সবাইকে নিয়ে যাব। ওখানে আমরা আশ্বারা থাকি। ওটা হল পরমধাম, যেখানে আশ্বারা থাকে। তারপর আমরা এখানে আসি, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হই। এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছি। যে ব্রাহ্মণ হবে সেই স্বর্গতে যাবে। সেখানেও দোলনায় দুলবে। ওখানে তো তোমরা রক্ত জড়িত দোলনাতে দুলবে। শ্রীকৃষ্ণের দোলনাকে কত সুন্দর ভাবে সাজায়। সবাই তাকে ভালোবাসে। গায়ন করে - ভজ রাধে গোবিন্দ, চল বৃন্দাবন... তোমরা এখন বাস্তবে সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। জানো যে এখন আমাদের মনস্কামনা পূরণ হচ্ছে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পুরীতে যাচ্ছ। জানো যে বাবা কিভাবে নিয়ে যান। মাথনের থেকে চুল বের করার মত। বাবা তোমাদেরকে কোনো কষ্টই দেননা। কত সহজে বাদশাহী দেন। বাবা বলছেন, এখন যেখানে যেতে হবে সেই কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করো। প্রথমে বাবা তোমাদেরকে অবশ্যই ঘরে নিয়ে যাবেন। তারপর সেখান থেকে স্বর্গতে পার্টিয়ে দেবেন। এখন তোমরা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাচ্ছ ভায়া শান্তিধাম। যেমন ভায়া

দিল্লি যেতে হয়। এখন বুঝতে পারছো যে আমরা ফেরত যাচ্ছি। আবার কৃষ্ণপুরীতে আসব। আমরা তো শ্রীমং অনুসারে চলছি। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। তীর্থযাত্রার সময়ে সর্বদা পবিত্র থাকে। পড়াশুনাও করার সময়েও ব্রহ্মচারী থাকে। পবিত্রতা অবশ্যই প্রয়োজন। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করান। এই সময়ের পুরুষার্থই কল্প কল্প থেকে যাবে। তাই পুরুষার্থ তো করতেই হবে। এটা তো অনেক বড় স্কুল। তাই অবশ্যই পড়তে হবে। স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন। একদিনও পড়া বন্ধ করা চলবে না। এটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পড়া। এই বাবাও কখনও বন্ধ করেননি। এখানে তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে ঝুলি ভরতে পারবে। যত পড়বে ততই নেশা চড়বে। কোনো বন্ধন না থাকলে থেকে যেতে পারো। কিন্তু মায়া এমনই যে বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। অনেকেই আছে যারা আসার জন্য ছুটি পায়। বাবা বলছেন, পুরো সতেজ (রিফ্রেশ) হয়ে যাও। বাইরে চলে গেলে আর সেই নেশা থাকেনা। কেবল মুরলী পড়লেই অনেকের নেশা চড়ে যায়। অনেক বিপর্যয় আসবে। সেই সাহায্য পাবে যে সাহায্যকারী হবে, ভালো সেবা করবে। অন্তিম সময়ে সে সাহায্যও পাবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এই পড়া হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন। তাই একদিনও পড়া বন্ধ করা যাবে না। রোজ জ্ঞান খাজনা দিয়ে ঝুলি ভর্তি করতে হবে।

২) এটা পড়ার সময়, এখন তোমরা যাত্রা করছ। রুদ্রযজ্ঞ সামলানোর জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কোনো বিকারের বশীভূত হয়ে বিঘ্ন দেওয়া উচিত নয়।

বরদান:- হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতার দ্বারা সহযোগের অধিকার প্রাপ্ত করে উৎসাহ-উদ্দীপনাতে উড়তে থাকা তীর পুরুষার্থী হও।

যে সন্তান দূরে থাকলেও বাবার হৃদয়ের কাছে আছে সে সহযোগের অধিকার প্রাপ্ত করে এবং অন্তিম সময় পর্যন্ত সে সহযোগ পেতে থাকবে। তাই এই অধিকারকে স্মৃতিতে রাখলে কখনও দুর্বল, উদাস কিংবা পুরুষার্থের ক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষার্থী হবে না। বাবা তো সংযুক্ত (কন্বাইন্ড) আছেনই। তাই উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা তীর পুরুষার্থী হয়ে আগে এগোতে থাকো। দুর্বলতা অথবা উদাসী বাবাকে দিয়ে দাও। নিজের কাছে শুধু উৎসাহ উদ্দীপনা রাখো।

স্লোগান:- প্রত্যেক পদক্ষেপ শ্রীমং অনুসারে রাখলে সম্পূর্ণতার লক্ষ্য নিকটে চলে আসবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জীবিকানির্বাহের জন্য যদিও বা তোমাদের কর্ম করতে হয়, তবুও কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করে সারা বিশ্বকে শান্তির দান দিয়ে নিজসম বানানোর সেবা করো।"

প্রশ্নঃ - সূর্যবংশী ঘরানায় উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ কি ?

উত্তরঃ - ১) সূর্যবংশী ঘরানায় উঁচু পদ পেতে হলে বাবাকে স্মরণ করো আর অন্যকে স্মরণ করাও। যত তোমরা স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাবে এবং অন্যকেও ঘোরাতে উত্সাহিত করবে ততই উঁচু পদ লাভ করবে। ২) পুরুষার্থ করে পাশ উইথ অন্যর হও। এমন কোনও কর্ম করোনা যার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হয়। সাজা প্রাপ্তদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে শান্ত, নির্বিল্ল দুনিয়ায় নিয়ে চলো..... *

ওম্ শান্তি । এটা বাচ্চাদের প্রার্থনা। কোন বাচ্চাদের ? যারা এখনও বোঝেনি। তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা আমাদের পাপের দুনিয়া থেকে পুণ্য দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে অবিরাম আরাম ; দুঃখের লেশমাত্র নেই। এখন তোমরা তোমাদের অন্তর্মনকে প্রশ্ন করো, আমরা কিভাবে সুখধাম থেকে এই দুঃখধামে এসেছিলাম ! সবাই জানে ভারত প্রাচীন দেশ। ভারতই সুখধাম ছিল। দেবী-দেবতাদের একটাই মাত্র রাজ্য ছিল, গড কৃষ্ণ এবং গডেস রাধে অর্থাৎ গড নারায়ণ এবং গডেস লক্ষ্মী রাজ্য শাসন করতেন। তোমরা সবাই জানো, ভারতবাসী কেন তাদের নিজেদের আবারও পতিত ব্রষ্টাচারী বলছে। তোমরা এও জানো, ভারত সোনার দেশ ছিল। পরশনাথ, পরশনাথিনীর রাজ্য ছিল অর্থাৎ যাঁরা দৈবী বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাঁদের রাজ্য ছিল। তাহলে কিভাবে তাঁরা এমন ব্রষ্টাচারী অবস্থায় পৌঁছালেন ? বাবা বোঝান, আমি এখানে জন্ম নিই কিন্তু আমার জন্ম দিব্য। তোমরা জানো যে, তোমরা শিববংশী এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা প্রথমে অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করো - তোমরা গড ফাদারকে জানো ? তারা বলবে, ফাদার। তোমরা কেন জিজ্ঞাসা করছ, তাঁর সাথে আমাদের সম্বন্ধ কি ? তিনি তো পিতাই ! সমস্ত আত্মা নিরাকার শিববংশী, সুতরাং সকলেই ব্রাদারস। তাহলে সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে প্রত্যেকের সম্বন্ধ কি ? সবাই বলবে তিনি পিতা, যাঁকে আদি দেব বলা হয়ে থাকে। শিব, নিরাকার বাবা, তিনি ইমমরটাল অর্থাৎ অবিনশ্বর। আত্মারাও অবিনাশী। তারা তাদের এক সাকার শরীর ছেড়ে অন্য আরেক শরীর নেয়। তোমরা নিরাকার শিববংশী। সেইজন্য শিববংশী তোমরা কুমার কুমারী হতে পারনা। আত্মাদের মধ্যে কুমার-কুমারী হয়না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চাদের মধ্যে কুমার -কুমারী আছে। প্রারম্ভকাল থেকেই তোমরা শিববংশী। শিববাবা জন্ম এবং পুনর্জন্মের চক্রে আসেননা, কিন্তু তোমরা আত্মারা পুনর্জন্মে প্রবেশ করো। আত্মা তোমরা তো পুণ্য আত্মা ছিলে তাহলে কিভাবে পাপ আত্মায় পরিণত হলে ? বাবা বলেন, তোমরা ভারতবাসী নিজেরাই নিজেদের চড় মেরেছ। তোমরা তাঁকে পরমপিতা বলো কিন্তু তারপরে আবার বলো তিনি সর্বব্যাপী। যে বাবা তোমাদের পুণ্য আত্মা বানাচ্ছেন তোমরা তাঁকে বিড়াল কুকুরের মধ্যে এবং নুড়ি-পাথরের মধ্যে রেখে দিচ্ছ ! তোমাদের তো তিনি বেহদের বাবা যাঁকে তোমরা স্মরণ করো ! প্রজাপিতা ব্রহ্মামুখ দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ রচনা করেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা তারপর দেবতায় পরিণত হও। একমাত্র বাবাই পতিতকে পবিত্র বানাতে পারেন। তাঁর ডিফেন্স তোমরাই সবচেয়ে বেশী করেছ এইজন্য তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মরাজ দ্বারা কেস

হবে । প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, পাঁচ বিকাররূপী রাবণ । তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি আর বাকি সকলের আসুরিক বুদ্ধি । রামরাজ্যে তোমরা কত সুখী ছিলে, রাবণ রাজ্যে তোমরা অনেক দুঃখী হয়েছ । সেখানে পবিত্র ডিনায়স্টি, এখানে পতিত ডিনায়স্টি । এখন তোমরা কার মতে চলবে ? এক নিরাকার, তিনিই পতিতপাবন । মানুষ বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী অথবা তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন । সেই নিশ্চয়ের সাথে তারা মানুষকে দিয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ নেওয়ায় । একমাত্র তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা এই সময় এখানে আছেন । আমরা তা' চোখ দিয়ে দেখি । আত্মা জানে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরে এসেছেন । তাঁকে আমরা জানি এবং চিনি । শিববাবা আবার একবার ব্রহ্মাতনে প্রবেশ করে বেদ শাস্ত্রের সার এবং সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুকিয়ে আমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । স্ব-দর্শন চক্রধারীকে ত্রিকালদর্শী বলা হয়ে থাকে । বিষ্ণুহস্তে এই চক্রই দেখানো হয় । তোমরা ব্রাহ্মণরা আবারও সেই দেবতা তৈরি হও । দেব আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র হয়, সেক্ষেত্রে তোমাদের শরীর তৈরি হয়েছে বিকার থেকে ! এমনকি তাসস্বেও, শেষের দিকে তোমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে যাও, কিন্তু তোমাদের শরীর অপবিত্র থাকে সেইজন্য তোমাদের স্ব-দর্শন চক্রধারী দেখানো হয়না । একমাত্র যখন তোমরা সম্পূর্ণ হও, বিষ্ণুর বিজয়মালা হতে পারো । প্রথমে রুদ্রমালা আর তারপরে বিষ্ণুর মালা । রুদ্রমালা নিরাকারের আর তারপরে যখন তারা সাকার দুনিয়ায় এসে রাজ্য শাসন করে তারা বিষ্ণুর মালা হয়ে যায় । এইসব কথা তোমরা এখন জানো । মানুষ গেয়ে থাকে, হে পতিতপাবন এসো, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই এক হলেন, তাই না ! তোমরা জানো একমাত্র বাবাই সকল পতিতকে পবিত্র বানান, সুতরাং মোস্ট বিলাভেড ইনকর্পোরিয়াল গড ফাদার হলেন পতিতপাবন । তিনি হলেন বড় বাবুল । ছোট বাবাকে তারা সবাই ডাকে কিন্তু যখন তারা দুঃখী হয় তখন পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । এইসব জিনিস বুঝতে হবে । প্রথমতঃ, এই একটা বিষয় তাদের বোঝাতে হবে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের সম্পর্ক কি ! মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা অতি গুরুত্বপূর্ণ । যতবড় পরীক্ষা ততবড় টাইটেল লাভ করতে হবে, তাই না ! বাবার টাইটেল অনেক বড় । দেবতাদের মহিমা কমন । সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ শুরু থেকে মধ্য -অন্ত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় হিংসা এবং দুঃখের কারণ হলো পরস্পরের ওপর কাম কাটারি চালানো । এটাই সবচেয়ে বড় হিংসা । এখন তোমাদের ডবল অহিংসক হতে হবে । ভগবানুবাচ - হে বাচ্চারা, তোমরা আত্মা, আমি পরমাত্মা । তোমরা ৬৩ জন্ম বিষ সাগরে ডুবে আছ । আমি এখন তোমাদের ফীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছি । অস্তিমের এই অল্প সময়টুকু তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । এই মত খুব ভালো, তাই না ! তারা বলেও, আমাদের পবিত্র করো । পবিত্র আত্মারা মুক্তিতে থাকে, সত্যযুগে জীবনমুক্তিতে । বাবা বলেন, সূর্যবংশী হতে চাইলে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো । আমাকে স্মরণ করো এবং অন্যদেরও স্মরণ করাও । তোমরা যত স্ব-দর্শন চক্রধারী হবে এবং অন্যকেও তদ্রূপ করাবে ততই তোমরা উঁচু পদ লাভ করতে পারবে । এখন দেবাদুন নিবাসী প্রেম বটিকে দেখ । দেবাদুন নিবাসী সবাই তো স্ব-দর্শন চক্রধারী ছিলনা । তাহলে এখন তারা সেইরকম হলো কি করে ? প্রেম বটী তাদেরকে নিজ সমান বানিয়েছে । এইভাবে নিজসম বানাতে বানাতে ঝাড়ের বৃদ্ধি হয় । দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে তাই না ! আট ঘণ্টা তো তোমাদের ছুটি ! জীবিকার্জনের জন্য তোমাদের ব্যবসাদি করতে যেখানেই যাওনা কেন, আমাকে স্মরণ করো । তোমরা বাবাকে যত স্মরণ করবে, সারা বিশ্বে তত শান্তি ছড়িয়ে দিতে পারবে । যোগের দ্বারা শান্তি দান কোনও ডিফিকাল্ট কিছু নয় । মাঝে মাঝে যোগে বসানো হয়, যাতে সংগঠনের বল একত্রিত হয়ে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন, শিববাবাকে স্মরণ করে তাঁকে বলো - বাবা, এই একজন আমাদের কুলের, এর বুদ্ধির তালা খুলে দাও । স্মরণের এটাও একটা ভালো কৌশল । এই

প্র্যাকটিস করতে থাকো । ঘুরতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, বাবা এদের সবাইকে আশিস দাও ! একমাত্র করুণাময় বাবাই আশিস দিতে পারেন । হে ভগবান, একে দয়া করো । এইভাবে তো ভগবানকেই বলা হয়, তাই না ! তিনিই একমাত্র মার্সিফুল, নলেজফুল এবং ব্লিসফুল । তিনি পবিত্রতায় এবং ভালবাসায়ও ফুল । তাহলে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ তোমরা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে কত ভালোবাসা থাকা উচিত ! কারও দুঃখের কারণ হয়োনা । সেখানে তো এমনকি জানোয়ারেরাও কখনও লড়াই করেনা । তোমরা বাচ্চারা ঘরে থেকে সামান্য কথায় ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই ঝগড়া করো । ওখানে জানোয়ার ইত্যাদিও লড়াই করেনা । তোমাদেরও শিখতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা না শিখলে বড় রকমের শাস্তি পেতে হবে আর তোমাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । আমরা কেন সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার মতো কাজ করব ? পাস উইথ অনার হওয়া উচিত তাই না ! তোমরা আরও অগ্রসর হলে বাবা সবকিছুর সাক্ষাত্কার করাবেন । সময় এখন খুব অল্পই বাকি আছে, তাই তাড়াতাড়ি করো ! মানুষ অসুস্থ হলে তাদের "রাম, রাম" বলতে বলা হয় । তারা ভিতর থেকেও বলে । শেষের দিকেও কেউ কেউ তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় । মেহনত করে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যায় ; তোমরা অনেক ওয়ান্ডার দেখবে । নাটকের শেষ ভাগে ওয়ান্ডারফুল পার্ট থাকে । শেষেরই মহিমা গাওয়া হয়, সেইসময় তোমরা অনেক খুশিতে থাকবে । যার মধ্যে জ্ঞান নেই সে তো সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যাবে । অপারেশন চলাকালীন সার্জন কোনও দুর্বলকে কাছে দাঁড়াতে দেয়না । পার্টিশনের সময় কি হয়েছিল, সবাই দেখেছ তো ! কি হয়েছিল তোমরা সবাই দেখেছিলে । এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক সময় ; একে বলা হয় কারণ ছাড়াই রক্তপাত ! এইসব দেখার জন্য তোমাদের অনেক সাহস প্রয়োজন । তোমাদেরই ৮৪ জন্মের কাহিনী । আমরা সেই দেবী-দেবতা, যারা রাজ্য শাসন করেছি, তারপর মায়ার বশবর্তী হয়ে বিকারের পথে ভূপতিত হয়েছি । আমরা আবারও একবার দেবী-দেবতা হচ্ছি । ক্রমাগত এটা স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে । এটাই স্ব-দর্শনচক্র, তাই না !
আম্বা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবাসম সর্বগুণের ফুল হতে হবে । নিজেদের মধ্যে খুব ভালবেসে থাকতে হবে । কখনও কাউকে দুঃখ দিওনা ।

২) চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে । স্মরণে থেকে বিশ্বে শান্তির দান দিতে হবে ।

বরদানঃ- সঙ্গমযুগে অবিরত প্রত্যক্ষ এবং তাজা ফল খেয়ে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান ভব

সঙ্গমযুগেরই বিশেষত্ব যেখানে একের শতগুণ প্রাপ্তি হয় এবং প্রত্যক্ষ ফলও লাভ হয় । এখনই সেবা করে এখনই খুশিরূপী ফলের প্রাপ্তি । সেইজন্য যারা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ তাজা ফল খায় তারাই শক্তিশালী বা সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক হয় । কোনও দুর্বলতা তাদের কাছে আসতে পারেনা । দুর্বলতা

তখনই আসে যখন অমনোযোগী হয়ে কুস্তকর্ণের মতো ঘুমিয়ে থাকে । অ্যালাট থাকলে সর্বশক্তি সাথে থাকবে এবং সর্বদা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকবে ।

স্লোগান:- এক ব্রহ্মাবাবাকেই ফলো করো এবং অন্য সকলের গুণ গ্রহণ করো ।

সাকার মুরলি থেকে গীতার ভগবানকে প্রমাণ করার পয়েন্টস (ক্রমশঃ পার্ট ২)

১) *ভগবানুবাচ, তোমার অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তে এসে তোমাকে এই জ্ঞান শোনাই, আবারও একবার শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার জন্যে* । এই পার্শ্বশালার টিচার শিববাবা, শ্রীকৃষ্ণ নন । *মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, যিনি শিববাবা তাঁর থেকে প্রথমে স্বর্গের দুই পাতা, রাধা কৃষ্ণ বেরিয়ে আসেন* ।

২) *গীতাঞ্জান দ্বারা তোমরা বাচ্চারা এখন তোমাদের ভাগ্য গড়ছ* । অনেক জন্মের অন্তে পৌঁছে তোমরা সম্পূর্ণ তমঃপ্রধান হয়েছ, এখন তোমাদের আবার প্রিন্স হতে হবে । প্রথম প্রিন্স-প্রিন্সেস অবশ্যই রাধা কৃষ্ণ হবেন, তারপরে তাঁদের রাজ্যপাট চলতে থাকবে । স্বয়ংবর হওয়ার পরে রাধা-কৃষ্ণ হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ।

৩) *গীতায় বলা হয়েছে, ভগবানুবাচ, কিন্তু ভগবান কে, তারা ভুলে গেছে । শিবের পরিবর্তে গীতায় তারা কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে* । বাস্তবে, শিববাবা দুঃখ থেকে মুক্ত করে গাইড হয়ে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান । শ্রীকৃষ্ণ কাউকে মুক্ত করেননা, তিনি যখন নীচে আসেন তখন তাঁর পশ্চাতে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাও উপর থেকে নেমে আসে । তখন দেবতাদের ঘরানা শুরু হয় ।

৪) গীতা যারা পড়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, মনমনাভব-এর অর্থ কি ? কে বলেছেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করবে ! নতুন দুনিয়ার স্থাপনাকারী কোনও কৃষ্ণ নয় । সে তো প্রিন্স । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার গীত গাওয়া হয় । করনকরাবনহার কে ? তারা বলে, তিনি সর্বব্যাপী ।

৫) *বাবা নিজে এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন । এইম অবজেক্ট অতি স্পষ্ট । শুধু কৃষ্ণের নাম রেখে দেওয়ায় গীতার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে গেছে* । এও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে । এই সমগ্র নাটক, জ্ঞান আর ভক্তির ওপরে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে । তোমরা যে কোনও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, 'মনমনাভব'-এর অর্থ কি ? কাকে ভগবান বলা যাবে ? উঁচু থেকেও উঁচু হন ভগবান, তবে তাঁকে কিভাবে সর্বব্যাপী বলা যাবে ?

৬) শিব ভগবানুবাচ । *গীতায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, এইরকম বলা ভুল* (wrong) । একমাত্র শিবকে জ্ঞান সাগর পতিত পাবন বলা হয়ে থাকে । একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হতে পারে । এক এবং একমাত্র সদগতি দাতা হলেন বাবা ।

৭) *মানুষ শিববাবার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম গীতায় রেখেছে । এটা মস্তবড় একটা ভুল* ! নাস্ত্রার ওয়ান ভুলই গীতায় করা হয়েছে । বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের এই ভুলের কথা বলেন, আমিই পতিতপাবন, শ্রীকৃষ্ণ নন । রাজযোগ শিথিয়ে আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছি । মহিমাও

আমার - অকাল মূর্ত, জন্মের উর্ধে । এই মহিমা কৃষ্ণের হতে পারেনা ; কৃষ্ণকে পুনর্জন্মে আসতেই হয় ।

৮) *গীতায় আমিই বলেছি - একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । কৃষ্ণ একথা বলতে পারেননা* । উত্তরাধিকার একমাত্র বাবার থেকে লাভ করা যায় । তোমরা যখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করবে তখনই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে । *আমি আত্মা, এই নিশ্চয় দৃঢ় করতে হবে । আমার বাবা পরমাত্মা । তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের উত্তরাধিকার দেব । আমি সকলের সুখদাতা* ।

৯) ভগবানুবাচ । বাবা বোঝান, *ভগবান পুনর্জন্ম রহিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুরো ৮৪ জন্ম নেন* । গীতায় তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে । তারা নারায়ণের নাম কেন রাখেনি ? এতো কেউ জানেনা যে, শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ হন । শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্স ছিলেন, তারপর রাধার সাথে বিবাহ হলে নাম পরিবর্তন হয়ে শ্রীলক্ষ্মী এবং শ্রীনারায়ণ হন ।

১০) *উচ্চতম থেকেও উচ্চ, এক ভগবান, সকলে তাঁকেই স্মরণ করে* । রাজযোগের এইম অবজেক্ট এই লক্ষ্মী- নারায়ণ তোমাদের সমুখে দাঁড়িয়ে । কৃষ্ণকে কেউ বাবা বলবেনা, সে বাচ্চা । শিবকে বাবা বলা হবে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোনও দেহ নেই ।

বীজ-রূপ স্থিতি এবং অলৌকিক অনুভূতি

শব্দের উর্ধ্ব নিবাসরত বাবা , শব্দের দুনিয়ায় শব্দ দ্বারা সর্বক্কে শব্দের উর্ধ্ব নিয়ে যাচ্ছেন । বাপদাদার আগমন হয়-ই সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে । তো সবাই সঙ্গে যাওয়ার জন্যে এভাররেডি হয়েছ নাকি এখনও রেডি হতে সময় চাই ? সঙ্গে যাওয়ার জন্যে বিন্দু হতে হবে। আর বিন্দু হতে গেলে সকল প্রকারের বিস্তারিত অর্থাৎ অনেক শাখা-প্রশাখার বৃক্ষকে বীজ রূপে সমাযিত করে বীজরূপ স্থিতি অর্থাৎ বিন্দুতে সবাইকে সমাযিত করতে হবে। লৌকিক রীতিতেও যখন বৃহৎ বিস্তারের হিসেব করো তো সমস্ত হিসেব শেষ করে লাস্টে কি বলা হয় ? বলা হয় -- বলা শিব অর্থাৎ বিন্দু। এমন সৃষ্টি চক্র বা কল্প বৃক্ষের অন্দরে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কত হিসাব নিকেশের বিস্তারে এসেছ। নিজের হিসাব নিকেশের শাখা অথবা বিস্তার রূপী বৃক্ষকে জানো তাইনা ! দেহের হিসাবের শাখা , দেহের সম্বন্ধের শাখা , দেহের বিভিন্ন পদার্থে বন্ধনী আত্মা হওয়ার শাখা , ভক্তি মার্গ এবং গুরুদের বন্ধনের শাখা , বিভিন্ন প্রকারের বিকর্মের বন্ধনের শাখা , কর্মভোগের শাখা , কতখানি বিস্তার হয়ে গেল । এখন এই সমস্ত বিস্তারকে বিন্দু স্বরূপে বিন্দু লাগাচ্ছ । সমস্ত বিস্তারকে বীজরূপে সমাযিত করেছ নাকি এখনও বিস্তার রয়েছে ? এই জর্জরিভূত বৃক্ষের কোনোৱকম শাখা থেকে যায়নি তো । সঙ্গমযুগ হলই পুরানো বৃক্ষের সমাপ্তির যুগ। তো হে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ ! পুরানো বৃক্ষকে সমাপ্ত করেছ ? যেমন প্রতিটি পাতায় জল দেওয়া সম্ভব নয়, বীজকে দিলেই সকল পাতায় জল পৌঁছে যায় । তেমনই এত ৮৪ জন্মের বিভিন্ন প্রকারের হিসেব নিকেশের বৃক্ষকে সমাপ্ত করতে হবে। এক-একটি শাখা সমাপ্ত করতে হয়না । আজ দেহের স্মৃতির শাখা সমাপ্ত করো আর কাল দেহের সম্বন্ধের শাখা সমাপ্ত করো , এইভাবে এক-একটি শাখা সমাপ্ত করলে সমাপ্তি হবেনা । কিন্তু বীজ বাবার সঙ্গে যোগ লাগিয়ে যোগের অগ্নি দ্বারা সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। কাটতে হবেনা ভস্মীভূত করতে হবে। আজকে কাটবে কিছু সময় পরে পুনরায় প্রকট হয়ে যাবে কারণ পরিবেশের দ্বারা বৃক্ষটি সহজ ভাবে ন্যাচারাল পোষণ প্রাপ্ত করবে। যখন বৃক্ষটি সবল হয় তখন বিশেষ ভাবে পোষণ করার প্রয়োজন হয়না । ন্যাচারাল পরিবেশের প্রভাবে বৃক্ষ বাড়তেই থাকে বা সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। তো এই বিস্তারিত জর্জরিভূত বৃক্ষটিকে এখন জল বা পোষণ করার প্রয়োজন নেই। এটি অটোমেটিক বৃদ্ধি পায়। তোমরা ভাবো যে পুরুষার্থ দ্বারা আজ থেকে দেহের সম্বন্ধের স্মৃতি রূপী শাখা শেষ করেছি কিন্তু ভস্মীভূত না করে পুনরায় শাখা বেরিয়ে আসে। তখন নিজেই নিজেকে বলা কিংবা বাবাকে গিয়ে বলা যে আমি তো সমাপ্ত করে দিয়েছিলাম তবে আবার ফিরে এলো কিভাবে ! প্রথমে তো ছিলনা তাহলে হল কিভাবে । কারণ ? কেটেছিলে , ভস্ম করোনি। আগুনে পোড়া বীজ কখনও ফল দেয়না। তো এই হিসেব-নিকেশের বিস্তারিত বৃক্ষকে যোগের অগ্নি দ্বারা সমাপ্ত করো । তাহলে কি থাকবে? দেহ এবং দেহের সম্বন্ধ বা পদার্থের বিস্তার শেষ হলে বাকি কি থাকবে বিন্দু আত্মা বা বীজ আত্মা । যখন এমন বিন্দু , বীজ স্বরূপ হয়ে যাবে তখন শব্দের উর্ধ্ব গিয়ে বীজরূপ বাবার সঙ্গে যেতে পারো তাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে শব্দের উর্ধ্ব যাওয়ার জন্যে রেডি হয়েছ ? বিস্তারকে সমাপ্ত করেছ ? বীজরূপ বাবা বীজ স্বরূপ আত্মাদের-ই নিয়ে যাবেন। বীজ স্বরূপ হয়েছ কি ? যে এভাররেডি হবে তার এখন থেকেই অলৌকিক অনুভূতি হবে । কি হবে ?

চলতে - ফিরতে , উঠতে-বসতে , কথা-বার্তায় প্রথম অনুভূতি -- এই শরীর যে হিসেব-নিকেশের বৃক্ষের মূল কান্ড যার বিভিন্ন শাখা প্রকট হয় , এই দেহ আর আত্মা রূপী বীজ দুটি-ই একেবারে

ভিন্ন। এমন আত্মা ডিট্যাচ স্থিতির বারবার অনুভব করবে। নলেজের আধারে নয় যে আত্মা এবং শরীর দুটি ভিন্ন কিন্তু শরীর থেকে পৃথক আমি হলাম আত্মা । *এই দুটি পৃথক বস্তুর অনুভূতি হবে*। যেমন স্থূল শরীরের বস্ত্র এবং বস্ত্রধারী শরীর আলাদা অনুভব হয় , তেমনই আমি আত্মা আমার বস্ত্র হল এই শরীর , আমি হলাম বস্ত্রধারী আত্মা । এমন স্পষ্ট অনুভব হবে। যখন চাইবে এই দেহ-ভান রূপী বস্ত্র ধারণ করবে , যখন চাইবে এই বস্ত্র থেকে ডিট্যাচ অর্থাৎ দেহ-ভান থেকে ডিট্যাচ স্থিতিতে স্থির হয়ে যাবে। এমন ডিট্যাচ স্থিতির অনুভূতি হয় ? বস্ত্রকে আমি ধারণ করি বা বস্ত্র আমায় ধারণ করে , চৈতন্য কে ? মালিক কে ? তো একটি প্রমাণ চিহ্ন হল ডিট্যাচ অনুভূতি । পৃথক হতে হবেনা কিন্তু আমি আত্মা হলাম-ই পৃথক ।

দ্বিতীয় চিহ্ন বা অনুভূতি -- যেমন ভক্তদের বা আত্ম-জ্ঞানীদের বা কোনো কোনো পরমাত্ম-জ্ঞানীদের দিব্য দৃষ্টি দ্বারা জ্যোতির্বিন্দু আত্মার সাক্ষাৎকার হয় , তো সেই সাক্ষাৎকার হল অল্পকালের জন্যে , সাক্ষাৎকার কোনো নিজের অধ্যাবসায়ের ফল নয়। এতো হল ড্রামাতে পার্ট বা বরদান। কিন্তু এভাররেডি অর্থাৎ সাথে চলার জন্যে সমান রূপের আত্মা সাক্ষাৎকার দ্বারা আত্মাকে দেখবেনা কিন্তু বুদ্ধিমোগ দ্বারা সর্বদা স্বয়ংকে সাক্ষাৎ জ্যোতি বিন্দু আত্মা অনুভব করবে। সাক্ষাৎ স্বরূপে পরিণত হওয়া অর্থাৎ সদাকালের জন্যে আর সাক্ষাৎকার করা অর্থাৎ অল্পকালের জন্যে । সাক্ষাৎ স্বরূপ আত্মা কখনোই এই কথা বলবেনা যে আমি আত্মার সাক্ষাৎকার করিনি। আমি দেখিনি । কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা সাক্ষাৎ রূপের স্থিতিতে স্থির হয়ে থাকবে। যেখানে সাক্ষাৎ স্বরূপ হবে সেখানে সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন নেই। *এমন সাক্ষাৎ আত্মা স্বরূপের অনুভূতিকারী -- অথোরিটির সঙ্গে নিশ্চয়ের সঙ্গে বলবে যে আমি আত্মাকে দেখেছি অনুভব-ও করেছি কেননা দেখার পরেও যদি অনুভব না করো তাহলে দেখার কোনো লাভ নেই। তো এমন সাক্ষাৎ আত্মা অনুভবী চলতে - ফিরতে নিজের জ্যোতি স্বরূপের অনুভব করতে থাকবে*।

তৃতীয় অনুভূতি -- এমন সমান আত্মা অর্থাৎ এভাররেডি আত্মা -- সাকারী দুনিয়া এবং সাকারী শরীরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও *বুদ্ধিমোগের শক্তি দ্বারা সর্বদা এমন অনুভব করবে যে আমি আত্মা সুক্ষ্মবতনে থাকি বা মূলবতনে, সেখানে থাকি বাবার সঙ্গে*। সেকেন্ডে সুক্ষ্মবতনবাসী, সেকেন্ডে মূলবতনবাসী, সেকেন্ডে সাকার বতন বাসী হয়ে কর্মযোগী স্বরূপে কর্মের পার্ট প্লে করি , কিন্তু তারা অনেক বার নিজেকে বাবার সঙ্গে সুক্ষ্মবতনে এবং মূলবতনে অবস্থান করার অনুভব করবে। অবসর পেলেই মূলবতন এবং সুক্ষ্মবতনে চলে যাবে। অফিসের কাজ শেষ হলে বাড়ি যাবে তো , নাকি অফিসেই বসে থাকবে। এমন এভাররেডি আত্মারা বারবার নিজের নিজের বাড়িতে বসবাসকারী অনুভব করবে। যেন বাড়িটি একেবারে সামনে রয়েছে । এখনই এখানে , এখনই ওখানে । সাকারী বতনের কক্ষ থেকে বেরিয়ে মূলবতনের কক্ষে চলে যাওয়া।

আরও অনুভূতি -- *এইরকম সমান আত্মা বন্ধনমুক্ত হওয়ার দরুন এমন অনুভব করবে যেন উড়ন্ত পাখি রূপে উঁচু থেকে উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে আর উঁচু স্থিতি রূপী স্থানে বিরাজিত অনুভব করবে যে সবকিছু নীচে রয়েছে । আমি সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছি*। যেমন বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা স্পেস বা অন্তরিক্ষে চলে যায় ধরনীর আকর্ষণ নীচে রয়ে যায় আর নিজেকে সবচেয়ে উপরে অনুভব করে এবং হালকা অনুভব করে । তেমনই সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা নিজেকে বিকারের আকর্ষণ বা প্রকৃতির আকর্ষণ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উড়ন্ত স্টেজ অর্থাৎ সর্বদা ডবল লাইট রূপ অনুভব করবে। উড়ন্ত স্থিতির

অনুভূতি হল সব আকর্ষণ থেকে উর্ধ্বে। সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত। এই স্থিতির অনুভূতি হওয়া অর্থাৎ উঁচুতে উড়ন্ত কলা বা উড়ন্ত স্থিতির অনুভব হওয়া। চলতে ফিরতে থাকছে, উড়ছে, বাবাও বিন্দু, আমিও বিন্দু, দুজনেই সাথে সাথে যাচ্ছে। সমান আত্মার এইরকম অনুভব স্পষ্ট হবে যেন চোখে দেখছে। অনুভূতির চোখ দিয়ে দেখা, দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখার চেয়েও স্পষ্ট হয়, বুঝলে? এমনতেই বিস্তার অনেক তবুও সারাংশে অল্প লক্ষণ গুলি বলা হল। তাহলে এমন এভাররেডি হয়েছে অর্থাৎ অনুভবী স্বরূপ হয়েছে? সঙ্গে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েছে কি নাকি বলবে এখনও কিছু রয়ে গেছে। এমন অনুভূতি হয় তো নাকি সেবায় এত বিজি হয়েছে যে বাড়ি কে ভুল যাও। সেবাও এইজন্যই করো যে আত্মাদের মুক্তি বা জীবনমুক্তির বর্ষা প্রাপ্ত করাতে পারো।

সেবায় এই স্মৃতি যেন থাকে যে বাবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তাহলেই সেবায় সর্বদা অচল স্থিতি থাকতে পারে। সেবার বিস্তারে সার রূপী বীজের অনুভূতিটি ভুলে যেওনা। বিস্তারে হারিয়ে যেও না। বিস্তারে আসার সাথে স্বয়ং সার স্বরূপে স্থির হয়ে থাকো আর অন্যদেরও সার স্বরূপের অনুভূতি করাও। বুঝলে -- আচ্ছা।

এমন সদা সাক্ষাত আত্ম স্বরূপের অনুভবের প্রতিমূর্তি, সদা সর্ব হিসাব নিকাশের বৃক্ষকে সমাপ্ত করে বিন্দু লাগিয়ে বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে, বিন্দু বাবার সঙ্গে বসবাসকারী, এখনই কর্মযোগী, এখনই সুস্বভাববাসী, এখনই মূলবতনবাসী এমনই সদা অভ্যাসী আত্মা, সর্বদা নিজের উড়ন্ত কলার অনুভবী আত্মা, এমন বাবা সমান এভাররেডি আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার।

পাটিদের *সঙ্গে* :- (*পাঞ্জাব* *এবং* *গুজরাট* *জোন*)

১) *মায়ার* *ছায়া* *থেকে* *সুরক্ষিত* *থাকতে* *ছত্রছায়ার* *অন্দরে* *থাকো* :-

সর্বদা নিজের উপরে বাবার স্মরণের ছত্রছায়া অনুভব করো কি? স্মরণের ছত্রছায়া রয়েছে? এই ছত্রছায়া-টি কখনও ছেড়ে দাওনা তো? যে আত্মারা সর্বদা ছত্রছায়ার অন্দরে থাকে তারা সর্ব প্রকারের মায়ার বিঘ্ন থেকে সুরক্ষিত থাকে। কোনোভাবেই মায়ার ছায়া পড়বেনা। এই পাঁচটি বিকার, শত্রু রূপের পরিবর্তে দাস রূপে সেবাধারী স্বরূপে পরিণত হয়। যেমন বিষ্ণুর চিত্রে দেখান হয়েছে যে সর্প-শয্যা এবং সর্প-ই ছত্রছায়ায় পরিণত হয়েছে। এই হল বিজয়ের চিহ্ন। তাহলে এইটি কাদের চিত্র? তোমাদের সবার চিত্র তাইনা! যাদের পরাজিত করে বিজয় লাভ করা হয় তারা-ই শত্রু থেকে সেবাধারী রূপে পরিণত হয়। এমন বিজয়ী রত্ন হয়েছে। শক্তিরাত্ত গৃহস্থ মাতা রূপ থেকে শক্তি সেনার শক্তি রূপে পরিণত হয়েছে। শক্তির চিত্রে রাবণের বংশের দৈত্য গুলিকে শক্তির চরণ-তলে দেখান হয়েছে। শক্তির অসুরদের নিজ পদতলে দমন করেছে। শক্তি কোনোরকম বিকারী সংস্কারকে উপরে উঠে আসতেই দেবেনা।

২) *জ্ঞানের* *দান* *ক'রে* *এমন* *সত্যিকারের* *মহাদানী* *হও* :-

সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান-সাগরের তীরে অবস্থানকারী অর্থাৎ নিজেকে জ্ঞান - সাগরের কাছে প্রাপ্ত অসীম খাজানার মালিক ভাবো কি ? সাগর যেমন সম্পন্ন , অসীম , অখন্ডিত তেমনই আল্লারাও হল মাস্টার , অখন্ডিত , অসীমিত খাজানার মালিক । যে খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে সেইসব মহাদানী স্বরূপ ধারণ করে অন্যদের প্রতি কাজে লাগাতে থাকে। সম্বন্ধ সম্পর্কে যে আল্লারা ভক্ত রূপে বা সাধারণ আল্লা রূপে কাছে আসে তাদের প্রতি সর্বদা এই আশা-ই যেন থাকে যে তারা যেন ভক্তির ফল প্রাপ্ত করে , অসহায় হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছে , তাদের হয়রানি দেখে দয়া অনুভব হয় তাইনা ! যে যত দয়ালু হবে ততই অসহায় আল্লাদের সহজ পথ বলে দেবে। সংবাদ দিয়ে চলো - কেউই তো জ্ঞানে আসছেন। এইরকম ভেবোনা । তোমরা মহাদানী হও , সংবাদ দিতে থাকো, কোনো নালিশ যেন না থাকে। অবিনাশী এই জ্ঞানের কোনো বিনাশ নেই। আজ শুনবে , একমাস পরে ভাববে আর তারপর ভাবতে ভাবতে কাছে আসবে তাই কখনও মনে মনে হার মানবেনা। যে করে তার ভবিষ্যত গড়ে। আর যার করবে তারাও আজ নয়তো কাল মানবে নিশ্চয়ই । তাই অক্লান্ত ভাবে অটুট সেবা করতে থাকো। কখনও ক্লান্ত হোয়োনা কেননা বাপদাদার কাছে সকলেরই জমা হয় আর যা কিছু করো তার প্রত্যক্ষ ফল খুশীও প্রাপ্ত করো।

৩) *পরিবেশকে* *পাওয়ারফুল* *রাখার* *লক্ষ্য* *রাখলে* *সেবায়* *বৃদ্ধির* *লক্ষণ* *দেখা* *দেবে* :-

যেমন মন্দিরের পরিবেশ দূর থেকেই আকৃষ্ট করে , তেমনই স্মরণের সৌরভে সুরভিত পরিবেশ এমনই শ্রেষ্ঠ হয় যে আল্লাদের দূর থেকেই আকৃষ্ট করে যে এইটি হল কোনো বিশেষ স্থান। সর্বদা স্মরণের শক্তি দ্বারা স্বয়ংকে এগিয়ে নিয়ে চলো আর তার সাথে পরিবেশকেও শক্তিশালী করে তোলা। সেবাকেন্দ্রের পরিবেশ এমনই যেন হয় যে সব আল্লারাই আকৃষ্ট হয়ে আসবে। সেবা শুধু বানী দ্বারা-ই হয়না , মন্সা দ্বারাও সেবা করো। প্রত্যেকে ভাববে আমাকে পরিবেশ পাওয়ারফুল করতে হবে , আমাদেরই দায়িত্ব । যখন এমন লক্ষ্য রাখবে তখন সেবায় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেবে। আসতে তো সবাইকেই হবে , এটাতো একেবারে পাক্সা । কিন্তু কেউ সোজা চলে আসে , কেউ চক্কর লাগিয়ে , ঘুরে হয়রান হয়ে আসে তাই প্রত্যেকে ভাববে যে আমি হলাম জাগ্রত জ্যোতি স্বরূপ এমন প্রদীপ যে বহি পতঙ্গ আপনা থেকেই আসবে। তোমরা জাগ্রত জ্যোতি হয়ে বসলে পতঙ্গ আপনা আপনি আসবে। আচ্ছা ।

বরদান :- পরমাত্ম প্রেম এবং অধিকারের অলৌকিক খুশী এবং নেশায় স্থিত থাকে এমন সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব ।

ব্যাখ্যা :- যে বাচ্চারা বাবার সঙ্গে সর্বদা কন্সাইন্ড থেকে , স্নেহের সাথে বলে 'আমার বাবা ' তাদের পরমাত্ম অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। বেহদের দাতা সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন করে দেন। ত্রিলোক অধিকারী হয়ে যায়। তারপর এই গান গাইবে যে যা পাওনা ছিল প্রাপ্তি হয়েছে , এখন আর কিছু প্রাপ্তির জন্যে বাকি নেই। তারা ২১ জন্মের গ্যারান্টি কার্ড পেয়ে যায়। তো এই অলৌকিক খুশী এবং নেশায় থাকো যে সবকিছু পাওয়া হয়ে গেছে ।

স্লোগান :- সাধনের আধারে যেন সাধনা না হয়। সাধন যেন সাধনায় বিল্ল না ঘটায় ।

০৮-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত, ঈশ্বরীয় পরিবারের নিয়ম(law) হলো — ভ্রাতৃত্ব জ্ঞানে পরিবারে স্থায়ী হওয়া। ব্রাহ্মণ কুলের ল' (নিয়ম) হলো ভাই-বোন হয়ে থাকা, তাহলে কোনও বিকার দৃষ্টি থাকতে পারবে না।**

প্রশ্নঃ- এই সঙ্গমযুগ হলো কল্যাণাকারী যুগ — কিভাবে?

উত্তরঃ- এই সময় বাবা নিজের পরম আদরের বাচ্চাদের সামনে উপস্থিত হন এবং এই সময় থেকেই পিতা, শিক্ষক, সদগুরুর পাট বিধিবদ্ধরূপে অভিনীত হতে থাকে। এই কল্যাণাকারী সময়ে তোমরা বাচ্চারা, বাবার ন্যায়ী মত্ অর্থাৎ সবকিছু থেকে পৃথক অথচ সর্বোৎকৃষ্ট মত্, যা নরককে স্বর্গে পরিবর্তন করে বা সবাইকে সদগতি দান করে, সেই শ্রীমত্ তোমরা জেনে তাকে অনুসরণ করে চলো।

প্রশ্নঃ- কিভাবে তোমাদের সন্ন্যাস সতোপ্রধান?

উত্তরঃ- তোমাদের বুদ্ধি থেকে তোমরা এই সমগ্র পুরানো দুনিয়াকে ভুলিয়ে দাও। তোমরা এই সন্ন্যাস নিয়ে কেবলমাত্র বাবাকে আর তাঁর বর্সাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও এবং বিধিপূর্বক ভোজনে সাবধানতা অবলম্বন করো, যার ফলে তোমরা দেবতায় পরিণত হও।

গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম কেউ নেই

ওম্ শান্তি। প্রথমতঃ, বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় ক'রে বাবাকে স্মরণ করো। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বাবা বলেছিলেন, "মনমনাভব"। দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। তোমরা সবাই নিজেকে আত্মা মনে করো? নিজেকে তো কেউ পরমাত্মা মনে করে না! গাওয়া হয় পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা, মহান আত্মা। মহান পরমাত্মা কখনও বলা হয় না। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। পরে আত্মায় খাদ মিশ্রিত হয়। বাবা কৌশলে বাচ্চাদের বোঝান। এটা নিশ্চিত যে আত্মা রূপে আমরা সব ভাই-ভাই আর দেহ সম্পর্কে সবাই ভাই বোন। অনেক যুগল এখানে বসে আছে, তাদের যদি বলা হয় যে নিজেদের ভাই বোন মনে করো, তাহলে তারা রুপ্ত হয়ে যায়। যাই হোক, এই ল' (নিয়ম) বোঝানো হয়েছে, আমরা আত্মাসকলের পিতা এক, তাই সকলেই আমরা ভাই - ভাই। তারপর মানব দেহে আসলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমরা রচিত হই। তাহলে এটা নিশ্চিত যে তাঁর মুখ বংশাবলীর পরম্পরের সাথে ভাই বোন সম্পর্কিত হলো, তাই না! সবাই বলেও, পরমপিতা পরম আত্মা। বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে ঠাঁর সন্তান হয়ে কেনই বা না আমরা স্বর্গের অধীশ্বর হবো? যাই হোক, স্বর্গের অস্তিত্ব সত্যযুগে। এমন নয় যে, বাবা এসে কোন নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। বাবা এসে পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে তাকে আবার নতুন করে গড়েন অর্থাৎ এই বিশ্বকে বদলে দেন। অতএব, বাবাকে এখানে আসতেই হয়। ভারতকে তিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। তার স্মৃতিচিহ্ন হলো সর্ববৃহৎ সোমনাথ মন্দির। নিশ্চিতরূপে, ভারতে সেই সময়ে একটাই ধর্ম ছিল, দেবী-দেবতা ধর্ম; অন্যান্য ধর্ম সব পরে পরে এসেছে। সূতরাং, নিশ্চয়ই সমস্ত আত্মারা নির্বাণধামে বাবার কাছে থাকত। ভারতবাসী জীবন মুক্ত ছিল, সূর্যবংশী রাজ-ঘরানার ছিল। তারা এখন জীবন বন্ধনে আবদ্ধ। রাজা জনকের উদাহরণ আছে, তিনি এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি লাভ করেছিলেন। সারা স্বর্গেই জীবন মুক্তি। তাসত্ত্বেও প্রত্যেকের নিজ নিজ মেহনত অনুযায়ী পদ লাভ হয়, সকলেই জীবন মুক্ত। তাহলে নিশ্চয়ই মুক্তি এবং জীবন- মুক্তি দাতা একজন সদগুরুর প্রয়োজন। কিন্তু এটা তো কেউ জানে না। এখন তো সব মায়ার বন্ধনে বেঁধে আছে। বলা হয় যে ঈশ্বরের গতি মতি সবই অনন্য.... ঠাঁর ই শ্রীমত্। তিনি নিশ্চয়ই আসেন। একদম অস্তিমে সবাই বলবে, হে প্রভু! তোমরা এখন বলো, হে প্রভু, এই নরককে স্বর্গে রূপান্তরিত করার তোমার গৎ-মত অনুপম। তোমরা জানো, আমরা আবারও একবার সহজ রাজযোগ শিখছি। পূর্ব কল্পেও সঙ্গমের সময় রাজযোগ শেখানো হয়েছিল, তাই না! বাবা স্বয়ং বলেন — পরম স্নেহের বাচ্চারা, আমি একমাত্র তোমাদেরই সামনে আসি। উঁনি যেমন সুপ্রিম পিতা তেমনই সুপ্রিম শিক্ষকও। তিনি নলেজ দেন, এই সৃষ্টি চক্রের আর কেউ জ্ঞান দিতে পারে না। এই সৃষ্টি চক্রের আদি- মধ্য-অন্ত অথবা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী কেউ জানে না। আর না জানে পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপনা আর বিনাশের কার্য কিভাবে করেন! তোমরা বাচ্চারা এখন সবকিছু জেনেছ। মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে ঈশ্বরের বেশী সময় লাগেনা, এই মহিমা ঠাঁরই। আরও বলা হয়, ঈশ্বর কলুষিত বস্ত্র ধুয়ে দেন...তোমাদের প্রত্যেকের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত আমি পবিত্র নাকি পতিত? অমরমূর্তের সিংহাসন, তাই না! অমরমূর্তের (মৃত্যুঞ্জয়) সিংহাসন কোথায়? সেতো নিশ্চয়ই পরমধামে অথবা ব্রহ্ম তত্ত্বে হবে। আমরা আত্মারাও সেখানে থাকি। তাকেও অকালতথ্য বলা হয়, যেখানে কেউ যেতে পারে না। আমরা সেই সুইট হোমে থাকি, বাবাও সেখানেই বিরাজ করেন। যাই হোক, সেখানে বসার জন্য কোনো আসন বা চেয়ার ইত্যাদি থাকে না। সেখানে তোমরা অশরীরী। সূতরাং, তোমাদের বোঝানো উচিত, তোমরা এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি লাভ করো অর্থাৎ তোমরা সুযোগ্য হয়ে

ওঠো। বাবা বলেন, শিববাবাকে স্মরণ করো, বিষ্ণুপুরী স্মরণ করো। এখন তোমরা ব্রহ্মপুরীতে বসে আছ। তোমরা যেমন ব্রহ্মার সন্তান তেমন শিববাবার বাচ্চাও। যদি নিজেদের ভাই বোন মনে না করো তাহলে কাম বিকারে চলে যাবে। এটা ঈশ্বরীয় পরিবার। তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে আছ, দাদাও (পিতামহ) এখানে, বাবাও এখানে এবং তোমরা তাঁদের সন্তান। ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা শিববাবার সন্তান হয়েছে। তোমরা শিবের পৌত্র। মানব দেহে থাকাকালীন তোমাদের সম্পর্ক ভাই বোনের। এই সময়ে প্র্যাকটিকাল উপায়ে তোমরা ভাই বোন। এই হলো ব্রাহ্মণ কুল। এই সব কথা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে! জীবনমুক্তির প্রাপ্তি তোমাদের এক সেকেন্ডে হয়, কিন্তু পদ বিভিন্ন রকম হবে। যে মায়া দুঃখের কারণ সেখানে তার কোনও অস্তিত্ব থাকেনা। তারা যেমন বলে যে, প্রারম্ভকাল থেকে তারা রাবণকে দহন করছে এটা তেমন নয় যে, সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের অন্ত অবধি রাবণ দক্ষ হয়। এটা তো অসম্ভব! স্বর্গে অসুর কোথা থেকে আসবে? বাবা বলেছেন এটা হলো আসুরী সম্প্রদায়। তারপর তারা নাম রেখেছে অকাসুর- বকাসুর। তারা বলেও কৃষ্ণ গোচারণ করেছেন, এই পাটও অভিনীত হয়েছে; তোমরা সবাই শিববাবার গাভী, তাই না! শিববাবা তোমাদের জ্ঞান রূপী ঘাস খাওয়াচ্ছেন। তিনি তোমাদের জ্ঞানের ঘাস খাইয়ে পালন পোষন করেন! মানুষ মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের মহিমা কীর্তন করে, বলে, তুমি সকল দেবত্ব গুণে সম্পন্ন আর আমরা নীচ পাপী! তারা নিজেদের দেবতা বলতে পারে না তাই নিজেদের হিন্দু বলে। আসল নাম, ভারত। গীতায় বলা হয়েছে যদা যদাহি ধর্মস্য . . . অর্থাৎ যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় আমি ভারতে আসি। গীতায় হিন্দুস্থান উল্লিখিত হয়নি। ভগবানুবাচঃ ভগবান এক, নিরাকার যাঁকে সবাই জানে। স্বর্গে সব দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ থাকেন। তাঁদেরই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। সুতরাং নিশ্চিতভাবে তাঁরা স্বর্গ থেকে নরকে যাবে। স্বয়ংই পূজ্য আবার স্বয়ংই পূজারী। এর কিছু অর্থ আছে, তাই না! নম্বর ওয়ান পূজ্য হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিশোর অবস্থাকে সতাপ্রধান বলা হয়। বাল অবস্থাকে সতো, যুবা অবস্থাকে রজো, বৃদ্ধ অবস্থাকে তমো বলা হয়। সৃষ্টিও সতো রজো তমোর মধ্য দিয়ে যায়। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসতেই হয়। বাবা আসেন সঙ্গমের সময়। এটা হলো মোস্ট কল্যাণাকারী যুগ। এই যুগের মতো অন্য কোনও যুগ হতে পারেনা। সত্যযুগ থেকে ত্রেতাযুগে আসলে, সেটাকে কল্যাণাকারী বলা যাবে না কেননা দুই কলা কমে যায়, তাই একে কল্যাণাকারী যুগ কেমন করে বলবে? তারপর দ্বাপরে আসলে কলা আরও কমে যায়, তাহলে এটাও কল্যাণাকারী যুগ হয়না। কল্যাণাকারী যুগ হলো এই সঙ্গমযুগ, যেখানে বাবা বিশেষ ভাবে ভারতের আর বাদবাকি সারা বিশ্বের গতি এবং সদগতি করেন। এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। বাবা বলেন, একমাত্র এই দেবী দেবতা ধর্ম সুখ প্রদানকারী। তোমরা নিজেদের ধর্ম বিস্মৃত হয়েছে। তাই তো অন্যান্য ধর্মে চলে যাও। বাস্তবে কিন্তু তোমাদের ধর্ম হলো সবথেকে উঁচু। আবারও একবার সেই রাজযোগ শিখছ, সুতরাং, অবশ্যই শ্রীমত অনুসরণ করো। আর বাদবাকি সবাই তো রাবণের আসুরিক মতে চলে। সবার মধ্যে পাঁচ বিকার আছে, তারমধ্যে প্রথম হলো অশুদ্ধ অহংকার। বাবা বলেন, দেহ অহংকার ছেড়ে দেহী অভিমানী হও, অশরীরী হও। তোমরা আমাকে, তোমাদের বাবাকে ভুলে গেছ! এও এক গোলকধাঁধার খেলা! আবার কেউ বলে নীচে যদি নেমে যেতেই হয় তাহলে পুরুষার্থ কেন করব? আরে! পুরুষার্থ না করলে স্বর্গের রাজত্ব কেমন করে লাভ করবে? তোমাদের অবশ্যই ড্রামা বুঝতে হবে। একই সৃষ্টিচক্র ক্রমাগত ঘুরছে। প্রারম্ভে স্বর্ণযুগ, সত্যের যুগ, এটা হলোই সত্য। বলা হয়, পৃথিবীর হিস্ট্রি জিওগ্রাফী রিপোর্ট হতে থাকে। কখন তা আরম্ভ হয়? কিভাবে এটা রিপোর্ট হয়? সেটা জানার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো। বাবা বলেন, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি; তোমরাও শিখছ। রাজত্ব স্থাপন হবে। যাদবেরা আর কৌরবেরা শেষ হয়ে যাবে, তখনই হবে জয় জয়কার। তারপর মুক্তি, জীবন মুক্তির কপাট উন্মুক্ত হবে। ততক্ষণ অবধি পথ বন্ধ থাকবে। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখনই গোট খুলে যায়। বাবা গাইড হয়ে এসে তোমাদের ঘরে নিয়ে যান। মুক্তিদাতাও উঁনি। মায়ার ফাঁদ থেকে তিনি তোমাদের মুক্ত করেন। মানুষ গুরুদের শেকলে ফাঁসে আছে। অনেকে ভয়ভীত থাকে যে গুরু আজ্ঞা পালন না করলে সে তাদের অভিশাপ দেবে। আরে! গুরু আজ্ঞা কী তোমরা মেনে চলো! তিনি অপাপবিদ্ধ, পবিত্র আর তোমরা হলে পতিত অপবিত্র। গুরুদের প্রতি মানুষের কত বিশ্বাস! তারা বুঝতে পর্যন্ত পারেনা তারা কি করছে! এই হলো ভক্তি মার্গের প্রভাব। এখন তোমরা বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। তোমরা জানো যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলেন সৃষ্ণবতনবাসী। তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর পাট এখানে, কিন্তু শংকরের এখানে আসার দরকার নেই। এখানে আছেন জগদম্বা, জগতপিতা আর তোমরা বাচ্চারা। তারা বহু ভূজাধারী দেবীদের ছবি বানায়, অসংখ্য ছবি আছে! এই সমস্ত ছবি হলো ভক্তি মার্গের জন্য। মানুষ তো মানুষই হয়! রাধা কৃষ্ণকেও চতুর্ভুজ দেখানো হয়েছে। দীপাবলীতে মহালক্ষ্মীর পূজো করা হয়, যাঁর দুই বাহু শ্রীলক্ষ্মীর আর দুই বাহু শ্রীনারায়ণের প্রতীক। এইজন্য তাঁরা উভয়েই পূজিত হন, কন্ধ্যাইন্দরূপে। এটা প্রবৃত্তি মার্গের, আর কিছুই এখানে নেই। লম্বা জিহ্বাসমেত তারা কালীকে দেখিয়েছে, কৃষ্ণকেও ঘোর শ্যামবর্ণ দেখিয়েছে! কারণ দেবী-দেবতাদের বিকারের পথে পতন হলে তাঁরা কালো অর্থাৎ অসুন্দর হয়ে যান। তারপর জ্ঞান চিতায় বসে তাঁরা আগের মতো আবার সুন্দর হয়ে ওঠেন। জগদম্বা, যিনি প্রকৃত মিষ্টি মাম্বা, যিনি সবার মনোঙ্কামনা পূর্ণ করেন, তাঁরও মূর্তি তারা কালো দেখিয়েছে। তারা অনেক দেবীমূর্তি বানিয়েছে। তারা পূজা করে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। তাহলে এতো পুতুল পূজাই হলো, তাই না! বাবা বলেন, ড্রামাতে সব নির্ধারিত আছে, সুতরাং, আবারও তা ঘটবে। ভক্তি মার্গের বিস্তার অনেকখানি। কত মন্দির, কত চিত্র, কত শাস্ত্র ইত্যাদি আছে! বলার কথা নয়! এটা ওয়েস্ট অফ টাইম এবং ওয়েস্ট অফ মানি। মানুষ সেইসব সমেত সম্পূর্ণভাবে তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে গেছে। তারা কানাকড়ির মতো মূল্যহীন হয়ে গেছে। বাবা বলেন, এখন তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেয়েছ। এখন বাবা তোমাদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। কেবলমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো, অবশ্যই পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ভোজনের প্রতি সাবধানতা নেবে। তানাহলে যেমন অন্ন তেমন মন হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদেরও গৃহস্থ সংসারে জন্ম নিতে হয়। সেটা হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস।

এটা হলো সত্যপ্রধান সন্ন্যাস। তোমরা পুরোনো দুনিয়ার সন্ন্যাস করো। সেই সন্ন্যাসেও অনেক শক্তি আছে। প্রেসিডেন্টও গুরুর সামনে মাথা নত করে। ভারত পবিত্র ছিল। তার মহিমা গাওয়া হয়, ভারতবাসী সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। এখন তো সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে। এখনও তারা দেবতার মন্দিরে যায়, সুতরাং তারা অবশ্যই সেই ধর্মেরই হবে; ঠিক তেমনই গুরুনানকের মন্দিরে যারা যায় তারা অবশ্যই শিখ ধর্মেরই হবে। যাই হোক, তারা কখনও নিজেদের দেবতা ধর্মের বলতে পারবে না কেননা তারা পবিত্র নয়। বাবা বলেন, আমি আবারও একবার শিবালয় বানাতে এসেছি। স্বর্গে কেবল দেবী দেবতারা থাকেন। এই জ্ঞান পরে লুপ্ত হয়ে যায়। গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি সব সমাপ্ত হয়ে যাবে, তারপর ড্রামানুসারে আবার নিজস্ব সময়ে প্রকাশ পাবে। এই সমস্ত কথা বুঝতে হবে। কারণ এই পাঠশালায় মানুষ দেবতায় রূপান্তরিত হতে আসে। কিন্তু মানুষ, মানুষের সদগতি কদাচিৎ করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র একে অপরকে সাময়িক সুখ দিতে পারে। এখানের সুখ স্বল্পকালীন, বাকি দুঃখই দুঃখ। সত্যযুগে দুঃখের নামও থাকে না। নামই হলো স্বর্গ, সুখধাম। স্বর্গের নাম কত খ্যাতিসম্পন্ন। বাবা বলেন, যদিও গৃহস্থ সংসারে থাকো, তবুও এই অন্তিম জন্মে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, বাবা আমরা তোমার সন্তান। এই অন্তিম জন্মে নিশ্চয়ই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত করব। বাবাকে স্মরণ করা খুবই সহজ। আচ্ছা —

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ অহংকার ছেড়ে দেহী - অভিমানী হতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) ড্রামা যথার্থ ভাবে বুঝে নিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। ড্রামাতে থাকলেই পুরুষার্থ করব এমন ভেবে পুরুষার্থহীন হওয়া উচিত নয়।

বরদান :- কল্যাণাকারী সময়ের স্মৃতির দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ দৃষ্টা মাষ্টার ত্রিকালদর্শী ভবঃ

যদি তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তোমাদের ভবিষ্যৎ কি, তাহলে সেই ব্যক্তিকে বোলো, আমরা জানি, খুবই ভালো, কেননা আমরা জানি যে আগামী দিনে যেটা হবে সেটা খুবই ভালো হবে। যা কিছু হয়ে গেছে সেটাও ভালো ছিল, যা কিছু হচ্ছে সেটা ভালোই হচ্ছে আর যা হবে সেটা আরো অনেক বেশি ভালো হবে। যারা মাষ্টার ত্রিকালদর্শী বাচ্চা তাদের নিশ্চয় বা দৃঢ়তা থাকে যে এটা কল্যাণকারী সময়, আমাদের বাবা কল্যাণাকারী আর আমরা বিশ্বের কল্যাণাকারী, সুতরাং, আমাদের অকল্যাণ হতে পারেনা।

স্লোগান :- সমাপ্তির সময়কে সমীপে আনতে হলে সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো।

॥ওম শান্তি ॥

*"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা দৈহিক যাত্রা করেছ। এখন রুহানি যাত্রা কর, ঘরে বসেই বাবার স্মরণে থাক। এই যাত্রা খুবই চমৎকার।"

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন ব্যাপারে বাবা খুব আশ্চর্য হন?*

উত্তর:- যে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বাচ্চারা অর্ধেক কল্প ধরে ধাক্কা খেয়েছে, চিৎকার করে ডেকেছে... সেই সম্পত্তির দাতা আসার পর তাঁর বাচ্চা হয়ে গিয়েও তাঁকে পরিত্যাগ করলে বাবা আশ্চর্য হয়ে যান। বাচ্চারা চলতে চলতে উঁচুতে ওঠার পরিবর্তে একেবারে নীচে পড়ে যায় - এটাও কত আশ্চর্যের।

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে খুব ভালো দক্ষিণা পায়?

উত্তর:- যে বাবার রচিত এই রুদ্র যন্ত্রকে ভালোভাবে সামলায় এবং শ্রীমৎ অনুসারে চলে সে বাবার কাছ থেকে খুব ভালো দক্ষিণা পায়।

গীত:- আমাদের তীর্থ অনন্য...

ওম্ শান্তি। রুহানি যাত্রীরা এই গীত শুনল। তোমরা বাচ্চারাই হলে রুহানি যাত্রী। ওরা যারা তীর্থযাত্রাতে যায় তাদের বলা হয় দৈহিক যাত্রী। অর্ধেক কল্প ধরে ওই দৈহিক যাত্রা চলতে থাকে। প্রত্যেক জন্মতে তোমরা সেই যাত্রা করে এসেছ। ওরা তো দৈহিক যাত্রা করার পর আবার ঘরে ফিরে আসে। তোমাদের এই যাত্রা হল রুহানি যাত্রা। ওরা হল লৌকিক পান্ডা আর তোমরা হলে রুহানি পান্ডা। তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডাদের প্রধান কে? নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁকে পাণ্ডব সেনাদের আদি পিতা বলা হয়। তোমরা জানো যে আমরা আগে দেহ-অভিমানী ছিলাম। এখন পুনরায় ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসে দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন। তোমরা এখন রুহানি যাত্রা করছ, এর সাথে কর্মেন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা তীর্থযাত্রার সময়ে পবিত্র থাকে তারপর ফিরে এসে আবার বিকারী হয়ে যায়। গৃহস্থীরাই এইরকম যাত্রাতে যায়। বাস্তবে নিবৃত্তি মার্গ গৃহস্থ ধর্মের থেকে আলাদা। সর্বদা ব্রাহ্মনরাই তীর্থযাত্রা করতে নিয়ে যায়। এইরকম গায়নও করে যে, ৪ ধামের যাত্রা করলাম কিন্তু তবুও বাবার থেকে দূরেই রয়ে গেলাম। বাবা এখন তোমাদেরকে যাত্রা করানোর জন্য পবিত্র বানাচ্ছেন। তিনি মুক্তিধাম, জীবনমুক্তি ধামে নিয়ে যাবেন। এই দুনিয়াতে আর আসতেই হবেনা। ওরা তো তীর্থযাত্রা করে আবার ফিরে আসে। ফিরে এসে নোংরা কাজকর্ম করে। তীর্থযাত্রার সময় ক্রোধ করতেও বারণ করা হয়। শুধু সেই সময়ের জন্য ওরা পতিত হয়না। ৪ ধামের যাত্রা করতে ৩-৪ মাস সময় লেগে যায়। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা এখন ফেরত যাচ্ছি। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন, যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ কর। এইটা হল মুক্তিধামের যাত্রা। তোমরা সেখানে যাচ্ছ। তোমরা সেখানেরই নিবাসী। বাবা প্রতিদিন বলছেন আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা আগে এগিয়ে যাবে। তোমরা তো ঘরে বসেই যাত্রা করছ। তাই এটা কত চমৎকার যাত্রা। যোগ অগ্নির দ্বারা সমস্ত পাপ কেটে যায়। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা এই দৈহিক যাত্রা করেছ। প্রথমে অদ্বৈত যাত্রা করা হত, পরে দ্বৈত যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে কেবল শিবেরই পূজা

হত, পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের এবং তারও পরে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা আরম্ভ হয়। আর এখন তো কুকুর-বিড়াল, নুড়ি-পাথর ইত্যাদি সবারই পূজা করছে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এইসব হল পুতুল পূজা। শিববাবা এবং দেবী দেবতাদের কর্তব্যকে তো জানেই না। পুতুলের কোনো কর্তব্য থাকেনা। শিববাবার কর্তব্যকে না জানলে সেটা তো পাথর পূজা হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। সত্যযুগে এইরকম দৈহিক যাত্রা করা হবেনা। সেখানে মন্দির ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে। এইটা তো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। নিজেকে পতিত ভাবে বলেই না পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গাস্নান করে। কুম্ভমেলার রহস্যও বোঝানো হয়েছে। এইটাই হল সত্যিকারের সঙ্গম। গায়নও করা হয় যে আত্মা-পরমাত্মা আলাদা থেকেছে অনেককাল, সুন্দর মিলন তখনই হয় যখন মেলে সংগুরু দালাল। সংগুরু পতিত-পাবন দালালের রূপে এসে মিলিত হন। তাঁর তো নিজের কোনও শরীর নেই। তিনি এই দালালের মাধ্যমে তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে নিজের বাগদত্তা বানান। অর্থাৎ নিজের পরিচয় দেন। বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে শান্তিধামে এবং পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। বাচ্চারা জানে যে ভারত পবিত্র ছিল। একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। আর্য বলে কোনও ধর্ম ছিল না। আর্য এবং অনার্য। যদি দেবী দেবতাদের আর্য বলা হয় তাহলে আর্য ধর্মতে রাজস্ব কে করত? শিক্ষিতদেরকে আর্য বলা হয়। এই সময়ে সবাই অনার্য, অশিক্ষিত। বাপদাদাকে জানেই না। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা। ওনার পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর এবং তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তাহলে জগৎ আত্মাকেও প্রজামাতা বলা যাবে। ইনার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা হয়। এরা সবাই দত্তক নেওয়া সন্তান। কে দত্তক নেন? পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা জানো যে আমরা তাঁর সন্তান। কিন্তু বাবাকে ভুলে গিয়ে আমরা অনাথ হয়ে গেছি। কেউই গড ফাদারের কর্তব্যকে জানে না। বাবা এসেই এদেরকে পবিত্র বানান। বাবা এসেই তোমাদেরকে পবিত্রতার শিক্ষা দেন। এখন যেখানে যেতে হবে সেই স্থানকে স্মরণ করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে মায়া ভুলিয়ে দেয়। এটা তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না? তোমরা বাবার হয়ে যাও, তারপর মায়া আবার নিজের করে নেয়। এটা হল প্রভু আর মায়ার নাটক। বাবার সন্তান হয়ে জ্ঞান শোনার পরেও আশ্চর্যজনক ভাবে চলে যায়। মায়াও খুবই শক্তিশালী। বুদ্ধিযোগবলের দ্বারা এই যুদ্ধ বাবা ছাড়া আর কেউই শেখাতে পারেনা। সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগ লাগালেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো যে এখন পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। এখানে অভিনয় করার জন্য এই শরীর নিয়েছি। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এইটা হল অন্তিমের ছোট অথচ মহান কল্যানকারী যুগ। তোমরা সব জ্ঞান গঙ্গারা জ্ঞান সাগরের থেকে উৎপন্ন হয়েছ। বাবা বলছেন, বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের আয়ুও বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যও তোমরা অমর হয়ে যাবে। অকালে মৃত্যু হবেনা। সময় হলে নিজে থেকেই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেবে। চলতে ফিরতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা এই সৃষ্টিকে পবিত্র করে দাও। বাবা তো পবিত্র বানানোর জন্যই এসেছেন। তারই চারা রোপণ হবে যে দেবতা ছিল। এখন শূদ্র হয়ে গেছে অথবা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। ওরা সকলেই আসবে। সকলেরই নিজস্ব শাখা আছে। এখানেও প্রত্যেকের নিজস্ব নিয়ম আছে। এখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের চারা লাগানো হচ্ছে। যে আগে ব্রাহ্মণ হয়েছিল সেই আসবে। ব্রাহ্মণ না হলে দেবী দেবতা হতে পারবে না। ব্রহ্মার সন্তান না হলে শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবেনা। যারা দেবতা ধর্মের তারা ব্রাহ্মণ ধর্মতে অবশ্যই আসবে। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল হয়েছ, কাউকে দুঃখ দাওনা। সবথেকে বড় শত্রু হল রাবণ। ৫ বিকার রূপী এই শত্রু হল গুপ্ত। অর্ধেক কল্প ধরে সবার মধ্যে লড়াই লাগিয়ে সবাইকে পতিত বানিয়ে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন যজ্ঞের রচনা করেছেন। বেহদের বাবা এই রুদ্র জ্ঞান

যজ্ঞ রচনা করেছেন যাতে সবকিছু উৎসর্গ করতে হবে। ঘোড়ার ওপরে আত্মা বিরাজমান। এর নামই হল রাজস্ব - রাজত্বের জন্য রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। স্বর্গের স্থাপনার জন্য কত বড় যজ্ঞ রচনা করেছেন। তোমরা জানো যে এই দুনিয়ার এখন বদলি হবে। তাই অন্তরে নেশা থাকে। বাবা এই যজ্ঞের রচনা করেছেন। একে ভালো করে সামলাতে হবে। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে সে খুব ভাল দক্ষিণা পাবে। ভালো করে যজ্ঞের দেখাশুনা করলে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে, যার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ধাক্কা খেয়েছ। যখন বাবা এসেছেন সেই সম্পত্তি দিতে তখন তাকেই তোমরা পরিত্যাগ কর - বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান। প্রেমিকারা গাইত যে তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে যাব। এখন আমি আসার পর আমার হয়ে গিয়েও আমাকে পরিত্যাগ করে। তারা তখন ওপরে ওঠার পরিবর্তে নীচে পড়ে যায়। চড়তে পারলে বৈকুণ্ঠ রসের স্বাদ পাবে... তফাৎ তো আছেই। কোথায় প্রধানমন্ত্রীরা আর কোথায় গরীব উপজাতিরা। তাই এখন পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে রাজস্ব নিতে হবে। এটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গের জন্য এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি বানানো হয়েছে। ভগবান তো একজনই, যাকে পতিত-পাবন বলা হয়। শান্তিধাম এবং সুখধামে কেউ তাঁকে ডাকে না। বাচ্চাদের পুরো নেশা চড়তে হবে। এইটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এরপরে আর কোনো যজ্ঞ রচিত হবেনা। ওরা বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য লৌকিক যজ্ঞ রচনা করে। বাবা পুরো অর্ধেক কল্পের জন্য বিপর্যয় সমাপ্ত করে দেন। কোনো সাধু সন্ত এটা জানে না। মুখ্য হল ভগবানের গাওয়া গীতা মাতা যেটাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তাই এখন সমস্ত মানুষকে সাবধান করতে হবে কারণ তাদের বুদ্ধিযোগ কৃষ্ণের সাথে জুড়ে গেছে। কৃষ্ণ তো এইরকম বলে না যে মন্মনা ভব, আমাকে স্মরণ করলে আমি সাথে করে নিয়ে যাব। এখানে বাবা বসে এইরকম লায়ক বানান। কালো থেকে ফর্সা বানান। তোমরা শ্যাম হয়ে গিয়েছিল, বাবা পুনরায় সুন্দর স্বর্গের যোগ্য বানাচ্ছেন। চলতে ফিরতে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এইরকম অবস্থা হয়ে গেলেই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। সুস্বাস্থ্য, সম্পত্তি এবং খুশি। যে বাবার কাছ থেকে তোমরা এত উত্তরাধিকার নাও সেই বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী চলতে হবে। কাঁটাকে ফুল বানাতে হবে। তোমরা এখন ফুল হচ্ছে, এটা হল বাগান। এখন তো চারদিকে পাথরের জঙ্গল। অকাসুর, বকাসুর এইসব সঙ্গমযুগেরই নাম। সবারই তো উদ্ধার হবে। যে যত পড়বে, অন্যকে পড়াবে, শ্রীমৎ অনুসারে চলবে সে বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাবে। তোমরা চিরসুখী হয়ে যাবে। এখন তোমাদের ১০০ শতাংশ উত্তরণ কলা। তারপর আবার কলা কম হতে থাকবে। এখন তো কলা একবারে শেষ হয়ে গেছে। গায়নও করে যে আমি হলম নিগুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। বাবা তো ক্ষমাশীল। তিনি প্রতিকল্পের সঙ্গমযুগে আসেন। ভারত যখন স্বর্গ হবে তখন সকলে সুখী হয়ে যাবে। এখন বাচ্চাদেরকে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, আসুরী মত অনুসারে নয়। বাবা বলেন যে আমারই সবথেকে বেশি অবমাননা করা হয়। হয় তাঁকে নাম রূপের থেকে পৃথক বলে দেয় নাহলে বলে প্রত্যেক কন্যাকে তিনি আছেন। এইসব নাটকের মধ্যেই আছে। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছ এবং বাবাকে জেনে তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। এখন তো অহেতুক খুন খারাপির খেলা চলবে। অহেতুক অনেক বিপর্যয় আসবে, কতজন মারা যাবে। ভক্তিমার্গে তো কত দেব দেবীর চিত্র বানায়। কত খরচ করে। মূর্তি বানিয়ে পূজা করে তাকে আবার ডুবিয়ে দেয়। তাহলে এটা তো পুতুলেরই পূজা হল, তাই না? কালীর কিরকম মূর্তি বানায়, কোনো মানুষ কি এইরকম হয়? তোমরা যারা এইখানে বসে আছ তারা যাত্রা করছ। ট্রেনে বসে বসেও রুহানি যাত্রা করছ। বুদ্ধিযোগ যাত্রার সঙ্গে লেগে আছে। যদি বুদ্ধিযোগ লেগে না থাকে তাহলে কেবল সময় নষ্ট হয়। বাবা বলছেন, সময় নষ্ট কর না। তোমাদের সময় অনেক মূল্যবান। এক সেকেন্ডও উপার্জন না

করে ছাড়বে না। বাবা তো সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করান। বাবা বিশ্বকে স্বর্গ বানানোর জন্য এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। বাবা-বাবা করতে থাকলেই পার হয়ে যাবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মন, আমাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব। বাবা বলছেন বাচ্চারা, আত্ম-অভিমানী হও। মানসিক ভাবে এবং বচন অথবা কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দিওনা, খুব মিষ্টি হও। ক্রোধের দ্বারা অনেক অহিতসাধন (ডিসসার্ভিস) করে ফেল। এখনও তো কেউ সম্পূর্ণ হয়নি। বিকারের ভূত খুবই ক্ষতিকারক। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বর্তমান সময় খুবই মূল্যবান। তাই এক সেকেন্ডও উপার্জন না করে ছাড়া যাবেনা। আত্ম-অভিমানী থাকার পুরো পুরুষার্থ করতে হবে।

২) চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করে নিজের অবস্থাকে সুদূত করতে হবে। খুব মিষ্টি হতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেওয়া চলবে না।

বরদান:- মালিকত্বের স্মৃতিতে থেকে শক্তিসমূহকে নির্দেশ অনুসারে পরিচালনা করতে সমর্থ স্বরাজ্য অধিকারী হও।

বাবার কাছ থেকে যেসকল শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে সেইসব শক্তিকে কার্যতে প্রয়োগ কর। সময় অনুসারে শক্তিগুলোকে ব্যবহার কর। কেবল মালিকত্বের স্মৃতিতে থেকে নির্দেশ দিলেই শক্তিসমূহ তোমার নির্দেশ পালন করবে। যদি দুর্বল হয়ে নির্দেশ দাও তাহলে পালন করবে না। তোমরা সকলেই রাজকীয় সন্তান কারণ স্বরাজ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এটা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

স্লোগান:- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির হয়ে প্রত্যেক কর্ম করলে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা যদি সত্যিকারের আশিক (প্রেমিকা) হয়ে মাশুককে (প্রিয়তম) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে, যোগ আর এই ঈশ্বরীয় পড়ার দ্বারাই তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে।"

প্রশ্ন :- ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য বাবা তাঁর বাচ্চাদের কাছে কি ধরনের সাহায্য চান ?

উত্তর :- বাচ্চারা -- আমার পবিত্রতার শক্তি চাই। প্রতিজ্ঞা করো -- আমরা কাম বিকারকে ত্যাগ করে অবশ্যই পবিত্র হবো। ভোরবেলা উঠে নিজের সঙ্গে কথা বলো -- মিষ্টি বাবা, আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। আমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে অবশ্যই পবিত্র করবো। আপনার শিক্ষার উপর অবশ্যই চলবো। কোনো পাপ কাজ করবো না। বাবা এ আপনারই আশ্চর্য ক্ষমতা যে, আমাদের স্বপ্নেও ছিল না আমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারব। আপনি আমাদের কি থেকে কি তৈরী করছেন।

গীত :- আমাদের হৃদয় তোমাকে ডাকছে

ওম্ শান্তি। বাবার অতি প্রিয় বাচ্চারা জানে যে, আমরা আত্মারা হলাম আশিক (প্রেমিকা) ওই এক মাশুক (প্রিয়তম) বাবার। বাচ্চারা জানে যে আশিক এবং মাশুকের সম্বন্ধ কতো গভীর। লৌকিক জগতে প্রেমিক প্রেমিকারা শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, শুধুমাত্র বিকারের জন্য নয়। বাচ্চারা জানে যে, যখন কারোর বিয়ে হয়, যদিও তাদের স্বামী-স্ত্রী বলা হয়, কিন্তু সেই প্রেমিক-প্রেমিকাও একে অপরকে পতিত বানিয়ে ফেলে। আগে থেকেই তারা জানে যে আমরা বিকারী হবো। এখন তোমরা বাচ্চারা আশিক (প্রেমিকা) হয়েছ একজন মাশুকের (প্রিয়তম), যিনি সমস্ত আত্মাদের মাশুক। তোমরা সকলে ওই একজনেরই প্রেমিকা। সব ভক্তরাই ভগবানের প্রেমিকা। তবুও ভক্তরা ভগবানের খবর জানেই না। আর এই ভগবানকে না জানার কারণেই তাঁর থেকে কোনো শক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত করতে পারে না। সাধু-সন্তরা পবিত্র থাকে তাই তারা অল্পকালের জন্য কিছু না কিছু পায়। তোমরা তো একজন প্রিয়তমকেই স্মরণ করো। তাঁর সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগানো হয়। যিনি একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং পতিত-পাবন সর্বশক্তিমানও। সেই বাবার সঙ্গেই তোমরা যোগযুক্ত হয়ে শক্তি নাও। তোমাদের এই জ্ঞানই আলাদা, তোমরা শক্তি নাও মায়ার উপর বিজয় পাওয়ার জন্য। এমন যিনি বিশ্বের মালিক বানান, সেই প্রিয়তম কতো মিষ্টি। যারা বাবাকে আপন করেছে, তারা জানে যে তিনি কতো সুন্দর প্রেমিক, যাকে অর্ধেক কল্প ধরে সবাই স্মরণ করে থাকে। পৃথিবীর লৌকিক প্রেমিক প্রেমিকারা তো এক জন্মের জন্য হয়ে থাকে। তোমরা তো অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছে। এখন তোমরা বাবাকে জেনেছ তাই তোমরা তাঁর থেকে অনেক শক্তি পাচ্ছ। তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে স্বর্গের শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ মালিক হতে চলেছো। এই আশিক বা প্রেমিক আত্মারাই হয়, কর্তব্যও আত্মাই করে -- এই কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা।

বাচ্চারা তোমাদের মনে এখন এই সুরই বেজেছে যে, আমাদের বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিতে হবে। এই বিকাররূপী বিষের লেন-দেন করার জন্য তোমরা যে হাতকড়া বাঁধো, বাবা এসে এখন সব বাতিল করে দিয়েছেন। বাবা বলেন, এইসব কথা ছেড়ে এখন আমাকে স্মরণ করো। পৃথিবীর

প্রেমিকাদেরও প্রতি সময় উঠতে - বসতে বা খেতে তাদের প্রেমিকের কথা মনে পড়ে। তার প্রতি কোনো খারাপ ভাবনা আসে না। বিকারের কথাই নেই। এখন তোমরা একজনকেই স্মরণ করো। এই স্মরণের পুরুষার্থ অনুসারেই তোমরা নিজেদের আয়ু বাড়াতে পারো। মনে করো কোনো ব্রাহ্মণ যদি তোমাকে বলে যে তোমার আয়ু ৫০ বছর, বাবা বলেন যে তুমি এখন যোগবলে নিজেদের আয়ু বাড়াতে পারো। যত যোগে থাকতে পারবে, ততই আয়ু বাড়বে। তখন জন্ম - জন্মান্তরে দীর্ঘায়ু নিয়ে জন্মাতে পারবে। যোগ না করতে পারলে সাজা খেতে হবে আর তখন পদও কম হয়ে যাবে। সুখী তো সবাই হবে কিন্তু তা যোগ আর পড়ার মাধ্যমে। তফাত কেবল পদেরই হয়। যতো পুরুষার্থ, তত উঁচু পদ। ধনও তো তোমরা নম্বর অনুসারেই পাবে। সবাই তো একরকম ধনী হবে না। তাই বাবা বলেন যতটা সম্ভব আমার মতে চলো। অর্ধেক কল্প তোমরা আসুরী মতে চলো, যার ফলে তোমাদের আয়ু কমে গেছে। যতোই বড় মানুষ হোক না কেন। আজ জন্ম নিল আবার কালই মারা গেলো। দান - পুণ্য করলে তো বড় ঘরে জন্ম হয়। এখন বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করে তোমাদের ঝুলি ভর্তি করছে। তোমরা কত বড় সাহকার হও। এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দানই বলো বা বর্ষাই বলো, সবই বাবার থেকে পাও। তোমরা বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি নিছো, তাই তোমাদের অন্যকেও এই পথ দেখাতে হবে। তোমরা ভগবানের সন্তান তাই ভগবান - ভগবতী পদও তোমাদেরই পাওয়া উচিত। ভারতে এই গায়ন আছে, ভগবান লক্ষ্মী, ভগবান নারায়ণ। নতুন দুনিয়াতে এই দেবী দেবতাই রাজত্ব করে থাকেন কারণ ভগবানের দ্বারাই তাঁরা এই পদ প্রাপ্ত করেছেন। কিন্তু বাবা বোঝান, তাঁদেরই যদি ভগবান-ভগবতী বলা হয়, তাহলে যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা, এমন সকলকেই ভগবান-ভগবতী বলতে হয়, তাই তাঁদের দেবী - দেবতা বলা হয়।

তোমরা জানো যে, আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে চলে আমরা রাজযোগ শিখছি। এরপর আমরা রাজ্য - ভাগ্য পাবো। পরমাত্মাই স্বর্গের স্থাপন করেন তাই তিনি অবশ্যই নরকেই আসবেন আর এই নরকেই স্বর্গে পরিণত করবেন। যারা আগের কল্পে হয়েছিলো, তারাই আবার হবে। সবার তো আর একরকম অবস্থা হয় না, পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তা প্রাপ্ত হয়। আজকাল তো বাচ্চারা হিম্মত করে পানের বরজও ওঠাতে যায়, কেউ বলে -- বাবা অমুক বাচ্চার অনেক ভার মনে হয়, আমি তাকে বাঁচানোর জন্য যুগল হয়ে যাই। আচ্ছা, এ তো ঠিক আছে, কিন্তু জ্ঞানের শক্তি চাই, ধারণা চাই। যতো উত্তরাধিকারী আর প্রজা বানাতে পারবে, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে পারবে, তত উঁচু পদ পাবে। তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হবে। এমন অনেকেই বিলেতে আছেন। সহযোগী হয়ে থাকেন এবং পবিত্র থাকেন। তারপর সম্পত্তি কখনো স্ত্রীকে দিয়ে দেয় কখনো আবার চ্যারিটি করে দেয়। এখন বাচ্চারা তোমরা পরমপিতা পরমাত্মা মাশুককে পেয়েছো, যিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান, তাহলে তাঁকে কতোখানি স্মরণ করতে হবে। এমন বাবাকে তো খুবই স্মরণ করতে হবে। তোমরাই বাবাকে জানো, আর কোনো সাধু, সন্ত আদি বাবাকে জানে না। এখানে বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন। এখন যদিও কেউ পবিত্র থাকে তবুও পবিত্রতার শক্তি কেউই এখন পায় না। তোমরা যতো পবিত্রতার শক্তি পতিত পাবন বাবার থেকে পেয়ে থাকো, অন্যেরা পায় না কারণ তারা বাবাকে জানে না। তারা আত্মাই পরমাত্মা বা ব্রহ্মই পরমাত্মা -- তারা এমন কথা বলে দেয়। এই বিষয়ে অনেক মত মতান্তর আছে। এখানে তোমাদের সকলের হলো এক অদ্বৈত মত। বাবার দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার মত পাওয়া যায়। মানুষ থেকে দেবতা বানাতে খুব বেশী সময় লাগে না। নোংরা কাপড়ের মনের তুল্য মানুষদের বাবা এসে

পবিত্র বানান । বাবার মহিমা তো আছে, তাই না ? বাদবাকি শাস্ত্র তো অনেক শুনেছ বা পড়ে এসেছ, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হয় না । এখন যখন বাবা এসে গেছেন, তখন তাঁর সত্যিকারের আশিক (প্রেমিকা) হতে হবে । বুদ্ধির যোগ যেন অন্য কথাও গিয়ে বিভ্রান্ত না হয় । তোমরা গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকো । ভক্তিমার্গে মানুষ তো কখনো হনুমানকে কখনো গণেশকে কখনো অন্য কাউকে ধরে এসেছে । কিন্তু তারা তো ভগবান নন । যদিও শিব বাবার নাম জানতো মানুষ, তবুও কিছুই বুঝতে পারতো না । পরমাত্মাকে তারা নুড়ি, পাথরে বলে দিয়েছে । সবই জট পাকিয়ে গেছে, একমাত্র বাবা ছাড়া এই জট কেউই খুলতে পারবে না । কেউই এইভাবে ভগবানকে পায় না । স্বয়ং ভগবানই বলেন, যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়, তখনই আমি আসি । অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গের সময় চলে, দিন আর রাত । শুরুতে যখন শিববাবার প্রবেশ হতো, তখন দেওয়ালে এমন ছোটো ছোটো চক্র দেখানো হতো, যেমন ছোটো বাচ্চারা হয় । কিছুই বোঝা যেত না । আমরা সকলেই জ্ঞান হীন ছিলাম, তারপর ধীরে ধীরে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আসতে থাকে । এখন যখন এই পড়া পড়ে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে গেছো, তখন খুব সহজ রীতিতেই তোমরা বোঝাতে পারবে । এমন ভেবো না যে এ অনেক পুরোনো বাচ্চা, তাই আমাদের থেকে বেশী হুঁশিয়ার । আমি তো এতো পড়তে পারবো না । বাবা বলেন, যারা পরের দিকে আসে, তারাও আগে এগিয়ে যেতে পারে । যারা দেহীতে আসে তারা আরো বেশী করে যোগে মগ্ন থাকে । প্রতিদিন জ্ঞানের জন্য খুব ভালো পয়েন্টস পাওয়া যায় । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই তাঁর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি তো পাওয়া উচিত, তাই না ? সত্যযুগে তা ছিলো । এখন নেই, তাই তো বাবা আবার দিতে এসেছেন । বাবা কতো পথ দেখান, যাতে বাচ্চারা কিছু অন্তত বুঝতে পারে, আর যোগে আকৃষ্ট হয় । কেউ আবার বলে আমার সময় নেই । বাবার এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা সর্বদার জন্য নিরোগী হতে পারবে । তাই এই কাজে তো লেগে যাওয়া উচিত, তাই না ? এতে স্থূল কিছুই করতে হয় না । তোমাদের লৌকিক বাবার কথা মনে থাকে তাহলে পারলৌকিক বাবাকে কেন ভুলে যাও । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের ভারতবাসীদের ৫ হাজার বছর আগে বর্সা বা সম্পত্তি দিয়েছিলাম, তাই না ? তোমরা তো এই বিশ্বের মালিক ছিলে -- এই কথা কি ভুলে গেছো ? তোমরা প্রথমে সূর্যবংশী ছিলে তারপর চন্দ্রবংশী অবশেষে বৈশ্যবংশী হয়েছ । এখন তোমাদের আমি ব্রাহ্মণ বংশী বানাতে এসেছি । ব্রাহ্মণ হলেই তো যজ্ঞের রক্ষা করতে পারবে । ব্রাহ্মণ কখনোই বিকারী হয় না । শেষ পর্যন্ত পবিত্র তো থাকতেই হবে, তখনই নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এ কতো বড় প্রাপ্তি । তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো না । বাচ্চা হলে অথচ বাবাকে স্মরণ করলে না, এ তো কখনো হতে পারে না । বাবাকে ভুলে গেলে বর্সা বা সম্পত্তি কেমন করে পাবে ? এ তো হলো একধরনের প্রাপ্তি । সাধু - সন্তদের কাছে তো কিছুই প্রাপ্তি হয় না । সেখানে কেবল পবিত্রতার শক্তি, ঈশ্বরীয় বল কিছুই নেই । ঈশ্বরকে জানেই না, তাহলে শক্তি পাবে কোথা থেকে ? এই শক্তি তোমরাই পেয়েছো । বাবা নিজেই বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । তোমরা কিছুদিনের জন্য কি পবিত্র থাকতে পারবে না ? ক্রোধ হলো দ্বিতীয় ভূত । বড়র থেকে বড় ভূত হলো কাম । সত্যযুগে ভারত ছিল পাপমুক্ত দুনিয়া, ভারত কতো সুখী ছিলো । পাপের দুনিয়া হওয়াতে ভারতেই কি হাল হয়েছে । বাবা যখন ভারতকে আবার পাপমুক্ত বানাতে এসেছেন, তখন এমন বাবাকে স্মরণ করতে তোমরা ভুলে যাও ? মায়া হঠাৎ করে বিকর্ম করিয়ে দেয় । এই লক্ষ্য হলো অনেক বড় । তোমরা এমন বাবার শ্রীমতে কেন চলো না ! এমন বাবার প্রতি তোমাদের কোনো ভালোবাসা নেই ! তোমরা বলো যে , তোমরা ভুলে যাও, আচ্ছা , এক মুহূর্ত , আধ মুহূর্ত.....কম করে এই চেষ্টা করো যাতে অন্তকালে বাবাকে স্মরণ আসে । এই সময়ই তো অন্তকাল, তাই না ? অন্তকালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে

....."আমি নারায়ণ হবো ।" তোমরাও তো তাই হচ্ছে। বাবা বলেন , তোমরা সম্পূর্ণ বাবার প্রেমিকা হও না ? বাবা হলেন দাতা । বাবাকে যদি নিজের করতে পারো, তখনই বাবা রায় বা মত দেবেন । যারা সৎ সন্তান, তাদের তো তিনি মত বা রায় দেবেন না । বাবা হলেন দাতা । তিনি কি তোমাদের থেকে কিছু নেন ? তোমরা যা কিছুই করো, সব নিজের জন্য । আমি তো এই বিশ্বের মালিকও হই না । এমন কখনোই ভেবো না যে আমরা শিববাবাকে কিছু দান করছি । না , আমরা শিববাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিয়ে থাকি । মৃত্যুর সময় সবাই দান করে, তাই না ? বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সব কিছু দেয় । তোমাদের কাছে কি আর আছে ? তোমরা নুড়ি, পাথরও পরমাত্মাকে দিয়ে দাও । তোমাদের এইসবই শেষ হয়ে যাবে । মৃত্যুকে তোমরা ভয় পাও না তো ! বাবা বলেন, এই ছি ছি দুনিয়াতে থাকার থেকে মৃত্যু ভালো । ৫ হাজার বছর আগেও আমি মশার মতো সকলকে নিয়ে গিয়েছিলাম । আমিই আবার তোমাদের কালেরও কাল, মহাকাল বাবা । তোমাদের অর্ধেক কল্পের জন্য আমি কালের গ্রাস থেকে মুক্ত করি । ওখানে তো আত্মা স্বাভাবিকভাবে থাকে । যখন শরীর পুরোনো হয়ে যায় তখন সেই শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে । এখনো বোঝো যে বাবার কাছে যেতে হলে ভোরবেলা উঠে বাবার সাথে কথা বোলো । বাবা, আপনি তো আশ্চর্য করে দেখালেন, স্বপ্নেও জানতাম না যে আপনি এসে আমাদের স্বর্গের মালিক বানাবেন । আমরা তো সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম । বাবা, এ আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা । আমরা অবশ্যই আপনার শিক্ষায় চলবো । কোনো পাপ কাজ আমরা করবো না । কামের ভূতকে প্রথমে দূর করবো । পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । বাবা, মিষ্টি বাবা, আমরা আপনার সাহায্যের জন্য হাজির এমন ধরনের কথা বাবার সাথে বলতে হবে । যেমন বাবা পুরুষার্থ করেন, বাচ্চাদের তা শোনান । বাবা আমরা অশরীরী এসেছিলাম, এখন মনে পড়েছে এই পুরোনো দুনিয়াকে ভোলার পুরুষার্থ করতে হবে । শিববাবার এতো সন্তান । তিনি তো উদ্বিগ্ন থাকবেনই । ব্রহ্মাবাবাও উদ্বিগ্ন থাকেন । কত সন্তান, তাদের কিভাবে সামলাতে হবে । বাচ্চারা যেন সম্পূর্ণ আরামে থাকে । এখানে তো তোমরা ঈশ্বরীয় ঘরে আছো । এখানে কোনো সঙ্গদোষ থাকে না । বাবা তোমাদের সামনে বসে আছে । তোমার থেকেই থাকো, তোমার কাছেই বসবো তোমরা জানো যে শিববাবা এনার মধ্যে এসে বাচ্চা - বাচ্চা বলে ডাকেন । তিনি বলেন, আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, প্রতিজ্ঞা করো, কখনো বিকারে যাবে না । তোমরা পবিত্রতা দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, তাহলে ভারতকে পবিত্র বানাতে পারবে । সাহসী বাচ্চারা আর সাহায্যকারী বাবা এই কথা তোমাদের মনে আসে না । কল্প কল্প আমরা এই কাজই করি, ভারতকে স্বর্গ বানাবার । যারা পরিশ্রম করবে তারাই সেই স্বর্গের মালিক হবে । কংগ্রেসীরা গান্ধীজীকে কত সাহায্য করেছিলো । এখন দেখো রাজ্য হয়েছে কিন্তু রামরাজ্য তো হয় নি । দিন প্রতিদিন মানুষ আরো তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে । বাবা এসে তোমাদের সুখধামের মালিক বানাচ্ছেন । অর্ধেক কল্প তোমরা সুখে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যিকারের আশিক (প্রেমিকা) হতে হবে । বুদ্ধির যোগ এক মাশুকের (প্রিয়তম) সাথে রাখতে হবে । বুদ্ধি যাতে এদিকে ওদিকে বিভ্রান্ত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে ।

২) সর্বদা প্রাপ্তিকে সামনে রেখে বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ সংস্কারের আধারে থেকে ভবিষ্যতের সংসার বানানোর জন্য ধারণা স্বরূপ হও।

এখনকার শ্রেষ্ঠ সংস্কার থেকেই ভবিষ্যতের সংসার তৈরী হবে। এক রাজ্য এবং এক ধর্মের সংস্কারই ভবিষ্যত সংসারের ফাউন্ডেশন বা ভিত। স্বরাজ্যের ধর্ম বা ধারণা হলো -- মন - বচন - কর্ম, সম্বন্ধ এবং সম্পর্কে সব ধরনের পবিত্রতা। সংকল্প বা স্বপ্ন মাত্রে অপবিত্রতা অর্থাৎ দ্বিতীয় ধর্ম যেন না হয়। যেখানে পবিত্রতা থাকে সেখানে অপবিত্রতা অর্থাৎ ব্যর্থ বা বিকল্পের কোনো চিহ্নও থাকে না, তাকেই ধারণার স্বরূপ বলা হয়।

স্নোগান :- দূততার শক্তি গভীর সংস্কারকেও মোমের মত নরম করে গলিয়ে দিতে পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময়েই সম্পূর্ণ ভারতে 'শ্রীমতের' খুবই প্রয়োজন। একমাত্র শ্রীমতের দ্বারাই বর্তমানের কানা-কড়ির ভারতকে, হীরে-তুল্য ভারতে পরিণত হতে হবে। এতেই সবাই মুক্ত হয়ে সঙ্গতি পাবে।"

প্রশ্ন :- সর্ব-শক্তিমান বাবার কি এমন শক্তি আছে যা জগতের মানুষদের নেই ?

উত্তর :- রাবণকে শেষ করার শক্তি, যা একমাত্র এই সর্ব-শক্তিমান বাবার মধ্যেই আছে, যে শক্তি কোনও মানুষের মধ্যেই নেই। রামের (বাবার) সেই প্রবল শক্তি ছাড়া রাবণ বধ অসম্ভব। তাই বাবা এই ধরায় এসে, তোমাদের মধ্যে সেই শক্তি প্রদান করেন, যার সাহায্যে তোমরাও রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো।

ওম্ শান্তি! মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এটা পবিত্র-হংসদের সভাঘর। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই এখানে বসে আছো। পবিত্রদেরকেই 'ব্রাহ্মণ', আর অপবিত্রদের 'শূদ্র-বর্ণ' বলা বলা হয়। আর যারা পবিত্রতার পুরুষার্থী, তাদেরকে 'হাফ-কাষ্ট' (অর্ধেক বর্ণ) বলা হয়। তারা না তো এদিকের (ব্রাহ্মণ) আর না ওদিকের (শূদ্র)। তাদের একটি পা ওদিকে যাবার নৌকায় আর এক পা এদিকে আসার নৌকায়, এমন হলে আবার পড়ে গিয়ে ডোবার আশঙ্কাও থাকে। তাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন দিকে যাবে ? যদি এদের মধ্যে কেউ আসুরী আত্মা এসে বসে থাকে, সে বিঘ্ন সৃষ্টিও করবে। কিন্তু, এসব কথা বোঝাচ্ছেন কে ? --শিববাবা স্বয়ং। শিব বলতে গেলেই, বাবা উচ্চারণও এসে যায় মুখে। এই শিববাবাই আমাদের ঝুলি ভরে দেন। অধিকারী হিসাবে বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা তো অবশ্যই পাওয়া যায়। কত অসংখ্য মন্দির আছে শিবের। যদিও তিনি নিরাকার, সমগ্র বিশ্বের রচয়িতা। এই বিশ্বেই একদা লক্ষ্মী-নারায়ণেরও রাজত্ব ছিল। তারাও নিশ্চয় বাবার থেকে তেমন বর্ষাই পেয়েছিলেন। এখন তোমরা 'শূদ্র' অবস্থা থেকে 'ব্রাহ্মণ' হতে যাচ্ছে। শূদ্র অর্থাৎ অজ্ঞানী বুদ্ধিহীন-আত্মা আর লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ছিলেন দিব্য-বুদ্ধির। মায়ার প্রকোপেই বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। রাবণ অর্থে মায়ার বিঘ্ন -এই কথা ভারতেই প্রচলিত। বর্তমানে সেই রাবণেরই আসুরী রাজত্ব চলছে। তাই তো রাবণের সম্প্রদায় রাবণকে হত্যা করেই চলেছে- অথচ রাবণ কিন্তু মরছে না। রামের (দিব্য) শক্তি ব্যতীত রাবণকে হারানো সম্ভব নয়। একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবার থেকেই সে শক্তি পাওয়া যেতে পারে। যিনি এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। যার কোনও সূক্ষ্ম-শরীর বা স্থূল শরীর নেই। তিনি নিরাকার হওয়া সত্ত্বেও, কিভাবে এই ভারতেই অবতীর্ণ হন - এটাই সাধারণের বুদ্ধিতে ঢোকে না। আত্মা শরীর ধারণ করে ইন্দ্রিয় ছাড়া কোনও কর্মই করতে পারে না, তবুও জগতের মানুষেরা এসব কিছুই বুঝতে পারে না। তখন তাদেরকে পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। বাবা স্বয়ং বসে তা বোঝান, যিনি ভগবান অর্থাৎ উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ পদের অধিকারী। ওনার মতই সর্বশ্রেষ্ঠ মত। তা না হলে, ওনাকে স্মরণই বা করবো কেন। ওনার মতকেই জ্ঞানীরা অনুসরণ করে থাকে। অবিনাশী এই বিশ্ব-নাটকে স্বয়ং ভগবানকেও এসে ওনার কর্ম-কর্তব্যর অভিনয় অবশ্যই করতে হয় - জগতের মানুষেরা তা বুঝতেই চায় না। অনেকেই তো বলে, খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে গীতার বাণী শোনানো হয়েছিল। কিন্তু এটাও তো জানাও যে সেই গীতা কোন দেশে, কোন যুগে আর কে তা শুনিয়েছিল ? সেই একই শাস্ত্রে আবার 'কৃষ্ণ ভগবান উবাচ' লেখা আছে, আবার রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের কথাও লেখা আছে। রুদ্র তো শিববাবাকে বলা

হয়। এছাড়া কৃষ্ণকে কোনও মতেই বাবা বলা যায় না। বাবা সন্মোদন এক শিববাবাকেই করা হয়। শিববাবা অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর, পরম সুখদাতা- তাই তো ভক্তরা তাকে আহ্বান করে। ভক্তদের ধারণা, ভক্তিতেই ভগবানের প্রাপ্তি। কিন্তু এই ভক্তির শুরু কবে থেকে, আর তাকে পাওয়াই বা যাবে কবে, কিভাবে? পাপাত্মা দুনিয়া থেকে কোন্ সময়ে পুন্যাত্মা দুনিয়ায় যাওয়া যায়, এসব কিছুই জানা নাই তাদের, যেহেতু সবাই এখন শূদ্র বর্ণের। একমাত্র তোমাদেরকেই ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ বলা হয়। তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ কে বানিয়েছে? --অবশ্যই শিববাবা স্বয়ং। যিনি রচয়িতাও। এই ব্রাহ্মণ বর্ণই সবার থেকে উচ্চ বর্ণ। যার চিহ্ন স্বরূপ সাকারী ব্রাহ্মণদের মাথায় টিকি রাখা হয়। তাদেরও সৃষ্টিকর্তা- সেই নিরাকার বাবা। উনিই পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ 'পরমাত্মা'। এই 'পরমাত্মা' শব্দটিকেই পাকাপাকি ভাবে মনের গভীরে গেঁথে নাও। বাবা জানাচ্ছেন, "নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারে সৃষ্টিজগৎ যখন তমোপ্রধানে পরিণত হয়, তখনই আমাকে ধরায় আসতে হয়। আমিও যে নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ। তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে সুখ-শান্তির আশীর্বাদী-বর্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই আমার আগমন। অন্যদেরকেও শান্তির বর্ষা দিয়ে থাকি। সত্যযুগ ও ত্রেতাকেই নতুন দুনিয়া বলা হয়, যা রামের দ্বারা স্থাপিত হয়। রামের বদলে শিববাবা শব্দটি প্রিয় শব্দ। যা সবারই মুখে মুখে।"* এই বাবাই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। উনি এসেই তোমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্ষা দেন। গীতার বাণী কেবল ব্রাহ্মণদেরই শোনাবে। যখন তারা শূদ্র থেকে মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হবে একমাত্র তখনই। ব্রাহ্মণ আত্মাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে যায়, তাই তো বলা হয় - একমাত্র 'সদ্ব্রূপই জ্ঞানের অঙ্গন' দিয়ে থাকে - যার ফলে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। বাম্বারাও বলে, "বাবা, এই নরকের দুনিয়া থেকে, আমাদেরকে স্বর্গের দুনিয়ায় নিয়ে চলো।" যা শিববাবা স্বয়ং বলছেন, যিনি শিবাচার্য অর্থাৎ শিব বা পরম শিক্ষক। শিবাচার্য (শিববাবা) -যিনি বেহদের সন্ধ্যাস হওয়া শেখান, আর শঙ্করাচার্য- শেখান হদের (এই জগতের) সন্ধ্যাস। বেহদের বাবা বর্তমানের পুরানো জরাজীর্ণ দুনিয়াকে ভুলে থাকতে বলেন। এখন তোমাদের সেই সদা সুখের দুনিয়াতে যেতে হবে। সেটা হলো কৃষ্ণপূরী আর এই দুনিয়াটা এখন কংসপূরী। সত্যযুগকে কৃষ্ণপূরী আর কলিযুগকে কংসপূরী বলা হয়। অতএব দুটোই একত্রে অবস্থান করবে, এমনটা তো হতেই পারে না। সত্যযুগে কংসের (অসুরের) উপস্থিতি হবেই বা কি করে? এসব কিছুই বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখতে হবে। যেখানে এই সময়ে বাবা স্বয়ং এসেছেন, স্বর্গের অপরিমিত সুখ প্রদান করতে।

বাবা জানাচ্ছেন, "অন্তিম জন্মে যারা এই জ্ঞানের পাঠ ধারণ করবে, তারাই কেবল জ্ঞানী হতে পারবে। তারপর তো স্বর্গরাজ্য স্থাপনার কার্যেই ব্যস্ত থাকবে। বাবা স্বয়ং এসে আমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তথা দেবতায় পরিণত করেন। জগতের মানুষ তো হিন্দুদেরকে খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ ইত্যাদি বানাতে পারে। কিন্তু এটা কি কখনও শুনেছো - কোনও শূদ্র-বর্ণকে তারা ব্রাহ্মণ-বর্ণে রূপান্তরিত করেছে। যা একমাত্র শিববাবাই করতে পারেন। উনিই আবার ব্রাহ্মণদের দেবতায় পরিণত করেন। প্রত্যেকেই নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা কর, শুরুতে তোমরা কোন ধর্মের আর কোন বর্ণের ছিলে? তোমাদের গুরুই বা কে ছিলেন? কি পুঁথি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে তোমরা? গুরুর থেকে কি মন্ত্র পেয়েছিলে? কোন সময়কালে শিববাবা এই ব্রহ্মার মাধ্যমে তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ-বর্ণে আনলেন? এসব প্রত্যেকেরই লিখে রাখা উচিত।" বাবা তাই বাম্বাদেরকে বলছেন, তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ কর। রাবণরূপী মায়া তোমাদের কতই না দুর্দশায় এনে ফেলেছে। যাই হোক, এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছ, এরপর দৈবী সম্প্রদায় হতে হবে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদেরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বাম্বাকে দিয়েই লেখানো উচিত, পূর্বে তারা কোন

ধর্মতে ছিল ? কার পূজা-আরাধনা করত তারা ? তাদের কোনও গুরু আছে নাকি ? এই ব্রাহ্মণ-বর্ণে তাদেরকে নিয়ে এলো কে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবাও লিখবেন, উনি পূর্বে হিন্দু ধর্মে ছিলেন, অনেক গুরুও করেছেন, অনেক পুঁথি-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছেন। তেমনি শিখ ধর্মের লোকেরা জানাবে, পূর্বে তারা শিখ ধর্মাবলম্বী ছিল। একমাত্র ভারতবাসীদেরই তাদের নিজস্ব দেবী-দেবতা ধর্ম সম্বন্ধে জানা নাই। তবে এমন নয় যে শিখ ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলবে। প্রত্যেকেই যে যার নিজে নিজ ধর্মের কথা জানিয়ই পরিচয় দেয়। তাই বাবা বলছেন, যারা শিবের ভক্ত, তারা শিবের রচিত দেবী-দেবতা ধর্মের ভক্তই হবে, তাদেরকে তা বোঝাতে হবে - তারা অবশ্যই এসব মন দিয়ে শুনবে। সত্যযুগ আর ত্রেতায় প্রতি কল্পের মতনই সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী হয়ে থাকে। যাদের চিত্র ইত্যাদি এখনও দেখা যায়। ইংরাজীতে যাকে 'ডেইটাইজম' অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের ঈশ্বরীয় যুগ বলা হয়। বাবা এখন সেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনাই করছেন। ফলে তোমরাও ব্রাহ্মণ-বর্ণ থেকে দেবী-দেবতা বর্ণে পদার্পণ করতে যাচ্ছ। ভারতবাসীরা নিজেরাই পূজ্য হয় আবার নিজেরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে পড়ে। সত্যযুগে তোমরা পূজ্য ছিলে (ত্রেতায় তোমরাই পূজারী)। বাবা বলেন, "আমি কিন্তু সদাকালেরই পূজ্য।" *তোমরা এখানে এসেছ রাজযোগ শিখতে। আগামী ২১ জন্মের জন্য শিববাবা থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা নিতে। অতএব বাবাকে সঠিক ভাবে অনুসরণ করা উচিত। তোমরা প্রকৃত ব্রহ্মা-বংশী না হতে পারলে, তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ বলাও যাবে না।* - আচ্ছা! আজ তো ভোগের দিন। ব্রাহ্মণদের ভোজন খাওয়াবার অনেক রীতি-নীতিও বাকী আছে। এর মধ্যে গুণানের কোনও ব্যাপার নেই। এটা তো গুণান-সাগর আর গুণান-গঙ্গার মিলন ক্ষেত্র। সূক্ষ্ম-বতনে যেমন দেবতাদের আর তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মেলা বসে। এতে সংশয়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাই বাবা বলছেন, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধ থেকেই মমত্ব কাটিয়ে ওঠো। কেবলমাত্র এক আমাকেই স্মরণ করলে, অস্তিম সময়ে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে। বাবা আরও বলছেন, "আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, তোমাদেরকে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছিয়ে দেব। তোমরা তো রোজই ক্লাসে জিজ্ঞাসা কর- শিববাবার সাথে সাথে তোমরাও কি প্রতিজ্ঞা করবে ? শিববাবা জানান, ওনার মতকে অনুসরণ করে চলো। *বাবার এই শ্রীমত সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ মত। শ্রীমত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। ব্রহ্মাবাবার মতেরও খ্যাতি আছে। ব্রহ্মার থেকেও ব্রহ্মার পিতা শিববাবা আরও অনেক উচ্চমানের অবশ্যই হবেন, - তাই না! * ভোজন খেতে যখন বসবে, তখনও শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। যিনি অত্যন্ত প্রিয় বাবা! মনে এমন ভাব আনবে, ওনার সাথে বসেই ভোজন করছো। এই স্মরণের কারণে প্রচুর শক্তিও পাবে তোমরা। কিন্তু তবুও বাচ্চারা বারে বারেই তা ভুলে যায়। *বর্তমান সময়ে ভারতে এখন খুবই প্রয়োজন, শিববাবার এই শ্রীমতের। যেহেতু বাবা হলেন সবারই সন্নতি দাতা। উনি আবার পতিত পাবনও - তাই না ! অতএব বাবাকে আর ওনার আশীর্বাদী-বর্ষাকে সর্বদাই স্মরণ করতে হবে।* অবশ্য মায়াও অনেক প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকবে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। গুণান তো অতি সহজ, কিন্তু যোগ যথেষ্ট পরিশ্রমের পুরুষার্থ। তাতে এক পরমাত্মার সাথে বুদ্ধিযোগে যুক্ত হতে হয়-এটাই যা কষ্টসাধ্য। *এদিক-ওদিক ভ্রমিত হওয়ার চেয়ে, একমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করাটা অনেক ভাল। এর জন্য গীতা পাঠেরও প্রয়োজন পড়ে না। যেখানে বাবা স্বয়ং এখানে আছেন।* অন্যান্য যে সব পুঁথি-শাস্ত্রাদি আছে, সবাই গীতার তুলনার তারা নিতান্তই শৈশব, বাচ্চা তুল্য। আর এদের দ্বারা তোমারা আশীর্বাদী-বর্ষাও পাও না। বেহদের সেই বর্ষা একমাত্র বেহদের বাবার থেকেই পাওয়া যায়। *আচ্ছা -*

*২ - *তোমরা বাবাকে পতিত পাবন বলে স্মরণ করে থাকো, তা হলে তো সেই পতিত-পাবন ভগবান আর রচয়িতা একজনই- তাই না! যদিও কোনও কোনও মানুষ নিজেকে ভগবান বলে থাকে, তবুও এমন তো কখনও বলে না যে, তোমরা সবাই আমার সন্তান। সে হয়তো বলে- 'ততস্বম', অথবা বলবে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী'। কিন্তু আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান, বা, যে দিকেই তাকাই

'কেবল তুমি আর তুমি'। 'পাথরের মধ্যেও তুমি'। এ রকমও বলে থাকে। কিন্তু 'তোমরা আমার সন্তান বা বাচ্চা',- এ কথা কখনও বলে না। এমন কথা কেবলমাত্র এক শিববাবাই বলে থাকেন - * "ও আমার প্রিয় ঈশ্বরীয় বাচ্চারা"। *

*৩ - * যেমম ব্যারিস্টারী, ডাক্তারি ইত্যাদি যা কিছু পড়ার জন্য বই আছে, সেরকম *লক্ষ্মী-নারায়ণও এমন হয়েছে জ্ঞানের পাঠ পড়েই। এনাদের পাঠ্য পুস্তক গীতা। তবে গীতা আসলে যাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী, তাঁরই নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। * জগতের মানুষেরা তো শিব-জয়ন্তী পর্ব পালন করে, কিন্তু শিব-ই যে গীতার জ্ঞান শুনিয়ে কৃষ্ণকে কৃষ্ণপুরীর মালিক বানিয়েছেন, এটাই কেউ জানে না।

*৪ - কৃষ্ণ স্বর্গের মালিক ছিল, কিন্তু মানুষেরা তো সেই স্বর্গকেই জানে না। এই কারণেই তারা বলে থাকে কৃষ্ণ দ্বাপরেই গীতার জ্ঞান শুনিয়ে ছিলেন। * তাই কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখানো হয়েছে, যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে, আর রাম-সীতাকে ত্রেতাতে। যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে কোনো অসুরের উপদ্রব দেখানো হয়নি। তবে কৃষ্ণের রাজ্যে কংসকে এবং রামরাজ্যে রাবণকে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত তথ্য এটাই কারও জানা নেই যে, *রাধা-কৃষ্ণই পরে লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হয়ে থাকে*। জগতের মানুষেরা একেবারেই অন্ধকারে ডুবে আছে।

*৫ - * মানুষ যখন গীতা পাঠ শুনতে থাকে, তখন তারা কৃষ্ণকেই 'ভগবান উবাচ' ভাবে। কৃষ্ণের প্রতিই সকলের ভালোবাসা আসে, আর কৃষ্ণকেই দোলনায় দুলিয়ে থাকে। কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো দোলনায় কাকে দোলানো যায় ? বাচ্চাদেরকেই দোলনায় দোলানো যায়, কিন্তু বাবাকে তো আর দোলানো সম্ভব নয়। তোমরা কি শিববাবাকে দোলনায় দোলাতে পারবে ? তিনি তো পুণঃজন্মে না আসার কারণে বালক হন না। তিনি হলেন বিন্দু স্বরূপ, তাঁকে কিভাবে দোলাতে সক্ষম হবে!

*৬ - কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার অনেকেরই হয়। কৃষ্ণের মুখে সমগ্র বিশ্বের গোলা দেখানো হয়, কারণ সত্যযুগে তিনিই এই বিশ্বের মালিক হন। * তাই মায়েরা বিশ্বরূপী মাখন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে দেখে থাকেন।

*৭ - * *গীতা জ্ঞান শোনান স্বয়ং ভগবান। তিনিই আবার ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগও শেখান। * জগতের মানুষ তো শপথে আবদ্ধ হয় এই ভেবে যে, গীতা হল কৃষ্ণ ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। তাদের কে জিজ্ঞাসা করো - 'তোমরা কি জানো কৃষ্ণ সর্বদা, সর্বত্র উপস্থিত, নাকি তিনি ঈশ্বর ?' তারা বলে, 'ভগবান সর্বত্র এবং এটাই সত্য'। যা খুবই সংশয়ের বিষয়, এর ফলে তাদের শপথও মিথ্যাতে পরিনত হয়।

*৮ - * গীতার এই জ্ঞান স্বয়ং শিববাবা শোনান। এখানে কোনও পুঁথি-শাস্ত্র ইত্যাদির প্রশ্নই নেই। এটা এমনই পাঠ। পুস্তকরূপী গীতার বইও নেই এখানে। বাবা স্বয়ং তা শোনান, আর ওনার হাতেও কোনও প্রকারের পুস্তকও থাকে না। কিন্তু তবুও এই গীতা নামকরণ এলো কিভাবে ? যতসব ধর্ম শাস্ত্র তা তো পরেই লেখা হয়েছে। *গীতা সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি। গীতার এই জ্ঞান সর্বজ্ঞ বাবা স্বয়ং পড়িয়ে থাকেন। উনি হাতে কোনও শাস্ত্রাদি নিয়ে পড়ান না। উনি বলেন, *বাচ্চারা তোমরা

আমার বীজ স্বরূপকে স্মরণ করো, তাহলেই সমগ্র সৃষ্টিরপী কল্প-বৃক্ষ তোমাদের বুদ্ধিতে স্পষ্ট এসে যাবে।*

*৯ - * গীতাই মুখ্য সার ! এই গীতার বাণীর মাধ্যমেই ভগবান ওনার জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে থাকেন। যার মধ্যে সবথেকে মূল্যবান কথা হলো স্মরণ।* তবুও বার বার তোমাদের বলতে হয় 'মনমনাভব'। তোমরা এখন সেই গীতার জ্ঞানই শুনছো। *এখন গীতার সেই অংশেরই পাঠ চলছে যেখানে বাবা অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং সেই পাঠ পড়ান।* ভগবান স্বয়ং বলছেন (ভগবান উবাচ), সেই ভগবান তো এক ও একমাত্র শিববাবাই। যিনি শান্তির সাগর, ওনার বাসস্থান শান্তিধামে, যেখানে তোমরা আত্মারাও থাকো।

*১০ - * কৃষ্ণকে তো আর 'গড-ফাদার' বা 'ঈশ্বরদেরও পিতা' বলা যায় না। আত্মারাই তা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে, 'ও গড-ফাদার', তবে তো সেটা নিরাকার ব্যাপারটাই হলো, -তাই না! নিরাকার পিতা (পরমাত্মা) সকল আত্মাদের উদ্দেশ্যেই বলেন - *"কেবল আমাকে স্মরণ কর। যেহেতু আমি একাই হলাম পতিত-পাবন, তোমরা তো আমাকে আহ্বানই করে থাকো - হে পতিত পাবন- এই বলে। কৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী। আর আমার তো কোনো শরীর নেই। যেহেতু আমি নিরাকার। আমি কোনও দেহধারী মানুষের পিতা নই, সকল আত্মাদেরই পিতা (পরমাত্মা) আমি।"*

মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের এই জীবনকে যদি কড়ি থেকে হীরায় রূপান্তরিত করতে চাও, তবে সময়কে সফল করো, তোমার অপগুণ দূর করো, খেয়ে ঘুমিয়ে সময় বয়ে যেতে দিওনা ।

প্রশ্নঃ - কোন্ নামের জন্য মানুষ সবাইকে ভগবানের রূপ মনে করে ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন, এই সময় আমি বিভিন্ন রূপ ধারণ করি, আমি বহুরূপী । আমি যখন এখানে মুরলি শুনাই তখন যে পরমধাম খালি হয়ে যায় সেরকম নয়, এই সময় আমাকে অনেক কাজ করতে হয়, অনেক সার্ভিসও । বাচ্চাদের এবং ভক্তদের সাক্ষাত্কার প্রদান করতে হয় । এইসময় আমি বহুরূপী, মানুষ এর অর্থ করে নেয় এই সব ভগবানের রূপ ।

প্রশ্নঃ- বাবার কোন্ শ্রীমত অনুসরণ করে বাচ্চারা সুযোগ্য তৈরি হয় ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন, বাচ্চারা কখনও ডিসসার্ভিস করোনা, সময় অতি মূল্যবান । শুয়ে ঘুমিয়ে একে নষ্ট করোনা । কমপক্ষে আমার জন্য আট ঘণ্টা সময় ব্যয় করো । এই শ্রীমত পালনকারী বাচ্চারাই সুযোগ্য ।

গীতঃ- তুমি নিশীথ যাপন করেছ ঘুমে, দিবস কাটালে ভোজনে....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা তোমরা জানো, আমরা সকলে বাবার সন্তান । আমাদের দেহের বাবা শারীরিক, কিন্তু আত্মার শরীর নেই, সুতরাং আত্মাদের বাবা অশরীরি । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা বেহদ সুখের উত্তরাধিকার লাভ করো বেহদের বাবার থেকে । এটা এখন শুরু হয়ে ত্রেতার শেষ পর্যন্ত চলে । তোমরা এখন পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের প্রারম্ভ (পূর্ব জন্মের অর্জিত কর্মফল) তৈরি করে নিচ্ছ । তারপরে যখন বেহদ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তোমাদের হৃদের উত্তরাধিকার শুরু হয় । এইসব গভীর রহস্য । তোমরা জানো, তোমরা অর্ধ কল্প তোমাদের হৃদের বাবার থেকে উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় এবং তোমরা বেহদের বাবাকে স্মরণ করো । আত্মার সম্বন্ধে সবাই ভাই । একমাত্র তিনি, পিতা । এটা বলাও হয়ে থাকে আত্মারা পরস্পর ভাই, পরে মনুষ্য সৃষ্টি রচিত হলে তারা ভাই-বোন হয়ে যায় । এটা নতুন রচনা । পরে পরিবার বাড়তে শুরু করে । মামা, কাকা ইত্যাদিরা পরে আসে । বাবা এই সময় রচনা রচেন । শুধু বাচ্চা আর বচ্চিরাই থাকে, অন্য কোনও সম্পর্ক নেই । এখন, তোমরা জীবনে থাকতেই ভাই আর বোন হয়ে যাও । অন্য কোনও সম্পর্কের সাথে তোমাদের যোগ নেই । এখন তোমরা নব জন্ম লাভ করেছ । তোমরা জানো, এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমরা এখন শিববংশী ব্রহ্মাকুমার -কুমারী । ব্রহ্মাকুমার- কুমারীদের অন্য কোনও সম্পর্ক থাকেনা । এই সময় সমগ্র দুনিয়া পতিত, একে পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা বলো, বাবা আমরা তোমার হয়েছি । বাবা বলেন, বাচ্চারা ! ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করে নিজেদের জীবন হীরেসম বানাতে হবে । সারাদিন শুধু খাওয়া, রাতে ঘুমানো আর বাবাকে স্মরণ না করা তোমাদের হীরকতুল্য জন্ম লাভ হতে দেবেনা । বাবা বলেন, জীবিকার্জনের জন্য কর্ম করাকালীন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল ফুলসম পবিত্র হতে হবে । তোমরা বুঝতে পারছ, তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হচ্ছ অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হচ্ছ ! মানুষের মধ্যে অনেক দোষত্রুটি

থাকে । দেবতারা পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ আর সেই কারণেই মানুষ দেবমূর্তির সামনে তাদের অপূর্ণতার কথা বলে, তুমি সর্বগুণসম্পন্ন ...আমি পাপী, অধম ! এখন বাবা বলছেন, নিজের সমস্ত আসুরিক গুণ বার করে ঈশ্বরীয় দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । বাবা নিরাকার, মনুষ্য সৃষ্টিকৰ্মী বৃক্ষের বীজরূপ । তিনি সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর । এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে তো ! এই জ্ঞান নতুন । কোনও বেদ শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই । এখন তোমরা যা কিছু শুনছ তা' পরে লোপ পেয়ে যাবে । তোমরা এখন জানো যে, আমরা আসুরিক গুণের মানুষ বাবার থেকে দৈবী গুণ ধারণ করে দেবতায় পরিণত হচ্ছি । আমাদের মাথার ওপর যে পাপের বোঝা চেপে আছে তা' বাবাকে স্মরণ করে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে । ভক্তিমাৰ্গে তারা তোমাদের বলে থাকে যে গঙ্গাস্নানে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । যাই হোক, জলে কেউ পবিত্র হতে পারবেনা । যদি এমন হতো, তবে তারা কেন পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করত ? তারা কোনকিছু বোঝেনা । সচেতন এবং অবচেতনের এই নাটকও তৈরি হয়ে আছে । এখন তোমরা কত বুঝদার হয়েছ । এখন তোমরা সারা সৃষ্টিচক্রকে জেনেছ । হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি জানাও তো সচেতনতা ! যদি তোমরা এটা না জানো, তাহলে তাকে অজ্ঞানী বলা হবে । তোমরা বাচ্চারা এখন এসব জানো । বাবা তাঁর বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দিয়েছেন, আমি তোমাদের হীরকতুল্য বানাতে এসেছি । তবে এমন হলে হবেনা যে এখানে বসে তাঁর কাছে শুনলে আর আগের মতোই পানভোজন ইত্যাদিতে লেগে রইলে । সেই লাইফ ছিল কড়িসম । দেবতাদের লাইফ হীরকসম । তাঁরা স্বর্গে সুখ ভোগ করেন । এইরকম ছবিও তো আছে, তাই না ! আগে তোমরা জানতে না যে তোমরা কত সুখী ছিলে, এখন তোমরা অসুখী হয়েছ । তোমরা জানতে না, কিভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ ! এখন আমি তোমাদের এইসব বলি । তোমরা এখন অন্যকেও বলার উপযুক্ত হয়েছ । বাবা তোমাদের সচেতন বানান, সুতরাং, তোমাদের তো অন্যদের বোঝানোই উচিত । এমন হওয়া উচিত নয় যে, ঘরে ফেরা মাত্রই তোমরা আগে যা করছিলে আবার সেইসব করতে লাগলে ! এই শিক্ষা নিয়ে তারপর অন্যকেও শেখাও । বাবার পরিচয় দিতে তোমাদের যেতে হবে । বেহদের বাবা তো সবার একই । সমস্ত ধর্মের লোকেরাই তাঁকে ডাকে, হে পরমপিতা পরমাত্মা ! অথবা হে প্রভু ! এমন কেউ নেই যে পরমাত্মাকে স্মরণ করেনা । সব ধর্মের লোকদের বাবা এক । সবাই সেই একেরই স্মরণ করে । বাবার থেকে সকলের বরসা লাভ করার অধিকার আছে । বরসা সম্বন্ধেও তোমাদের বোঝাতে হবে । বাবা কোন বরসা দেন ? মুক্তি আর জীবনমুক্তি । এখানে সবাই জীবন বন্ধনে আবদ্ধ । বাবা এসে সবাইকে রাবণের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন । এই সময় কেউ জীবনমুক্ত নয় কারণ এটা রাবণ রাজ্য । তারা দেহ-অভিমানী । দেবতারা দেহী-অভিমানী হওয়ার কারণে জানেন যে আমরা আত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ নিই । সেই সময় তাঁরা পরমাত্মাকে জানতে পারেননা । যদি পরমাত্মাকে জানতেন তবে সমগ্র সৃষ্টি চক্রকে জেনে যেতেন । একমাত্র তোমরাই ত্রিকালদর্শী । বাবা স্বয়ং এখানে বসে ব্রাহ্মণদেরই ত্রিকালদর্শী বানান । যেহেতু দেবতারা তিনকাল সম্পর্কে জানেননা সেইজন্য পরে যখন তাঁদের বংশাবলীরা আসে তাদের মধ্যেও এই জ্ঞান থাকেনা, সুতরাং অন্যদের মধ্যে এই জ্ঞান কোথা থেকে আসবে ? এই জ্ঞান দান করেন এক এবং একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা । এই সহজ রাজযোগের নলেজ আর কারও থাকতে পারেনা । দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্রও হতে হবে । সুতরাং, ডামা অনুসারে তাদের সেইসব শাস্ত্র রচনা করতে হয় । গীতা ভাগবত ইত্যাদি একইভাবে আবারও রচিত হবে । গ্রন্থও একইভাবে তৈরি হবে । দেখ গ্রন্থ আকারে এখন কত বড় হয়েছে । আগে এটা অনেক ছোট ছিল, হাতে লেখা হতো । এখন অনেক বাড়ানো হয়েছে । এখানে এটা একইরকম । যদি তোমরা এর গ্রন্থ বানাও এটা অনেক বড় হয়ে যাবে । যাই হোক, তারপরে এটা শর্ট করা হয়ে থাকে । অন্তিমে বাবা দুটো শব্দ বলেন, মনমনাভব ! আমি তোমাদের সব বেদ, শাস্ত্রের সারাংশ বোঝাই । সুতরাং,

তাদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় ; অমুক অমুক শাস্ত্রে এই-এই বলেছে । তারা কোনও ধর্মের শাস্ত্র নয় । ভারতের ধর্ম একটাই । যাই হোক, তোমরা প্রমাণ করতে পারবেনা সেইসব শাস্ত্র কোন ধর্মের ! ভারতের একমাত্র শাস্ত্র গীতা । গীতা সর্বশাস্ত্র শিরোমণি রূপে স্বরণ করা হয় । গীতার মহিমা তোমরা অ্যাক্যুরেট জেনেছ । এই গীতার মাধ্যমে বাবা এসে ভারতকে স্বর্গে রূপান্তরিত করেন । ভারতের শাস্ত্র অনেক সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয় । যাই হোক, গীতার ভগবান কে না জানার জন্য তারা মিথ্যা শপথ নেয় । এখন সেটা কারেন্ট করো ! ভগবান কখনও বলেননা তিনি সর্বব্যাপী । কোনও কোনও বাচ্চা প্রশ্ন করে, শিববাবা এখানে এসে মুরলি শোনান, তাহলে সেই সময়ে কি তিনি পরমধামে থাকেন ? বাবা বলেন, এই সময় আমাকে অনেক কাজ করতে হয় ; অনেক সার্ভিসও চলতে থাকে । আমি কত কত বাচ্চার এবং ভক্তদের সাফাতকার প্রদান করি । এই সময় আমি বহু রূপে বিরাজমান । এই শব্দের সূত্রেই মানুষ ভাবে সব রূপ ভগবানের । মায়া তাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয় । বাবা ঠিক করে সোজা করে দেন । তোমরা বাচ্চারা মুক্তিধামে যাওয়ার পুরুষার্থ করছ । তোমাদের বুদ্ধি মুক্তিধামের দিকে । কোনও মানুষ তোমাদের পুরুষার্থ করাতে পারেনা যা বাবা তোমাদের করাচ্ছেন । তোমাদের বুদ্ধিযোগ এখন ওখানে লাগাও । জীবনে থেকে এই শরীরকে নিরন্তর ভুলতে থাকো । যখন কারও মৃত্যু হয় লোকে বলে স্বর্গে চলে গেছে তবুও তারা নিরন্তর কাঁদতে থাকে । বাবার সুযোগ্য বাচ্চারা বাবার সহযোগী হয়ে সার্ভিস করে, তারা কখনও ডিসসার্ভিস করেনা । কেউ ডিসসার্ভিস করলে, সেই ডিসসার্ভিস সে নিজেরই করে । বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, এই টাইম মহামূল্যবান । ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য তোমরা উপার্জন করছ । তোমরা জানো যে, তোমরা বিশ্বের বাদশাহী লাভ করো । এটা বিশাল উপার্জন, সুতরাং, তোমাদের নিজেদের তাতে যুক্ত হওয়া উচিত । বাবাকে স্বরণ করো । যেমন তোমরা গভার্নমেন্ট সার্ভিসে আট ঘন্টা থাকো, বাবাও বলেন, আমাকেও আট ঘন্টা দাও । রাতে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করোনা । দিনরাত উপার্জন করো । এটা খুব সহজ, শুধু বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর কথা । মানুষ যখন কাজে যায়, তারা মন্দিরের পাশ দিয়ে গেলে প্রথমে মন্দিরে সামনে হাতজোড় করে প্রার্থনা করে, তারপর দোকানে বা গন্তব্যস্থলে যায় । কিন্তু ফেরার সময় আবার ভুলে যায়, ঘরের কথা মনে পড়ে যায় । সেটাও ভালো । যেমনই হোক তারা এর অর্থ কিছুই বোঝেনা । বাচ্চারা কলকাতায় তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত । সেখানে দেবী কালিকামাতাকে অনেক মান দেওয়া হয় । বাঙালিদের নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ আছে । তারা অবশ্যই ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মতস্য খাওয়ায় । বড় বড় মানুষ নিজস্ব পুকুরে মতস্য পালন করে, সুতরাং ব্রাহ্মণদেরও খাওয়াবে । এখন তোমরা প্রকৃত বৈষ্ণব হচ্ছ । প্র্যাকটিকালি তোমরা বিষ্ণুপুরী যাচ্ছ । এইরকম নয় যে সেখানে চতুর্ভুজসহ কোনও মানুষ থাকবে । লক্ষ্মী -নারায়ণকে বিষ্ণু বলা হয়ে থাকে, দুই বাছ লক্ষ্মীর এবং দুই বাছ নারায়ণের । তোমরা লক্ষ্মীর পূজা করলে বাস্তবে তা' নারায়ণের পূজা করা হয় । দুজনেই তো একত্রীকৃত, তাই না ! এই সময় মহিমা মাতাদের । জগদম্বার মহিমা করা হয় । লক্ষ্মীর নামেও গায়ন হয় । বাবা এসে মাতাদের দ্বারা সবাইকে সদগতি প্রদান করলে জগদম্বা তখন রাজরাজেশ্বরী হন । মা হলেন পূজিতা । বাস্তবে, জগদম্বা এক, তাই না ! যেমন তারা এক-শিবলিঙ্গ বানায় তেমন একইভাবে আবার ছোট ছোট সালিগ্রামও বানায় । ঠিক এইরকমই কালীমাতারও অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে, তারা যেন মায়ের সন্তান । এখন বাবা তোমাদের নিজের বানাচ্ছেন, একেই বলা হয় বলি হওয়া অর্থাৎ একের প্রতি সমর্পণ । তোমরা নিজেদের তাঁর কাছে সমর্পণ করো, ব্রহ্মার কাছে নয় । বাবা বোঝান, তোমরা অবশ্যই এখন আর টাইম ওয়েস্ট করোনা । তোমরা ব্যবসাদি করলেও যদি নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান থাকে তবে আরও বেশীর জন্য এতে কেন মাথা কুটে মরছ ! হ্যাঁ, শিববাবার যন্তে যখন দিচ্ছ, তখন

সেটা বিশ্ব সেবার্থে দেওয়ার মতো হচ্ছে। বাবা বলবেন, সেন্টার বানাও যেখানে কন্যারা মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার পথ বলে দেবে। এই পড়া কত ফার্স্টক্লাস! অনেকের কল্যাণ হবে। বাবা বলেন, কোটি কোটি উপার্জন করো, কিন্তু এমন কাজ করো যাতে ভারত পবিত্র হয়, এভার হেলদি হয়। ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার তোমরা এখন নিচ্ছ। সেখানে গরীব কেউ হয়ই না। এই সময়ের প্রারব্ধ তোমরা সেখানে লাভ করো, সুতরাং, তোমাদের কত নলেজ ধারণ করা উচিত! তোমাদের একেকটা পয়সা হীরে সমান, ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। বাকি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। যতটুকু টাকা তোমাদের বাঁচবে সার্ভিসে ব্যয় করো। এটা হলো সবচেয়ে বড় হসপিটাল। অনেক গরীব বাচ্চা বলে, আমি আট আনা দিচ্ছি বিল্ডিংয়ে একটা ইট আমার নামে গেঁথো। আমরা জানি এই থেকেই মানুষ এভার হেলদি হবে। অনেক মানুষ এখানে আসবে। এমন কু্য তৈরি হবে যা তোমরা আগে কখনও দেখনি। অতএব, তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত যে, তোমাদের রূপান্তর হচ্ছে! তোমরা কি ছিলে আর কি হতে যাচ্ছ! আমরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা নিরাকার, জ্ঞানের সাগর। এই রথে তিনি প্রবেশ করেন। বাচ্চাদের অতি ক্ষমাশীল হতে হবে, তোমাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ- স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবার দ্বারা তোমার তন, মন, ধন সফল করো। তোমার অর্থ হীরকতুল্য, ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজে লাগাও। একে ব্যর্থ হতে দিওনা।

২) ভবিষ্যতের ২১ জন্মের প্রারব্ধ তৈরি করার জন্য সময় দিনরাত উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে। সময় নষ্ট করোনা। শরীরকে ভুলে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- জ্ঞান, গুণ আর শক্তিরূপী সঞ্চিত সম্পদের দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হওয়ার অনুভবকারী সম্পত্তিবান ভব

যে সকল বাচ্চাদের কাছে জ্ঞান, গুণ আর শক্তিসম্পদ আছে তারা সদা সম্পন্ন অর্থাৎ সন্তুষ্ট থাকে, তাদের অপ্রাপ্তির লেশমাত্র থাকেনা। হদের ইচ্ছেগুলো তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে। তারা দাতা। তাদের মধ্যে হদের ইচ্ছা বা অপ্রাপ্তি কোনকিছুর উদ্ভব হয়না। যারা সবসময় কিছু না কিছু চাইছে তাদের মতো ভিক্ষুক হয়না। এইরকম সদা সম্পন্ন এবং সন্তুষ্ট বাচ্চাদেরই সম্পত্তিবান বলা হয়ে থাকে।

স্লোগান:- সদা ভালবাসায় লীন হলে মেহনতের অনুভব হবেনা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতের সাথে কখনও নিজের মতামত মিশ্রিত কোরো না। নিজের মত অনুসারে চললে নিজের ভাগ্যের দ্বারকে অবরুদ্ধ করা হবে।"

প্রশ্ন:- বাবার প্রতি বাচ্চাদের কোন আশা রাখা উচিত নয়?

উত্তর:- কোনো কোনো বাচ্চা বলে বাবা, আমার অসুখ ঠিক করে দাও, কিছু কৃপা করো। কিন্তু বাবা বলেন, এইগুলো তো তোমাদের পুরাতন অঙ্গ। কমবেশি সমস্যা তো হবেই, এতে বাবা কি করবেন। কেউ মরে গেলে কিংবা কেউ দেউলিয়া হয়ে গেলে বাবার কাছে কেন কৃপা প্রার্থনা কর? এইসব তো তোমাদেরই হিসাবপত্র। তবে যোগবলের দ্বারা তোমাদের আয়ু বাড়তে পারে। যতটা সম্ভব যোগবলের প্রয়োগ কর।

গীত:- তোমার নিশিথ কেটেছে শয়নে, দিবস কেটেছে ভোজনে.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে তো ওম্ শান্তি কথার অর্থ বলা হয়েছে। ওম্ শব্দের অর্থ ভগবান নয়। ওম্ অর্থাৎ অহম, যার অর্থ আমি। আমি কে? এইগুলো আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বাবাও বলেন যে আমি হলাম আত্মা। কিন্তু আমি পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। তিনি হলেন পরমধামের নিবাসী পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি বলেন, আমি এই শরীরের মালিক নই। এটা বোঝার ব্যাপার যে আমি কিভাবে রচয়িতা, নির্দেশক আবার অভিনেতা। আমি অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতা। সত্যযুগের রচনা করে কলিযুগের বিনাশ তো অবশ্যই করাতে হবে। আমি করন করাবনহার, তাই আমিই করাই। এটা কে বলছেন? পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি বলছেন, আমি হলাম ব্রহ্মান্ডের মালিক। তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার সাথে থাকো তখন তোমরাও ব্রহ্মান্ডের মালিক হও। ওই স্থানকে মিষ্টি ঘরও বলা হয়। নতুন দুনিয়া রচনা করার সময়ে প্রথমে ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয় যারা পরে দেবতা হয় এবং পুরো ৮৪ জন্ম নেয়। শিববাবা হলেন চিরপূজনীয়। আত্মাদেরকে ৮৪ জন্ম তো নিতেই হবে। কিন্তু ৮৪ লক্ষ জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। বাবা বলছেন, তোমরা নিজের জন্মকেই জানোনা, আমি তোমাদেরকে বলে দিই। ৮৪ চক্র বলা হয়, ৮৪ লাখ তো বলা হয়না। এই চক্রকে স্মরণ করে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। বাবা এখন বলছেন একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। দেহ এবং দেহের সর্ব সস্বন্ধকে ভুলে যাও। এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। এই কথাটা যতক্ষণ না বুদ্ধিতে আসছে ততক্ষণ সে বুঝতে পারবে না। এটা হল পুরাতন শরীর এবং পুরাতন দুনিয়া। এই দেহ তো বিনাশ হয়ে যাবে। এইরকম কথা প্রচলিত আছে যে কেউ মারা গেলে তার কাছে জগৎও মৃত হয়ে যায়। এইটা হল পুরুষার্থ করার জন্য খুব ক্ষুদ্র সঙ্গমযুগ। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, বাবা এই জ্ঞান কতদিন পর্যন্ত চলবে? যতক্ষণ না ভবিষ্যতের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, ততক্ষণ এই জ্ঞান শুনতেই থাকবে। পরীক্ষা শেষ হলে নতুন দুনিয়াতে স্থানান্তরিত হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত শরীরে কিছু না কিছু হতেই থাকবে। এইসব শারীরিক ভোগও একপ্রকার কর্মভোগ। এই শরীর বাবার কতই না প্রিয়। কিন্তু তাও কাশি ইত্যাদি হলে বাবা বলেন তোমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুরাতন হয়ে গেছে, তাই সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাবা সাহায্য করবেন - এইরকম আশা করা উচিত নয়। কেউ দেউলিয়া হয়ে গেলে কিংবা অসুস্থ হলে বাবা বলবেন এইসব তোমাদেরই হিসাবপত্র। তবে যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পাবে। এতে তোমাদেরই লাভ। নিজে পরিশ্রম কর, কৃপা প্রার্থনা করোনা। বাবার স্মরণে থাকলেই কল্যাণ হবে।

যতটা সম্ভব যোগবলের প্রয়োগ কর। গায়ন করে - আমাকে তোমার নয়নে লুকিয়ে রেখো। প্রিয় কাউকে নয়নমণি কিংবা প্রাণপ্রিয় বলা হয়। এই বাবা তো খুবই প্রিয় কিন্তু তিনি গুপ্ত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসা থাকেনা। নাহলে তাঁর জন্য এত ভালোবাসা থাকা উচিত যে বলে বোঝানো যাবেনা। বাবা তো বাচ্চাদেরকে তাঁর নয়নে লুকিয়ে নেন। কিন্তু সেটা কোনো শারীরিক চোখ নয়। এটা তো বুদ্ধির দ্বারা স্মরণে রাখতে হবে যে কে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন? প্রিয়তম নিরাকার বাবা। পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর এইসব তো তাঁরই মহিমা। তাকেই আবার সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তাহলে তো প্রত্যেক মানুষই জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হয়ে যাবে। কিন্তু না, প্রত্যেক আত্মাই অবিনাশী ভূমিকা পেয়েছে। এইসব খুবই গুপ্ত কথা। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। পারলৌকিক পিতা স্বর্গের রচনা করেন। সত্যযুগের সত্যভূমিতে দেবী দেবতাদের রাজ্য হয়। বাবা সেই নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। কিভাবে রচনা করেন সেটা তোমরা বাচ্চারা জানো। তিনি বলেন, আমি পতিতদেরকে পবিত্র করতেই আসি। তাহলে তো পতিত দুনিয়াতে এসেই পবিত্র করতে হবে। গায়নও করে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। ব্রহ্মার মুখের দ্বারাই জ্ঞান শোনান, শ্রেষ্ঠ কর্ম সেখান। তিনি বলেন, আমি বাচ্চাদেরকে এমন কর্ম শেখাই যার ফলে ওখানে তোমাদের কোনো কর্মই বিকর্ম হবেনা। ওখানে মায়া নেই, তাই তোমাদের সকল কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। এখানে মায়া আছে বলে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। মায়ার রাজ্যে যা কিছু করবে সব উল্টোপাল্টাই করবে। বাবা বলছেন, এখন আমার কাছ থেকে তোমরা সবকিছু জানতে পারছ। দুনিয়ার লোক সাধনা ইত্যাদি করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। অনেক রকমের হঠযোগ ইত্যাদি শেখায়। এখানে তো কেবল এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মুখে শিব শিব বলারও দরকার নেই। এটা হল বুদ্ধির যাত্রা। যত স্মরণ করবে তত রুদ্রমালার মালার দানা হবে অর্থাৎ বাবার নিকটে আসবে। শিববাবার গলার মালা হওয়া কিংবা রুদ্রমালাতে তাঁর নিকটে আসা - এর জন্যই প্রতিযোগিতা। যদি তালিকা (চার্ট) রাখা তাহলে অস্তিমে সুমতি এবং গতি হয়ে যাবে। এমন অবস্থা হতে হবে যাতে দেহও স্মরণে না আসে। বাবা বলছেন, এখন তোমরা হীরেতুল্য জন্ম পেয়েছ। অতএব, হে আমার প্রিয় নিদ্রাজিৎ বাচ্চারা, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা আমার স্মরণে থাক। এখনও সেইরকম অবস্থা আসেনি। আমরা সারাদিনে কতক্ষণ স্মরণের যাত্রাতে থাকি তার তালিকা (চার্ট) তৈরি কর। কোথাও থেমে যাচ্ছি না তো। বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকারও স্মরণে থাকবে। এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। এতে প্রথম হল বাবার স্থাপন করা স্বর্গের দেবী-দেবতা ধর্ম। বাবা রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে এই জ্ঞান শাস্ত্রে কোথা থেকে আসবে? রামায়ণ ইত্যাদি মহাকাব্য তো পরে বানিয়েছে। এখন সমগ্র দুনিয়াটাই হল লক্ষ্য। এখানে তো রাবণের রাজ্য। বাঁদরের মত মানুষকে পবিত্র এবং মন্দিরের যোগ্য বানিয়ে তিনি রাবণ রাজ্যকে বিনাশ করে দেন। সদগতি দাতা বাবা জ্ঞান দেন সদগতির জন্য। তিনি অস্তিমেই সদগতি করেন। তিনি এখন বলছেন, সবাইকে ছেড়ে কেবল আমার কথাই শোনো। প্রথমে এইটা নিশ্চয় হতে হবে যে আমি কে? আমি তোমাদের বাবা। আমি পুনরায় তোমাদেরকে সকল বেদ শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছি। বাবা সামনে বসে এই জ্ঞান দিচ্ছেন। এরপরে তো বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর দ্বাপরযুগে যখন আবার তাঁকে খুঁজবে তখন এই গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রই আবার পাওয়া যাবে। তাই তো আমি এসে পুনরায় সকল শাস্ত্রের সারকথা শোনাই। সেইটারই পুনরাবৃত্তি হবে। কেউ কেউ এই পুনরাবৃত্তিকে মানে, আবার কেউ অন্য কথা বলে। অনেক মতামত আছে। বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল তো তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো, আর কেউ জানেনা। ওরা তো কল্পের আয়ুকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কিন্তু অনেকে এটাও বলে যে মহাভারতের যুদ্ধ ৫০০০ বছর আগে হয়েছিল। এটা সেই যুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি। তাহলে অবশ্যই গীতার

ভগবানও থাকবেন। যদি তিনি কৃষ্ণ হন তাহলে তো তাকে সেইরকম ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুটধারী হতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণ তো কেবল সত্যযুগেই থাকবে। এখানে তো সে থাকবেনা। তার দ্বিতীয় জন্মতেও সম্পূর্ণ কলা থাকেনা। ১৬ কলা থেকে যখন ১৪ কলা হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক জন্মতেই কিছু না কিছু পার্থক্য তো থাকবে, তাই না? এইরকম ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুটধারী তো অনেকেই আছে। যে কৃষ্ণ ১৬ কলা সম্পূর্ণ প্রথম দেবতা ছিল, তার পরবর্তী জন্ম থেকেই একটু একটু করে কলা কমতে থাকবে। এইসব হল খুব গুপ্ত কথা। বাবা বলেন, এমন নয় যে ঘুরে ফিরে কিংবা ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করবে। এটাই হল উপার্জনের সময়। যার অনেক সম্পত্তি আছে সে মনে করে আমার কাছে তো এটাই স্বর্গ। বাবা বলেন, এই স্বর্গের জন্য তোমাদেরকে অভিনন্দন। বাবা তো গরীব নেওয়াজ। গরীবদেরই দান দেওয়া হয়। গরীবরা সহজেই সমর্পিত হয়ে যায়। তবে কয়েকজন ধনীও উঠে আসে। এইসব খুব বোঝার ব্যাপার। দেহের ভানও ত্যাগ করতে হবে। এই দুনিয়াটাই বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর আমরা বাবার কাছে চলে যাব। সমগ্র দুনিয়া নতুন হয়ে যাবে। কেউ কেউ তো অগ্রিম যাত্রা করবে। শ্রীকৃষ্ণের মা বাবাও তো অগ্রিম যাত্রা করবে, যারা পরে কৃষ্ণকে পালন করবে। কৃষ্ণের সময় থেকেই সত্যযুগের সূচনা হয়। এইসব খুবই গুপ্ত কথা। এটা তো খুবই বোঝার ব্যাপার যে কারা মাতা-পিতা হবে। কে দ্বিতীয় নম্বরে আসার যোগ্য হবে। সেবা করা দেখেও সেটা তোমরা বুঝতে পার। ভাগ্যে থাকলে কেউ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। এইরকম হচ্ছেও। যারা পরে এসেছে তারা খুব ভালো সেবা করছে। তোমরা বাচ্চারা হলে রূপ বসন্ত। বাবাকেও বসন্ত বলা হয়। তিনি তো তারার মত, এত বড় নন। পরমাত্মা মানে পরম আত্মা। আত্মার রূপ বড় নয়। কিন্তু মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয়ে যায় তাই বড় রূপ দেখায়। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা। তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। ব্রহ্মাও ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হয়ে যান। এছাড়া আর কোনো চিত্র নেই। বিষ্ণুর দুই রূপ হল লক্ষ্মী নারায়ণ। শঙ্করের ভূমিকা কেবল সূক্ষ্মবতনেই। সে এই স্থূল সৃষ্টিতে এসে অভিনয়ও করে না আর কোনও পার্বতীকে অমরকথাও শোনায় না। এইসব হল ভক্তিমার্গের গল্প। এইসব শাস্ত্র আবার তৈরি হবে। আটাতে নুনের মত এইসব শাস্ত্রতে খুব সামান্যই সত্যিকথা আছে। যেরকম শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা কথাটা ঠিক। কিন্তু তারপরে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে দেয়। এটা তো একেবারে ভুল। দেবতাদের মহিমা আলাদা। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। যাঁকে সকলেই স্মরণ করে তাঁর মহিমা আলাদা হবে। সবাই এক কিভাবে হবে? সর্বব্যাপী কথাটার কোনও অর্থই হয়না। তোমরা হলে রুহানি উদ্ধারকারী সেনাদল। কিন্তু তোমরা গুপ্ত। স্থূল অস্ত্র তো থাকবে না। এখানে জ্ঞানবাণ, জ্ঞানকাটারির ব্যাপার। পবিত্র হওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বাবার কাছে পুরো প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা, আমি পবিত্র হয়ে স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। সন্তানরাই উত্তরাধিকার পায়। বাবা এসে আশীর্বাদ করেন। মায়ারূপী রাবণ তো অভিসম্পাত করে। তাই এই প্রিয়তম বাবার সাথে কতই না ভালোবাসা থাকা উচিত। তিনি নিষ্কাম ভাবে বাচ্চাদের সেবা করেন। পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসে তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে হীরেতুল্য বানিয়ে নিজে নির্বাণধামে চলে যান। এইসময়ে তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, তাই বাবা এসেছেন। জ্যোতি জেগে গেলে সবাই মিষ্টি হয়ে যায়। বাবার মত মিষ্টি হতে হবে। গায়ন করে - কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয় ভোলা ভগবান শিব। বাবা কত নিরহংকারী হয়ে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করছেন। এর পরিবর্তে তোমাদেরকেও এত সেবা করতে হবে। এই হাসপাতাল তথা বিশ্ববিদ্যালয় তো ঘরে ঘরে থাকা উচিত। যেমন ঘরে ঘরে মন্দির বানায়। শ্রীমৎ অনুসারে চলে তোমরা কন্যারা ২১ জন্মের জন্য শরীর এবং সম্পত্তি দিচ্ছ। পুত্রদেরকেও শ্রীমৎ অনুসারে চলতে

হবে। কোনও ক্ষেত্রে যদি নিজের মত চালাও তাহলে ভাগ্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাউকে দুঃখ দিওনা। হৃদয়ের সিংহাসনে বসার মত পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে। বাবার কাছ থেকে যেসব সেবা নিচ্ছ, অন্তর থেকে তার প্রতিদান দিতে হবে। খুব মিষ্টি হতে হবে।

২) ঘুরে ফিরে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শিববাবার গলার মালা হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। দেহও যেন স্মরণে না আসে..... এইরকম অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- পরমাত্মা চিন্তনের আধারে সর্বদা চিন্তামুক্ত থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি এবং নিশ্চিন্ত হও।

দুনিয়ার মানুষের প্রতি পদক্ষেপেই চিন্তা কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রত্যেক সংকল্পতে পরমাত্মা চিন্তন। তাই তোমরা চিন্তামুক্ত। করন করাবনহার করাচ্ছেন আর তোমরা নিমিত্ত হয়ে করছ। প্রত্যেকের সহযোগ রূপী অঙ্গুলি থাকার জন্য সকল কাজই সহজ এবং সফল হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এবং চলবেও। যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন, আমাদেরকে কেবল নিমিত্ত হয়ে শরীর মন এবং সম্পত্তি সফল করতে হবে। এটাই হল চিন্তামুক্ত নিশ্চিন্ত অবস্থা।

স্লোগান:- সর্বদা সন্তুষ্টতার অনুভব করতে হলে সকলের আশীর্বাদ নিতে থাক।

সত্যিকারের বৈষ্ণব অর্থাৎ সর্বদাগুণ-গ্রাহী

আজ বাপদাদা মালা গাঁথছিলেন । কোন্ মালাটি ? প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণের মালা গাঁথছিলেন --- কেননা বাপদাদা জানেন যে শ্রেষ্ঠ পিতার প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সন্তানের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে । নিজের নিজের গুণের আধারে সঙ্গমযুগে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ প্রাপ্ত করছে । বাপদাদা আজ বিশেষভাবে পেয়াদা গ্রুপ অর্থাৎ পদচারী সৈনিক গ্রুপের গুণ দেখছিলেন । যদিও পুরুষার্থের বিষয়ে লাস্ট গ্রুপ বলা হবে কিন্তু তাদের মধ্যেও বিশেষ গুণ নিশ্চয়ই আছে আর সেই বিশেষ গুণ-ই হল ঐ আত্মাদের বাবার আপন হওয়ার বিশেষ আধার । তাই বাপদাদা প্রথম নম্বর থেকে শেষ নম্বরের গভীরতায় যাচ্ছেন না । কিন্তু শেষের নম্বর থেকে প্রথম নম্বর পর্যন্ত গুণ দেখছেন । একেবারে শেষ নম্বরেও গুণবান আত্মাই রয়েছেন । পরমাত্মা-সন্তান আর কোনো গুণ থাকবেনা , সেতো হতে পারেনা । সেই বিশেষ গুণের আধারেই ব্রাহ্মণ জন্মে জীবনযাপন করছে অর্থাৎ জীবিত রয়েছে । ড্রামা অনুযায়ী সেই বিশেষ গুণটি-ই উঁচু থেকে উঁচু বাবার সন্তান করেছে । সেই গুণের আধারেই প্রভু-পছন্দ রূপে পরিণত হয়েছে , তাই গুণের মালা গাঁথছিলেন । তেমনই প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মার গুণ দেখলে শ্রেষ্ঠ আত্মা রূপের ভাব সহজে এবং স্বতঃই অনুভব হবে কারণ গুণ-ই হল শ্রেষ্ঠ আত্মার মূখ্য আধার । অনেক আত্মারা গুণের বিষয়ে অবগত থাকা সত্ত্বেও জন্ম- জন্মান্তরের আবর্জনা দেখতে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন গুণ না দেখে কেবল অবগুণ-ই দেখে । কিন্তু অবগুণ দেখা , অবগুণ ধারণ করা এমনই একটি ভুল যেন স্থূল রূপে অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করা । স্থূল রূপে যদি কেউ অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করে তবে ভুল অনুভব হয় কিনা । লিখে দাও যে ভোজন গ্রহণের ধারণায় দুর্বলতা আছে । তো ভুল বুঝতে পারো তাইনা ! ঠিক সেইরকম যদি কোনো আত্মার অবগুণ বা অক্ষমতা নিজের মধ্যে ধারণ করে নাও তাহলে বুঝবে যে অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করেছে । সত্য বৈষ্ণব নয় , বিষ্ণু-বংশী নয় , কিন্তু রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী হয়ে যাবে তাই সর্বদা গুণ-গ্রাহী স্বরূপে গুণ-মূর্ত হও ।

বাপদাদা আজ বাচ্চাদের চতুরতার খেলা দেখছিলেন । স্মরণে আসছে তাইনা --- নিজেদের খেলা ! সবচেয়ে বড় কথা হল অন্যদের অবগুণ দেখা , জানা আর এইরূপে নিজেকে খুব চালাক ভেবে নেওয়া , নলেজফুল ভেবে নেওয়া । কিন্তু জ্ঞাত হওয়া অর্থাৎ পরিবর্তন হওয়া । যদিওবা জেনেছ , কিছু মূহূর্তের জন্যে নলেজফুলও হয়েছ , কিন্তু নলেজফুল হয়ে কি করেছে ? নলেজকে লাইট আর মাইট বলা হয় , জেনে নিয়েছ যে এইটি হল অবগুণ কিন্তু নলেজের শক্তি দ্বারা নিজের এবং অন্যের অবগুণ গুলি ভস্ম করেছে ? পরিবর্তন করেছে ? পরিবর্তিত হয়েছ বা পরিবর্তন করেছে কিংবা প্রতিশোধ নিয়েছ ? যদি নলেজের লাইট মাইট কাজেই না লাগিয়েছ তবে কি তাকে সজ্ঞান বলা যাবে , নলেজফুল বলা যাবে ? নলেজের লাইট মাইট কাজে লাগানোর পদ্ধতি না জানা মানে তেমনই হল যেন দ্বাপরযুগী শাস্ত্রবিদ - দেব শাস্ত্র-জ্ঞান । এমন জ্ঞানী হওয়ার চেয়ে অবগুণের অজ্ঞানীরা অনেক ভাল । ব্রাহ্মণ পরিবারে নিজেদের মধ্যে এমন আত্মাদের কৌতুক করে মূর্খ ভেবে নেওয়া হয় । নিজেদের মধ্যে বলো কিনা যে তুমি তো মূর্খ , কিছুই জ্ঞান নেই । কিন্তু এই বিষয়ে মূর্খ হওয়া ভাল । না-ই অবগুণ দেখবে , না-ই ধারণ করবে , না-ই বানী দ্বারা বর্ণনা করে পরচিন্তনের সূচিতে নিজের নাম রাখবে । অবগুণ তো হল আবর্জনা, তাইনা । যদি দেখছ তবে মাস্টার জ্ঞান - সূর্য

রূপে আবর্জনা ভস্ম করার শক্তি আছে , তাহলে শুভ-চিন্তক হও। বুদ্ধিতে একটুও আবর্জনা থাকলে শুদ্ধ বাবার স্মরণে বুদ্ধি টিকবেনা। প্রাপ্তি করাও হবেনা । আবর্জনা ধারণে অভ্যস্ত হয়ে গেলে না চাইতেও বুদ্ধি বারবার সেই আবর্জনার দিকেই যাবে। ফলে পরিণতি কি হবে ? সেইটি-ই ন্যাচারাল সংস্কার হয়ে যাবে। সেই সংস্কার পরিবর্তনে পরিশ্রম আর সময় দুই-ই লেগে যাবে। অন্যদের অবগুণ বর্ণনা করা অর্থাৎ নিজেও পরচিন্তনের অবগুণে বশীভূত হওয়া । কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারোনা যে - অন্যের অক্ষমতার বর্ণনা করা মানে নিজের সমায়িত করার বিশেষ শক্তির দুর্বলতাকে প্রত্যক্ষ করা। কোনও আত্মাকে সর্বদা গুণ-মূর্ত হয়ে দেখো। যদি কারো কোনো কমজোরী আছে , মর্যাদার বিপরীতে কার্যকলাপও আছে তবে বাপদাদার দ্বারা নির্ধারিত নিমিত্ত সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে এসো। নিজেই উকিল এবং জাজসাহেব হয়ে যেওনা। ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক ভুলে জজ - উকিল হয়ে যাও তাই ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি স্থির থাকেনা । কেস জমা করার নিষেধ নেই কিন্তু ভেজাল বা মিস্রচার এবং অসাধুতা কোরোনা । যতখানি সম্ভব শুভ-ভাবনা দ্বারা ইংগিত করবে। না-ই নিজের মনে রাখবে আর না-ই অন্যের মনমনাভবের পুরুষার্থে বিঘ্ন স্বরূপ হবে। তাহলে চতুরতার কি খেলা করো ? যে কথাটি সমায়িত করার দরকার সেইটি বিস্মৃত করে দাও আর যে কথাটি বিস্মৃত করা দরকার সেইটি সমায়িত করে দাও এই বলে যে এই কথাটি তো সবার মধ্যেই রয়েছে । সুতরাং নিজেকে সর্বদা অশুদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। মন্ডাতে হোক বা বানীতে , কর্মে অথবা সম্বন্ধ - সম্পর্কে অশুদ্ধির উপস্থিতি , সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে দেবে। সময় পার হয়ে যাবে। তারপর " পাওনা ছিল " এই লিস্টে নাম থাকবে। প্রাপ্তি স্বরূপের লিস্টে নাম থাকবে না। সর্ব খাজানার মালিকের সন্তান হয়ে অপ্রাপ্তি আত্মাদের লিস্টে নাম থাকলে , ভাল লাগবে ? তাই নিজের প্রাপ্তির পুরুষার্থে মন দাও। শুভচিন্তক হও। কোনো রকমের বিকারের বশীভূত হয়ে নিজের চতুরতা দেখিওনা। এই ভ্রষ্ট চতুরতা অল্পকালের জন্যে নিজেকে আনন্দ দেবে বা সঙ্গী-সাথীরাও তোমার চতুরতার গুণগান করবে কিন্তু কর্মের গতির কথাও স্মরণে রেখো। ভ্রষ্ট চতুরতা একদিন উল্টো করে ঝুলিয়ে দেবে। এখন অল্পকালের জন্যে কাজ সম্পন্ন করতে চতুরতা দেখাবে, সেই কাজ সম্পন্ন করার পরিবর্তে ততখানি চিংকার করতে হবে। অনেকে এমন চতুরতা দেখায় যেন বাপদাদা , দিদি , দাদি সকলকেই চালিয়ে নেবে। এইরকম সব উপায় জানে তারা। অল্পকালের দ্রান্ত প্রাপ্তির জন্যে রাজি করে নেবে , কাজ চালিয়ে নেবে কিন্তু প্রাপ্তি কতখানি হল আর কি কি খোয়া গেল । দুই তিন বছরের জন্যে নাম অর্জন করলে কিন্তু অনেক জন্মের জন্যে শ্রেষ্ঠ পদ থেকে নিজের অধিকার হারালে। তাহলে লাভ হল নাকি ক্ষতি হল ?

আরও চতুরতার কাহিনী শোনাই ? এমন সময়ে আবার জ্ঞানের পয়েন্ট ব্যবহার করে যে এখন প্রত্যক্ষ ফল তো প্রাপ্ত করো ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষফল হল সদাকালের অতীন্দ্রিয় সুখের , অল্পকালের নয়। যতই প্রত্যক্ষফল প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ করুক কিন্তু অল্পকালের সুনামে আর খুশীর অনুভূতির সাথে মাঝে মধ্যে তারা অসন্তুষ্টতার কাঁটা যুক্ত ফল অবশ্যই খেতে থাকবে। মনের প্রসন্নভাব বা সন্তুষ্টতার অনুভব করতে পারবেনা তাই এমন অবনমন কলার কারসাজি কোরোনা । বাপদাদার এমন আত্মাদের প্রতি করুণা হয় --- কি রূপে পরিণত হতে এসে কি রূপে পরিণত হচ্ছে ! সর্বদা এই লক্ষ্য রাখো , আমি যে কর্ম করছি , সেইটি কি প্রভু-পছন্দ কর্ম হল ? বাবা তোমাদের পছন্দ করেছেন তাই বাচ্চাদের কর্তব্য হল প্রতিটি কর্ম বাবার পছন্দ অনুরূপ , প্রভু-পছন্দ অনুরূপ করা। যেমন বাবা গুণ-মালা গলায় পরিয়ে দেন তেমনই গুণ-মালা পরো , নুড়ি-পাথরের মালা পরবেনা। রঞ্জের মালা পরো। আচ্ছা --

এমনই সর্বদা গুণ মূর্ত সদা প্রভু-পছন্দ , সর্বদা সত্য বৈষ্ণব , বিষ্ণুর রাজ্যের অধিকারী , সর্বদা শুভ ভাবনা দ্বারা ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে সহজেই স্থির হয় , সর্বদা গুণ-গ্রাহী দৃষ্টি যুক্ত , সর্বদা বাবার সম স্বরূপধারী এমন নিকটের রত্নদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

পাটিদের সঙ্গে

১ উঁচু থেকে উঁচু বাবার বাচ্চারা মাটিতে খেলা না করে অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকো

সর্বদা নিজেকে সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ অনুভব করো ? প্রাপ্তি স্বরূপ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলায়মান থাকা। সর্বদা এক বাবা অন্য কেউ নয় এমন সঙ্গে অনুভব করবে। যখন বাবা সর্ব সম্বন্ধের আধারে আপন করেছেন তখন সর্বদা বাবার সঙ্গে চাই তাইনা ! যতই বিষম পরিস্থিতি হোক , পাহাড় সম পরিস্থিতি হোক কিন্তু তোমরা বাবার সঙ্গে উপরে উড়তে থাকো তাহলে কোথাও বাধার সম্মুখীন হবেনা । যেমন অ্যারোপ্লেনকে পাহাড় আটকাতে পারেনা , পাহাড়ে চড়তে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু যে উড়তে পারে সে সহজেই পার করে নেয়। এইরকম যেকোনো বিষম পরিস্থিতিতে , বাবার সঙ্গে উড়লে সেকেন্ডের মধ্যে পার হয়ে যাবে। কখনও দোলনা থেকে নীচে নামবেনা , তাহলেই মলিন হয়ে যাবে। মলিন হয়ে গেলে , বাবার সঙ্গে মিলন করবে কিভাবে । বহুকাল বিচ্ছিন্ন থেকে এখন মেলায় মিলন করতে এসে মলিন কিভাবে হবে। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে কুল-দীপক , নম্বরওয়ান বাচ্চা রূপে দেখতে চান। যদি বারবার মলিন হবে তবেতো স্বচ্ছ হতে অনেক সময় নষ্ট হবে তাই সর্বদা মেলায় মিলনে উপস্থিত থাকো। মাটিতে কদম কেন রাখো ! এত শ্রেষ্ঠ বাবার সন্তান হয়ে মলিন , কেউ বিশ্বাস করবে যে এরা হল উঁচু শ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান তাইজন্য বিগতকে সমাপ্ত করো । যে পরবর্তী সেকেন্ড বিগত হল সেইটি সমাপ্ত । কোনোরকমের বিভ্রান্তিতে জড়িয়োনা । স্ব-চিন্তন করো , পর-চিন্তন শুনোনা , কোরোনা , এই কর্ম-ই মলিন করে। এখন থেকেই প্রশ্ন-চিহ্ন সমাপ্ত করে বিন্দু লাগিয়ে দাও। বিন্দু রূপে বিন্দু পিতার সঙ্গে উড়ে যাও। আচ্ছা !

২ অবসরপ্রাপ্ত আত্মাদের সেবা সময় নিয়ে করো তাহলেই সফল হবে :--

বাণপ্রস্তু অর্থাৎ যারা সর্বদা ফুরসতে রয়েছেন , যারা রিটায়ার হয়েছেন , তাদের সেবা করতে একটু পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে --- তারা কেবল আমন্ত্রণ কার্ড দিলেই আসবেননা। ফুরসতে অবস্থিত আত্মাদের সেবাও যথেষ্ট সময় দিয়ে করতে হবে কারণ তারা বাণপ্রস্তু হওয়ার দরুন নিজেদের অনুভবী ভাবে। তাদের অনুভবী হওয়ার অভিমান থাকে তাইজন্য তাদের সেবা করতে বেশী সময় দিতে হবে এবং মিত্রতা বা স্নেহ-মিলনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। বোঝানোর চেষ্টা করবেনা। মিত্রতার আধারে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। এমন করে বলবেনা যে আপনারা এই কথাটি জানেন না , আমরা জানি। অনুভবের দেওয়া - নেওয়া করবে । তাদের কথা শুনবে তাহলে তারা ভাববে যে এরা আমাদের সম্মান দিচ্ছে । কাউকে কাছে টানতে হলে তাদের বিশেষত্বের বর্ণনা করো তারপর তাদের নিজের অনুভব শুনিয়ে নিকটে নিয়ে এসো। যদি বলো কোর্স করো , জ্ঞান শোনো তো

শুনবেনা তাইজন্য অনুভব শোনাও । বাপদাদাকে এখন বাণপ্রস্থি আত্মাদের পুষ্পগুচ্ছ উপহার দাও। তাদের মিত্র রূপে সহযোগী করে এখানে আমন্ত্রণ জানাও।

৩ বিনীত(নির্মান) হও তবেই নব নির্মাণের কর্তব্য অগ্রসর হবে :--

সর্বদা নিজেকে সেবার নিমিত্ত স্বরূপে সেবার শৃঙ্গার ভেবে চলো ? সেবাধারীর মুখ্য বিশেষত্ব-টি কি ? সেবাধারী অর্থাৎ নির্মাণকারী বা নির্মাতা সদা নির্মান বা বিনীত । নির্মাতা হওয়া এবং বিনীত থাকা । এই সেবায় সফলতার সাধন হল বিনীত ভাব । বিনীত হলেই সেবায় সর্বদা হাঙ্কা থাকবে। বিনীত নাহলে , মান-সম্মানের ইচ্ছা থাকলে সেটি বোঝা হয়ে যাবে। যারা বোঝা বা ভার নিয়ে চলে তারা সর্বদা থামবে। তীব্র বেগে যেতে পারবেনা তাইজন্য নির্মান অর্থাৎ বিনীত হওয়ার লক্ষণ হল হাঙ্কাভাব । যদি কোনোরকম ভার অনুভব হয় তবে বুঝবে নির্মান নয় বা বিনীত নয়।

৪ - সত্যিকারের রুহানী সেবাধারী অর্থাৎ সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি একমাত্র বাবার কাছে করতে এবং করতে পারে :--

সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে , বাবা সদা সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন , এমন অনুভব হয় ? তোমার সাথেই থাই , তোমার সাথেই বসি , তোমাকেই শুনি এই অনুভব হয় তাইনা ? বাবা-ই হলেন সাক্ষা মিত্র (true friend) তাহলে অন্যদের সঙ্গে মিত্রতা করার প্রয়োজন-ই নেই । যে সম্বন্ধ চাই সেই সম্বন্ধের আধারে বাপদাদা সর্বদা সম্মুখে উপস্থিত আছেন। সুতরাং শিক্ষক অর্থাৎ যে আত্মা সর্ব সম্বন্ধের রসাস্বাদন এক বাবার সঙ্গে করতে পারে । একেই বলা হয় সত্যিকারের সেবাধারী । নিজের মধ্যে থাকলে অন্যদেরও সেই অনুভূতি করতে পারবে। যদি নিমিত্ত স্বরূপ আত্মাদের কোনো রসনা তৃপ্তি হয়নি তবে যে আত্মারা নতুন আসবে তাদের মধ্যেও সেই তৃপ্তির অনুভূতির অভাব থাকবে। তাই সর্ব রসনার অনুভব করো এবং করাও। আচ্ছা । ওমশান্তি ।

বরদান :- জ্ঞানের খাজানা দ্বারা মুক্তি -জীবনমুক্তির অনুভবকারী সর্ব বন্ধনমুক্ত হও (ভব)।

ব্যখ্যা :- জ্ঞান রঞ্জের খাজানা হল সর্বশ্রেষ্ঠ খাজানা , এই খাজানা দ্বারা এই সময়েই মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভূতি করতে পারো। জ্ঞানী তুমি আত্মা হয় সে , যে দুঃখ অশান্তির সব কারণগুলি সমাপ্ত করে বিভিন্ন বন্ধনের জাল কেটে মুক্তি বা জীবনমুক্তির অনুভব ক'রে। অনেক ব্যর্থ সংকল্প থেকে , বিকল্প থেকে আর বিকর্ম থেকে সর্বদা মুক্ত থাকা --- এই হল মুক্ত - জীবনমুক্ত অবস্থা।

স্লোগান :- বিশ্ব পরিবর্তক হল সেই আত্মা যে নিজের , শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করে দেয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবার শ্রীমত অনুসরণ করে চললে শ্রেষ্ঠ হবে, বাবণের কর্তৃত্বে চললে সমস্ত মান সম্মান ধূলিসা হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় বার্থরাইট লাভ করে এমন উত্তরাধিকারী বাচ্চাদের লক্ষণগুলো কি ? শোনাও ।

উত্তর :- এমন উত্তরাধিকারী বাচ্চারা — ১) বাবাকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করবে । ২) শুদ্ধ সঙ্গ থেকে অনেক বেশী সাবধানে থাকবে । কখনো তাদের সঙ্গে গিয়ে বাবার শ্রীমতে নিজের মনমত মিল্ল করবে না । ৩) নিজের সত্যকারের পোতামেল বাবাকে জানাবে । ৪) একে অপরকে সতর্ক করে উন্নতি লাভ করবে । ৫) কখনও তারা বাবার হাত ছাড়ার সংকল্প মাত্র করবে না ।

গীত :- মা ! ওগো মা ! তুমি সবার ভাগ্য বিধাতা.....

ওম শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এই গান শুনেছ । এই মহিমা বিশ্বমাতা, কামধেনুর মহিমা । এই মহিমা জগৎ অস্বার । বাস্তবে গুপ্তরূপে ব্রহ্মপুত্র নদীও আছে । গাওয়া হয়ে থাকে, তুমি মাতা তুমি পিতা... শিববাবা ব্রহ্মার মুখ-কমল থেকে বাচ্চাদের রচনা করেন । তাহলে তো ইনি মাতা হলেন, তাই না ! এটা গুহ্য কথা ! এই সব কথা শাস্ত্রে নেই । বাবা বুঝিয়েছেন, শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী । বাবা বসে সব শাস্ত্রের সার বোঝান । এমন নয় যে তিনি গীতা বলছেন । না, বাবা নিজেই জ্ঞানের সাগর । যদিও এনার (ব্রহ্মাবাবা) গীতা ভাগবত ইত্যাদি পড়া আছে, কিন্তু তোমরা শিববাবার ক্ষেত্রে এমন বলতে পারবে না যে তিনি সবকিছু পড়েছেন । না, তিনি নলেজ ফুল ! তিনি বলেন, "আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ ।" সৃষ্টির আদি- মধ্য- অন্তের নলেজ আমার মধ্যে ! বাবা বলেন, আমি এর বর্ণনা করি — এই ব্রহ্মার দ্বারা । তারপরে এই বর্ণনা লুপ্ত হয়ে যাবে । এই সত্য গীতা যা তোমরা রচনা করছ তাও তোমাদের সাথে থাকবে না । গীতা ইত্যাদি ভক্তি মার্গের শাস্ত্রগুলো আবার বেরিয়ে আসবে । এই সমস্ত শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কারও সদগতি প্রাপ্ত হয় না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এখানে যে সমস্ত অ্যাক্টরস(actors) আছে, প্রথমে সব অশরীরি অবস্থায় মুক্তিধামে ছিল তারপর এখানে এসে শরীর ধারণ করে নিজের নিজের পার্ট প্লে করছে । সেইসব অবিনাশী পার্ট আত্মায় লিপিবদ্ধ করা আছে । এই সৃষ্টিচক্রও এক, এর রচয়িতাও এক এবং তিনিই একমাত্র । একই সৃষ্টিচক্র নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে । এটা হলো পূর্ব নির্ধারিত অবিনাশী ড্রামা । সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল । এখন আবারও একবার তোমরা সেই রকম হচ্ছে । পরমপিতা পরমাত্মা প্রথমে ব্রহ্মামুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ দুনিয়া রচনা করেন । সর্বপ্রথম নতুন সৃষ্টি সঙ্গমযুগের । পুরানো আর নতুন । ব্রাহ্মণ শীর্ষচূড়া । পাদদেশ আর শীর্ষচূড়া, এই উভয়ই সঙ্গমযুগে বলা হবে । তোমরা ব্রাহ্মণেরা বাবার সাথে বিশ্বের জন্য রুহানী সেবা করছ । বাবাও আত্মাদের সেবা করেন । তোমরাও আত্মাদের সেবা করো অর্থাৎ যারা তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাদের তোমরা সতোপ্রধান বানাচ্ছ । সুতরাং, যারা বাবার শ্রীমৎ মেনে চলবে তারা উচ্চ থেকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমৎ অনুসরণেই শ্রেষ্ঠ হতে হবে । বাচ্চারা তোমরা জানো, তোমরা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলে, পরে সেই তোমরাই চন্দ্রবংশী হয়েছ, তারপর মায়া তোমাদের মান সম্মানের হানি ঘটিয়ে পূজ্য থেকে পূজারী বানিয়েছে । শ্রীমৎ অনুসরণে মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় তারপর বাবণের নির্দেশানুসারে তোমাদের সমস্ত সম্মান ধূলায় মিশে যায় । এখন আবার শিববাবার মতে চললে নতুন দুনিয়ায় দেবী -দেবতা হয়ে যাবে । প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে । গান্ধীজীও এক নতুন ভারত, নতুন রাজ্যপাটের স্বপ্ন দেখেছিলেন । যাই হোক, সত্যযুগকে নতুন যুগ বলা হয় । এখানে দুঃখ দিন দিন অবিরত বেড়েই চলেছে । বাবা বলেন, দুঃখ তো বাড়বেই, আর তখনই তো আমি আসি । আমি আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এসে আবারও একবার তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাই । শাস্ত্র পরে তৈরি হয়। এই গীতা ইত্যাদি আবার রচিত হবে । এখন বিনাশ অগ্নিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । তোমরা এই চক্র জানো । বাচ্চারা তোমাদের স্কুলে গিয়ে বোঝাতে হবে । তোমাদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী হলো সীমিত অর্থাৎ হদের । একে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি -জিওগ্রাফী বলা যাবে না

। বাচ্চাদের বেহদের হিস্টি -জিওগ্রাফী শেখা উচিত, তবেই তো তারা উচ্চ পদ লাভ করতে পারবে । হদের হিস্টি জিওগ্রাফী থেকে হদের পদপ্রাপ্তি হবে । এটা বেহদের । এতে তিন লোকের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত । আদিতে নিরাকার দুনিয়ায় অনেক আত্মারা থাকে । অস্ত্রিমে সব আত্মারা নীচে নেমে আসে । সূক্ষ্মবতন নিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের পাট এই সময় থেকে কার্যকরী হয় । তাহলে তোমরা লোককে জিজ্ঞাসা করতে পারো, যদি তোমরা জানো, সত্যযুগে লক্ষী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তারপর কি হলো ? তাহলে কি ত্রেতাযুগের অন্ত অবধি একই লক্ষী নারায়ণের রাজত্ব ছিল ? কত সময় অবধি তাঁরা রাজত্ব করেছেন আর কত বড় এরিয়া শাসন করেছেন ? তারা এখন জমিন আসমানেও পার্টিশান করে দিয়েছে । সেখানে এইসব বিষয়ের কোনও অস্তিত্বই নেই । সেখানে ভারতে, বেহদের রাজ্যপাট । এখন তো কত টুকরো হয়ে গেছে ! তাদের পক্ষে এটা এখন সম্ভব নয় সবাই একত্রিত হয়ে এক হয়ে যাওয়া । এখন বাবা বেহদের হিস্টি জিওগ্রাফী শোনাচ্ছেন । ৮৪ জন্মের চক্রে ওয়ার্ল্ডের হিস্টি জিওগ্রাফী অন্তর্ভুক্ত ; এইসঙ্গে পবিত্রতাও অবশ্যই প্রয়োজন । এখন নো পিওরিটি, নো পিস, নো প্রসপারিটি ! মানুষ ভাবে সন্ন্যাসীদের কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায় । বাবা বলেন, শান্তি তো তোমাদের কণ্ঠহার ! বাস্তবে, আমি আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত । আত্মাদের নিবাস কোথায় ? এর উত্তরে তারা বলবে নির্বাণধামে, শব্দের দুনিয়ার উর্ধে । যখন আত্মার স্বধর্মই শান্তি তাহলে গুরু ইত্যাদির কাছ থেকে কি শান্তি প্রাপ্ত হবে ? মায়া তোমাদের অশান্ত করে । যখন শ্রীমত দ্বারা এই মায়াকে জয় করবে, তখনই সত্যযুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তির বর্ষা প্রাপ্ত হবে । ওখানে কখনো কেউ বলবে না যে আমি অশান্ত, আমার শান্তি চাই । এক ভারতেই পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকবে । এখন তোমরা শুধু থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছ । এই সময়ে ভারতবাসীদের তো এটাও জানা নেই যে আমরা কোন ধর্মে অন্তর্গত । আমাদের ধর্ম কে, কবে রচনা করেছেন ? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম সম্বন্ধে কেউ জানে না । আর্থ আর অনার্থ । দেবতাদের ভগবান আর ভগবতী বলা হয়, কেননা ভগবান স্বয়ং স্বর্গের স্থাপনা করেছেন । যাই হোক, তাঁদের দেবী দেবতাই বলা হয় । ভারতের ধর্ম আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, হিন্দু নয় । এই সমস্ত কথা বাবা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন । এই সব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে নম্বর ক্রমানুসারে বসে । এমন অনেক বাচ্চারা আছে যারা কোনক্রমে হয়তো সপ্তাহে একবার বাবাকে স্মরণ করে ! সঠিক সঙ্গ না থাকায় তারা তাঁকে স্মরণ করতে ভুলে যায় ! এখানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গ প্রয়োজন যারা সদা একে অপরকে সতর্ক করে । যদি তোমরা শুধু সঙ্গে থাকো তাহলে কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়বে । বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বর্ষা নেওয়ার জন্য বাবাকে ফলো করতে হবে । রুজি বোজগারে নিযুক্ত থেকেই বাবাকে সমস্ত সত্য বলো, বাবা, আমরা ব্যবহারিক সংসারে, ফ্যাক্টরি ইত্যাদিতে কাজ করতে করতে কতটা স্মরণে থাকতে পারব ! তোমাদের নিজের নিজের স্মরণের চার্ট বাবার কাছে পাঠানো উচিত যাতে বাবা বুঝতে পারেন যে এই বাচ্চারা ভালো পুরুষার্থী বাচ্চা । এখানে তো অনেকেই বাপদাদাকে কোনও পত্রও লেখে না । বাবা বুঝতে পারেন যে কেউ সতোপ্রধান পুরুষার্থ করছে, কেউ রজো এবং কেউ তমো । তমোপ্রধান পুরুষার্থী যে হবে সে সূর্যবংশীর কাছে এসে চাকরি করবে । তারা সাহকার (ধনবান) প্রজারও দাস হবে । এর থেকেও কম পদপ্রাপ্তি তার হবে যে বাবার হয়েছে, জ্ঞান শুনে আশ্চর্য্যবিত্ত হয়েছে, অন্যকে শুনিয়েছে ! তারপরেও বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে ; তাদের অবস্থা সবথেকে খারাপ হয় । বাবার সম্পূর্ণ বর্ষা নিতে হলে বাবার কাছে পোতামেল পাঠাতে হবে তাহলে বাবা বেজাল্ট দিতে পারবেন । তোমরা যদি পুরো মেহনত না করো, মায়া তোমাদের সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নেবে । এইজন্য বাবা বলেন, সঠিক সঙ্গ অত্যন্ত জরুরী ! যদি তোমাদের সঙ্গ ঠিক থাকে, তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা ঈশ্বরীয় কুলের অন্তর্গত । বাবা বোঝান, স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকতে পারে ; যদি সহসা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ ঘটে, তবে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । বাবার তো অনেক অনেক বাচ্চা আছে । অনেক আসবে এবং অনেকের মৃত্যু হবে । ঈশ্বরীয় বার্থ, আসুরী বার্থের থেকে উঁচু । আজকাল অনেক লোকে তাদের পার্থিব বার্থে ধুমধামের সাথে পালন করে । সেটা ক্যামেল হওয়া উচিত অলৌকিক বার্থে পালন হওয়া উচিত, তাহলে এটাই স্থির হয়ে যাবে । বাবা রায় দেন, পুরানো বার্থে ক্যামেল করে নতুন বার্থে পালন করো । আজকাল তারা তাদের বিবাহ বার্ষিকীও পালন করে । সেটাও ক্যামেল হওয়া উচিত ! কিছু চেঞ্জ হতে হবে । বাবা হারানিধি বাচ্চাদের বলছেন যে এটা কোন নতুন কিছুই নয়, তোমরা অনেক বার তোমাদের রাজ্যভাগ্য হারিয়েছ । পরে আবার ফিরেও পেয়েছ । প্রত্যেক কল্পে এক জন্ম বাবার কাছে স্যাক্রিফাইস করে ২১ জন্মের

সুখ লাভ হয় । তবে, কেন না আমরা পবিত্র হই ! বাবা, আমরা আপনার শ্রীমতে চলব । অর্ধকল্প তোমরা আসুরিক মতে চলেছ, সুতরাং, এখানে তোমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হবে । উত্তরাধিকার অনেক বড়, এমনকি কোনও কথাই জিজ্ঞাস্য থাকেনা ! স্কুলে যখন পড়ুয়ারা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয় তখন তাদের মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যায় । এখানেও অনেক সাজা পেতে হয় । বাবা তোমাদের সেন্সরের সাক্ষাৎকার রান । আমি নিজে তোমাদের পড়াভ্যাস আর বলভ্যাস যে শ্রীমতে চলো, তোমরা আমার কথা শোনোনি । তোমরা যেমন অপরাধ করেছ তার একশো গুণ দণ্ড জমা হয়ে আছে । কেননা বাবার সার্ভিসে তোমরা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলে । তোমরা পূর্বে বাবাকে বদনাম করেছিলে । যারা শ্রীমৎ অনুসরণ করে তারা সর্বদা খুব মিষ্টি স্বভাবের হবে । কারও ওপর তোমাদের ক্রোধ হলে, তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা আসুরিক মত অনুসরণ করছ । কেউ কেউ ভাবে, বাবা সভার মাঝে সকলের সামনে তাদের সম্বন্ধে বলে তাদের সম্মান নষ্ট করেছেন । ওহ্ ! কিন্তু বেহুদের বাবা তো সবার সম্মান বাড়িয়ে দেন । বাবার কত অসংখ্য বাচ্চা আছে ! তিনি এক একজনকে ব্যক্তিগত ভাবে বোঝাবেন ? বাবা তো সবার সামনেই সবকিছু বলেন । একমাত্র বাবার শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । তোমরা নিজের মত অনুযায়ী চললে তোমাদের পতন হবে । পতন হতে হতে অবশেষে তোমাদের মৃত্যু হবে । এখানে চিন্তার চিন্তা ! বাবা ওখানে নিয়ে যান যেখানে চিন্তার লেশমাত্র নেই । সুতরাং, তোমরা শ্রীমৎ মেনে চলো, তারপর যা হতে চাইবে তোমরা তাই হতে পারবে । শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করার সাহস চাই তোমাদের । নিজের মুখ দর্পণে দেখো— আর ভাবো যে কতটা যোগ্যতা অর্জন করেছি ! যতক্ষণ তোমরা বেঁচে আছ নিরন্তর জ্ঞান নিয়ে যেতে হবে । তোমরা হলে জগত অম্বার সন্তান । যা মাঙ্গার মহিমা তা' বাচ্চারা তোমাদেরও মহিমা । জগত অম্বা অন্যতমা হন । ষোল হাজার একশো আটের (১৬,১০৮) এর মালাও আছে । যখন তারা রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে তখন লাখ লাখ শালগ্রাম শিলা আর শিবের একটা চিত্র তৈরি করে । সুতরাং, তারা নিশ্চয়ই সব সহযোগী । তোমরা সবাই রুহানী তীর্থযাত্রী । তোমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা, সঙ্কময়ুগের ব্রাহ্মণ । পরমপিতা পরমাঙ্গা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা রচেন । বাচ্চারা তোমাদের তিনি পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন । তোমরা শুদ্ধ ধর্ম থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী রচনা হয়েছ । মায়া মহাশত্রু । তোমাদের যোগাভ্যাস সে মেনে নেয়না । বাবা বলেন, কখনও এমন বোলোনা যে আমাকে যোগে বসাও । বিশেষ এক জায়গায় বসে যদি যোগের অভ্যাস ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহলে চলতে ফিরতে যোগের অভ্যাসে অসমর্থ হবে । তখন তোমরা বলবে, আমি দিদির কাছে গিয়ে যোগে বসব । বাবা তো বলেন, চলতে ফিরতে বাবাকে আর তাঁর বর্সাকে স্মরণ করো । ব্যস্ এইটুকুই ! গীতা যারা শোনান তারা এমন ভাবে বলতে পারবেন না । একমাত্র বাবাই বলেন — নিরন্তর কেবল আমাকে স্মরণ করো । তোমরা স্বর্গেরও সাক্ষাৎকার রেছ । বাবা এখন তোমাদের বেশী সাক্ষাৎকার করান না, তা'নাহলে লোকে ভাববে এখানে ম্যাজিক হয় । মাঙ্গার মহিমা বর্ণনের গীত আছে । মাঙ্গা তো ইনিও(ব্রহ্মা) । যাই হোক, মাতাদের দেখাশোনার জন্য জগত অম্বা নিযুক্ত আছেন । এই সবকিছু ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে । সবার থেকে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির । ওনার মুরলী অতি সরস ! বাচ্চারা তোমরা জানো যে শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্স থেকে এখন বেগার হয়ে গেছেন । (শ্রীকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে)....আমাকে বলো, তুমি কি কর্ম করেছিলে যে স্বর্গের প্রিন্স হয়েছ ? তুমি নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব জন্মে রাজযোগ শিখেছিলে ! নিশ্চিত, বাবা স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই শিখিয়েছিলেন । আচ্ছা -

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সার্ভিসে বিঘ্নরূপ হয়োনা । শ্রীমৎ অনুসরণ করে খুব খুব মিষ্টি হতে হবে, কারও ওপর ক্রোধ করোনা ।

২) মায়ার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি যে সঙ্গ রেখেছ সেদিকের প্রতি সতর্ক হও ! শুদ্ধ সঙ্গ করা উচিত নয় । বাবাকে নিজের সত্যিকারের পোতামেল দেবে । ঈশ্বরীয় জন্মদিন পালন করবে, তোমার পার্থিব জন্মদিন নয় ।

বরদান :- *আশীর্বাদ রূপী রকেট দ্বারা তীব্র গতিতে উড়ে বিঘ্ন প্রুফ ভব*

মাতাপিতা আর সর্বসম্বন্ধে এসে অন্যকে সন্তুষ্টি দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আশীর্বাদের সম্পদে নিজেকে পরিপূর্ণ করো, তাহলে তোমার পুরুষার্থ করায় কখনও কঠিন মেহনত করতে হবে না । যেমন সায়েন্সে সবথেকে তীব্রগতির রকেট আছে তেমনই সঙ্গমযুগে সবথেকে তীব্রগতিতে উড়ে যাবার যন্ত্র অথবা তার থেকেও শ্রেষ্ঠ রকেট "সবার শুভেচ্ছা " নামক যন্ত্র, যা থেকে কোন প্রকারের বিঘ্ন সামান্যতম স্পর্শও করতে পারে না, এর ফলে বিঘ্ন প্রুফ হয়ে যাবে, যুদ্ধ করতে হবে না।

স্নোগান :- *পরোপকারী ভাবনায় সম্পন্ন হওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের আধার ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - কেবল বাবাই সদগুরু রূপে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কোনো শরীরধারী এইরকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেনা।"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা এখন যে সকল কথা শুনছ, তার সমাপ্তি কবে হবে?

উত্তর:- যখন তোমরা ফুরিস্তা (পরী) হয়ে যাবে। এই কথা পতিতদেরকে শোনানো হয়। যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই সকল কথার আর প্রয়োজন নেই। তাই সূক্ষ্মবতনে শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিচ্ছে - এটা বললে ভুল বলা হয়।

প্রশ্ন:- শিববাবার মহিমাতে কোন্ কথাটা ঠিক এবং কোনটা ভুল?

উত্তর:- শিববাবাকে অভোক্তা, অচিন্তক এবং করন করাবনহার বললে ঠিক বলা হয়। কিন্তু তাঁকে অকর্তা বলা ঠিক নয়। কারণ তিনি পতিতদেরকে পবিত্র বানান।

গীত:- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এই ধরিত্রীতে তুমি এসো.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এইভাবে চিৎকার করে ডাকছে যে বাবা, তুমি এসো। আমরা পুনরায় রাবণ রাজ্যে দুঃখী হয়ে গেছি। পুনরায় মায়ার ছায়া পড়েছে, অর্থাৎ ৫ বিকার রূপী রাবণ আমাদেরকে অনেক দুঃখী করেছে। প্রত্যুত্তরে বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এটা তো আমার কর্তব্য। যখন ভারতবাসী একেবারে ভ্রষ্টাচারী, দুঃখী হয়ে যায় তখন তিনি নিশ্চয়ই এখানে এসেই বাচ্চাদেরকে এই কথা বলেন। সদগতির জন্য তারা কত গুরু করে। কিন্তু ওইসব গুরুরা তো কারোর সদগতি করতে পারেনা। কেবল প্রভুই সকল দৃষ্টিহীনের সহায়। প্রথমে পিতা জন্ম দেন অর্থাৎ দত্তক নেন, তারপরে গুরু সদগতি করেন। এখন কোনও বাবা নেই, আর কেউ সদগতিও করেনা। তোমরা এখন বলছ যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের বাবা এবং সদগুরু। একমাত্র তাঁকেই সঙ্গুরু এবং সত্য পিতা বলা যায়। তিনি হলেন সত্যিকারের পিতা, তাঁকে পরম (সুপ্রীম) বলা হয়। তিনি আবার সংগুরুও - নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আর কোনো গুরু কখনও এইভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়না যে আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তারা তো কিছুই জানে না। এইগুলো সব নতুন কথা। তোমরা যখন একে দেখ তখন বুদ্ধির দ্বারা শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনিই হলেন পিতা, শিক্ষক এবং গুরু। মানুষ যখন কোনো গুরু অথবা শিক্ষক নেয় তখন তার শরীরকেই দেখে। আত্মাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপ-দেশে যায়। কিন্তু বাবা তো একজনই এবং তিনি একবারই আসেন। তিনি পুনর্জন্ম নেন না। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে তখনই সে কথা বলে। তোমরা বাচ্চারা বাবার মহিমার গায়ন কর যে তিনি নিরাকার, কখনও সাকার শরীর নেন না। শিববাবার তো নিজের কোনও শরীর নেই। কিন্তু তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সংগুরু। তিনি আমাদের বাবা, আবার তিনিই রাজযোগ শেখান। যিনি ব্রহ্মান্ডের, সমগ্র বিশ্বের মালিক, তিনিই তো স্বর্গের মালিক বানাবেন। কোনো শরীরধারী তো বানাতে পারবেনা। কেবল বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ বাবাকে জানেনা। তোমরা বল যে

আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান। তখন দুনিয়ার মানুষ বলবে যে এটা তো কোনো শাস্ত্রে নেই যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কোনো শরীরের মধ্যে আসেন। কিন্তু শিব জয়ন্তীর গায়ন তো আছে। গীতেও বলা হয় রূপ পরিবর্তন করে এসো। তাহলে তিনি কোন শরীর, কোন রূপে এসেছেন? এটা তো তোমাদের কর্ম বন্ধনের শরীর। ভালো কর্ম করলে ভালো পদ এবং খারাপ কর্ম করলে খারাপ পদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জন্য এইরকম বলা হবে না। মানুষ তো পুনর্জন্ম নেয় কিন্তু বাবা পুনর্জন্ম নেন না। তিনি এই শরীরে প্রবেশ করেছেন। বলা হয় যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। কিন্তু শিববাবা তো নিরাকার, তিনি ব্রহ্মার দ্বারা কিভাবে স্থাপন করেন? তিনি কি উপর থেকেই প্রেরণা দেন? তিনি যদি পতিত দুনিয়াতে আসেন তাহলে তিনি কেমন শরীরে এসে রাজযোগ শেখাবেন? তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এখন এসে গেছেন, আমরা তাঁর কথাই শুনছি। তিনি এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা জ্ঞান শোনান। বাকি দুনিয়ার সবাই তো শরীরধারী গুরু নাম বলবে। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের বাবা। প্রথমে তো একজন পিতার প্রয়োজন যিনি জন্ম দেবেন। শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেন। বিকারের দ্বারা প্রজাপিতার এত সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। প্রজাপিতার তো অনেক সন্তান। ব্রাহ্মণকুল অনেক বড়, এই ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয়। যখন দেবতা হয়ে যাবে তখন আর দত্তক নেওয়া হবে না। দত্তক এখনই নেওয়া হয়। এখন কতো কতো ব্রাহ্মণ।

বাচ্চারা জানে যে আমরা শিববাবার কাছে এসেছি। তিনিই জ্ঞানের সাগর। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেই এই জ্ঞান শোনাই। আমার তো নিজের কোনও শরীর নেই। শিবজয়ন্তী পালন করে, কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন সেটা কেউ জানেনা। শিবরাত্রি বলা হয়। কৃষ্ণের জন্মও তো রাত্রিতে দেখানো হয়। শিবজয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণের জন্ম হয়। শিবের জন্ম হয় সঙ্গমযুগে। ব্রহ্মার রাত্রি সমাপ্ত হয়ে পুনরায় দিনের শুরু হয়। দিন রাত্রির এই সঙ্গমেই বাবা আসেন। এটা হল বেহদের রাত্রি, আর ওটা হদের রাত্রি। অর্ধেক কল্প দিন এবং অর্ধেক কল্প রাত্রি। ভক্তিমার্গে তো কেবল ধাক্কা খেতে থাকে। ভগবানকে পাওয়া না গেলে তাকে তো অন্ধকারই বলা হবে। একেবারেই বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে। গায়ন করে যে পরমপিতা পরমাত্মা ওপরে আছেন। তারপর এটাও বলে যে তীর্থযাত্রা করলে কিংবা দান-পূণ্য করলেও ভগবানকে পাওয়া যাবে। কতদিন ধরে তোমরা ধাক্কা খেয়েছ। অনেক মতামত থাকার কারণে একে ব্রহ্মার রাত বলা হয়। ধাক্কা খেতে খেতে দুর্গতি হয় এবং পাপ আত্মা হয়ে যায়। বিকারের দ্বারা জন্ম হওয়া আত্মাদেরকেই পাপ আত্মা বলা হয়। তোমরা তো এইরকম বলবে না যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিকারের দ্বারা হয়েছে। না, সে তো যোগবলের দ্বারা জন্মগ্রহণ করবে। এইসকল কথা তোমরা ভারতবাসীরা এবং গৃহস্থরাই জানো। সন্ন্যাসীরা এইগুলো জানেও না আর মানেও না।

বাবা বলছেন - প্রিয় সন্তানগণ, তোমরা সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গে ছিলে। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছ। ভারত পবিত্র ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল। ওখানে শান্তি ছিল। শান্তিধাম বা নির্বাণধামে তো শান্তি থাকেই, কিন্তু স্বর্গেও তোমরা শান্তির উত্তরাধিকার পাবে। তাই ওখানেও কখনও অশান্তি হয়না। একে অপরকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করে না। কেউ কাউকে দুঃখ দেবেনা। এখানে তো সন্তানরাই বাবা-মাকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করে দেয়। তোমরা এখন শান্তির সাগরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। ওখানে কোনও লড়াই ঝগড়া হবেনা। এখানেও তোমাদের অবস্থা ঐরকম হতে হবে। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য করা উচিত নয়। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় হতে হবে যে বেহদের

বাবা এসেছেন। তিনি আমাদেরকে দুঃখের দুনিয়া থেকে ঘরে নিয়ে যাবেন। সত্যযুগে তো বাবা আসেন না। এখানে এসে তিনি এই জানালা (চোখ) দিয়ে তোমাদেরকে দেখেন। এই আত্মাও (ব্রহ্মাবাবা) দেখে, তার সাথে শিববাবাও দেখেন। একই শরীরে দুটো আত্মা কিভাবে থাকতে পারে - মানুষ তো এটা মানবে না। অথচ তোমরা যখন ব্রাহ্মণভোজন করাও তখন পতি কিংবা পিতার আত্মাকে ডেকে আনো। সে এসে কথা বলে। এক্ষেত্রে তো একটা শরীরে দুটো আত্মা থাকে। কিন্তু বাবা বলেন, ওইসব আত্মারা এসে বসে যায়না। এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। বাবার নিজের কোনও শরীর নেই। কিন্তু তাঁর পক্ষে আসা তো সম্ভব, তাই না? ৫০০০ বছর আগেও আমি এইরকম বলেছিলাম যে আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে, ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথে আসি। অবশ্যই মানুষের শরীরেই আসব, না কি ষাঁড়ের ওপর চড়ে আসব? সূক্ষ্মবতনে শঙ্করের সামনে ষাঁড় আসবে কোথা থেকে? যদি শঙ্করের কিংবা শঙ্কর-পার্বতীর পূজা করে তাহলে আমি সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। কিন্তু শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছে - এটা ঠিক নয়। শঙ্কর কেন কথা শোনাবে? সূক্ষ্মবতনে তো কথা শোনানোর কোনো দরকার নেই। তোমার ফরিস্তা হয়ে গেলে এই কথা শোনানো সমাপ্ত হবে। পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই কথা শোনানো হয়। বাবা অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকে নিয়ে যান, সেখানে যাওয়ার মত যোগ্য বানান। সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। এটা হল মৃত্যুলোক। আজ বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শিববাবা কি স্নান করেন? বাচ্চারা বলেছে যে বাপদাদা স্নান করে। কিন্তু স্নান তো কেবল দাদা করেন। শিববাবা কেন স্নান করবেন! তিনি কি শৌচালয়ে যান যে স্নান করবেন। শিববাবা তো অভোক্তা। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। ইনি কি অপবিত্র হয়ে যান যে স্নান করবেন। ইনি তো পতিতদেরকে পবিত্র করতেই আসেন। ইনি হলেন করন করাবনহার, অভোক্তা, অচিন্তক। কিন্তু তাঁকে অকর্তা বললে ভুল বলা হবে। তিনি তো করন করাবনহার, পতিতদেরকে পবিত্র বানান। (ব্রহ্মা বাবার কাশি হল) এর এই শরীর রূপী হারমোনিয়াম খারাপ হয়ে গেছে তো শিববাবা কি করবেন? তোমরা এইরকম বলতে পারনা যে শিববাবার হারমোনিয়াম খারাপ হয়ে গেছে। না, এই শরীর শিববাবার নয়, তিনি লোন নিয়েছেন। লোন নেওয়া জিনিস ভেঙে গেলে তো মালিকের জিনিসই ভাঙে। শিববাবা এই শরীরের মালিক নন। মালিক হলেন ব্রহ্মাবাবা। তিনি এটা ধার নিয়েছেন। এটাই হল ভাগ্যশালী রথ। কেবল একটাই ষাঁড়। একে আবার গোমুখও বলা হয়। *বাবা বলেন, কোনো কন্যাই অতটা হুশিয়ার নয়। কাউকে ওঠাতে হলে আমি বাচ্চাদের মধ্যে প্রবেশ করে ওঠাই*। পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে তো আসতেই হয়। তাই *কারো কল্যাণ করতে হলে বাচ্চাদের মধ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু বাচ্চারা কিছু বুঝতে পারবে না। যে শুনবে সে তার থেকে আরও এগিয়ে যাবে*। এইভাবে বাবার সহায়তা মেলে। এক তো তারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়, আর দ্বিতীয় কথা হল বাবার দৃষ্টি পায়। বাবা বলেন, আমি প্রবেশ করতে পারি কিন্তু আমি সর্বব্যাপী নয়। আমাকে বহুরূপী কেন বলা হয়েছে? যে যার পূজা করে তাকে তার সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। সাক্ষাৎকার হলে এমনভাবে দেখে যেন সে সামনে এসে গেছে। বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হলে দেখে যে বিষ্ণু চৈতন্য হয়ে গিয়ে, মাথায় হাত রাখছে। তখন বলে যে আমার চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হয়েছে। কিন্তু এতে লাভ কি? কিছুই না। কেবল অন্তরে খুশি হবে যে আমি ভগবানকে দর্শন করেছি। ভক্তিতে এইরকম দর্শন অনেক হয়। কিন্তু এর দ্বারা সদগতি হয়না। গায়ন করে যে সদগতি দাতা এবং পতিত-পাবন একজনই। সেটা বিষ্ণু হতে পারেনা। কারণ সে তো বাবা নয়। বাবা একজনই এবং তাঁর সন্তানও একজনই - প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বিষ্ণু বা শংকরকে কখনও প্রজাপিতা বলা হবে না। প্রজাপিতা একজনই। তার দ্বারাই ব্রাহ্মণদের দওক নেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে যে আমরা আগে ব্রাহ্মণ হই, তারপরে দেবতা হই। ব্রাহ্মণদের মালা সঠিকভাবে বানানো যাবে না কারণ অদল বদল

হতে থাকে। কেউ পড়ে যায়, আবার কেউ মরেও যায়। তখন কি করা হবে? তাদেরকে কি বের করে দেওয়া হবে? অন্ধিমই সঠিকভাবে রুদ্রমালা তৈরি হবে। এত মিষ্টি মিষ্টি কথা কেবল বাবাই শোনান। আর কেউ এইসব জানেনা। অনেকেই বলে, হে রাম, এই সংসার তো তৈরিই হয়নি। রামচন্দ্র তো এইখান থেকে প্রালঙ্ক নিয়ে যায় এবং ত্রেতাযুগে গিয়ে রাজা হয়। সে কি এতটাই অজ্ঞানী যে বশিষ্ঠ তাকে এই জ্ঞান দেবে যে সংসার কখনও তৈরিই হয়নি। এইটা হল সৃষ্টিচক্র। সকলে প্রত্যেক কথাতেই বিভ্রান্ত। কেউ জানেওনা আর বুঝতেও পারেনা। শিববাবাকেই সরিয়ে দিয়েছে। শিবজয়ন্তী পালন করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। শ্রীকৃষ্ণই পতিত হয়ে যায়। বাবা সেই সময়েই আসেন যখন তাকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে হয়। শিব জয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়। শিববাবা এসে রাজযোগ শেখান। কাদেরকে শেখান? ব্রাহ্মণদেরকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলীদেরকে। তারপর তারাই রাজা রানী হয়। শিববাবা চলে গেলে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব হবে। তাই বাবা কৃষ্ণকে এইরকম যোগ্য বানিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ বাবার বদলে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। শিববাবা এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমরা এখন স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করছি। আরও অনেকে রাজকুমার রাজকুমারী হবে। সঙ্গমযুগ এবং সত্যযুগের কথা কেউ জানে না। আমি কল্পের সঙ্গমযুগেই আসি। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ যুগে-যুগে বলে দিয়েছে। মোট চারটি যুগ। দ্বাপরের পর কলিযুগ আসে। তাহলে দ্বাপরযুগে এসে আমি কি করব? সবাইকেই অবরোধী কলাতে যেতে হবে। আমার পার্ট তখনই, যখন উত্তরণ কলা শুরু হয়। একেও তো নীচে নামতে হবে। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হবে। উঁচুর থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ বর্ণ। তারপরে দেবতা, ঋত্রিয়.....। ভারতেই এইসকল বর্ণের গায়ন আছে। দুনিয়াতে বিরাট রূপের যে চিত্র বানায় সেটা থেকে ব্রাহ্মণদেরকে এবং শিবকে সরিয়ে দিয়েছে। এইসব কথা কোনও শাস্ত্রতে নেই। শিববাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেন। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা কিভাবে প্রজাপিতা হবে? প্রথমে এইটা নিশ্চয় হতে হবে যে বরাবর ইনিই আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। বলা হয় যে সদগতিদাতা একজনই। কিন্তু তাঁর নাম-রূপ-দেশ-কাল জানেনা। আচ্ছা

-

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) শান্তির সাগর বাবার কাছ থেকে শান্তির উত্তরাধিকার নিয়ে শান্তচিত্ত থাকতে হবে। কখনও কাউকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করা উচিত নয়। কখনও নুনজলের মতো হওয়া যাবে না।

২) বাবার সমান অঙ্কদের লাঠি হাতে হবে। বাবার সাহায্য পাওয়ার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সেবা করতে হবে।

*বরদান:- *প্রত্যেক খাজনাকে নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি কার্যে প্রয়োগ করে অনুভবী মূর্ত হও।*

অন্তর্লীন করার শক্তিকে ধারণ করে সকল খাজনাতে সম্পন্ন হয়ে সেটা নিজের কোনও কাজে বা অন্যের সেবার কাজে ব্যবহার করো। খাজনাকে ব্যবহার করলে অনুভবী মূর্ত হতে থাকবে। প্রথমে

শোনা, তারপর অন্তর্লীন করা এবং সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করা - এই বিধির দ্বারা অনুভবের অর্থটি হতে পারবে। যেমন শুনতে খুব ভালো লাগে, পয়েন্টগুলোও বেশ ভালো আর শক্তিশালী, সেইরকম এইগুলোকে ব্যবহার করে শক্তিশালী বিজয়ী হয়ে যাও। তাহলেই অনুভবী মূর্ত বলা যাবে।

*স্লোগান:- *গুণবান তাকেই বলা হয় যে নিন্দুককেও গুণের মালা পরিয়ে দেয়*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা নিদ্রাজয়ী হও, রাত জেগে জ্ঞানের চিন্তন করো, আর বাবার স্মরণে যদি থাকো তাহলে তোমাদের খুশীর পারা চড়তে থাকবে।"

প্রশ্ন :- ভারতে অনেক ছুটি থাকে কিন্তু এই সঙ্গম যুগে তোমরা এক সেকেন্ডও ছুটি পাও না । কেন ?

উত্তর :- কেননা এই সঙ্গম যুগের এক একটি সেকেন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এখানে প্রতি শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, রাত দিন এই সেবা করতে হবে । বাবার আশ্রয়কারী এবং বিশ্বাসী হয়ে স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করে সম্মানের সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে, সাজা খাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে হবে, আত্মা এবং শরীর উভয়কেই কাঙ্ক্ষনতুল্য হতে হবে, তাই তোমাদের এক সেকেন্ডেরও ছুটি নেই।

গীত :- আমাদের তীর্থই হলো আলাদা

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে তীর্থ যাত্রা হলো দুই প্রকারের -- এক হলো রুহানী বা আত্মিক তীর্থযাত্রা, আর এক হলো শরীরের দ্বারা তীর্থযাত্রা । ঘাটও দুই প্রকারের । এক হলো নদীর ঘাট । আর দ্বিতীয় হলো বাচ্চারা তোমাদের নতুন নতুন সেন্টার বা ঘাট তৈরী হয় । জিপ্তেস করবে যে, কানপুরে জ্ঞান অমৃত পান বা জ্ঞান স্নান করার জন্য কতগুলো ঘাট আছে ? তখন বলবে ৪ - ৫ টি ঘাট । সব ঘাটের ঠিকানাও দেওয়া হয় । এ অমুক ঘাট , ওখানে গিয়ে স্নান করলে জীবনমুক্তি পাওয়া যায় । বাচ্চারা জানে যে মুক্তি আর জীবনমুক্তি কাকে বলা হয় । বরাবর ভারতই জীবনমুক্ত ছিলো, তাকেই স্বর্গ বলা হয়, তারপর জীবনবন্ধ অবস্থায় এলে তাকে নরক বলা হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা তীর্থে যাই, জ্ঞান স্নান করলেই সন্নতি হয় । বাচ্চারা, তোমাদের এই সন্নতির সাক্ষাৎকার হয়েছে । সন্নতি স্বর্গকে বলা হয় আর দুর্গতি বলা হয় নরককে । এই সন্নতির স্বর্গ অবশ্যই সত্যযুগ আর দুর্গতির নরক হলো কলিযুগ । তোমরা বাচ্চারা সকলকেই নিমন্ত্রণ দাও তোমরা কলিযুগী নরক থেকে সত্যযুগীয় স্বর্গে যাবে ? স্বর্গের সাথে অবশ্যই সত্যযুগীয় অক্ষর বলবে, তাহলেই স্বর্গ আর নরক আলাদা আলাদা হয়ে যাবে । নাহলে মানুষ বলে দেয়, স্বর্গ আর নরক এইখানেই । এই স্বর্গ আর নরককে একমাত্র ভারতবাসীই জানে । সেখানে দেবী - দেবতা ধর্মের লোকেরাই যাবে, অন্য কেউ এর খবরই রাখে না । প্রত্যেকেরই নিজেদের আলাদা আলাদা ধর্ম এবং ধর্মশাস্ত্র আছে । তাই প্রত্যেকেরই নিজেদের ধর্মশাস্ত্র পড়া উচিত । নিজের ধর্মশাস্ত্র হলো কল্যাণকারী ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বরাবর উচ্চ কুলের ছিলাম । যতক্ষণ না তোমরা মানুষকে এই বিশ্ব নাটকের রহস্য না বোঝাবে, ততক্ষণ তারা ঘোর অন্ধকারে থাকবে, তাই এই ছবি দেখিয়েও বুঝিয়ে বলা উচিত । তোমরা বাচ্চারা সমস্ত যুগকে জানো, কিন্তু ছবি ছাড়া সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারবে না । বুদ্ধিতেও বসবে না । তোমরা যদি স্কুলে ম্যাপ ছাড়া কাউকে বলো যে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ড এখানে , তাহলে তো কেউই বুঝতে পারবে না । তাই এই কথাও ছবি ছাড়া কেউ বুঝতেই পারবে না । এই ছবি নিয়েই তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে যে এ হলো এক নাটক । এখন বলো তোমরা কোন্ ধর্মের ?তোমাদের এই ধর্ম কবে থেকে আসে ? সত্যযুগে কোন্ ধর্ম থাকে ? ছবিতে এইসব কিছুই পরিষ্কার করে লেখা আছে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে যখন সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী

রাজত্ব ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । এখন সেই দেবতা ধর্ম আর নেই, তাই সেই ধর্ম আবার স্থাপন হওয়া উচিত । এখন হলো পুরোনো দুনিয়া, তাহলে অবশ্যই নতুন দুনিয়া স্থাপন হওয়া উচিত । নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রই হলো মুখ্য । লক্ষ্মী - নারায়ণ অনেক নামী, অনেক বড় বড় মন্দির তাঁদের নামে বানানো হয়েছে । শিবেরও অনেক নাম ডাক , তাঁরও অনেক মন্দির বানানো আছে । তাঁরও অনেক নাম আছে । তিনি সোমরস পান করান তাই তাঁর নাম সোমনাথ রাখা হয়েছে । মানুষ তাঁর অনেক নাম রেখেছে তাই সেগুলো বোঝাতেও হয় । রুদ্র , শিব, সোমনাথ এইসব নাম কেন রাখা হয়েছে ? বদীনাথের অর্থই বা কি ? অনেক নামই না বুঝে রাখা হয়েছে তাই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । এর যথার্থ নাম হলো রুদ্র গীতা জ্ঞান যন্ত । বাবা বলেন যে আমার এই জ্ঞান যন্ত থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হয়েছে । এ হলো ভগবান উবাচঃ । তাই প্রথমেই যে আসবে তাকে গীতার উপর বোঝাও । সেখানে লেখা আছে ভগবান উবাচঃ -- আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা আমার কাছে চলে আসতে পারবে । তিনি হলেন বেহদের বাবা, স্বর্গের রচয়িতা, জীবনমুক্তিরও রচয়িতা । তাঁর নামই হলো "হেভেনলী গড ফাদার ," যিনি স্বর্গের স্থাপন করেন । তিনি কিন্তু সেই স্বর্গে থাকেন না । স্বর্গ একমাত্র ভগবানই স্থাপন করেন । তিনিই তো স্থাপনা, পালন আর বিনাশের কার্য করেন । তাই এখন বাবা বলেন, তোমরা এখন এই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো আর নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো, না হলে আমার কাছে কি করে আসবে ? বাবা বলেন , এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম তাই আমার সঙ্গে যোগ লাগালেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । একে যোগ অগ্নি বলা হয় । মানুষ তো শরীরের জন্য অনেক প্রকারের যোগ শিখিয়ে থাকে । এখন পারলৌকিক বাবা বলেন, আমার সঙ্গে যোগ লাগাও আর এই জ্ঞানের ধারণা করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর আবার আমি তোমাদের সত্যযুগ, বৈকুণ্ঠের বাদশাহী দেবো । তাই এই কথা তো মানা উচিত । বাবা বলেন, হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, তোমরা নিদ্রা জয় করে বাবাকে স্মরণ করো, কারণ তোমাদের আমার কাছে এই নিরাকারী দুনিয়াতে আসতে হবে । যদি কৃষ্ণ হতো তাহলে সে বলতো, আমার বৈকুণ্ঠ আসতে হবে । যে যেখানকার অধিবাসী সে তো সেখানের লক্ষ্যই দেখাবে । নিরাকার বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমার নিরাকারী দুনিয়াতেই আসবে, আমার কাছে আসার এই একটাই রাস্তা । তোমরা বাচ্চারা হলে মুখ বংশাবলী । গর্ভজাত বংশাবলী আর মুখ বংশাবলী অক্ষর খুব সহজ । এখন তোমরা বলো বাবা, আমি তোমার, আমিও বলি, হ্যাঁ বাচ্চা, তুমি আমার, তাই এখন তোমরা আমার মতে চলো ।

তোমরা জানো যে, ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন এতো আত্মারা কোথায় ছিলো ? সবাই মুক্তিধামে ছিল । সেখানে হলো এক ধর্ম, তাই তালি বাজে না । লড়াই ঝগড়ার নামও থাকে না । এই লোকেরা যদিও বলে, আমরা হিন্দু চিনি ভাই - ভাই, কিন্তু কোথায় ? এরা তো লড়াই ঝগড়া করতেই থাকে । তারা এই গান গাইতে থাকে, পতিত - পাবন, সীতারাম, তাহলে অবশ্যই নিজেরা পতিত, তাই এমন গান গায় । সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া । তাই সেখানে এমন গান গাওয়া হবে না । এই দুনিয়া হলো পতিত, তাই গেয়ে থাকে । পবিত্র দুনিয়া বলা হয় সত্যযুগকে এবং কলিযুগকে বলা হয় পতিত দুনিয়া । এটাও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না । তারা কতই না মোটা বুদ্ধি সম্পন্ন । যদিও আমরাও আগে এসব তথ্য তেমন বুঝতাম না । তমোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন হলে সবকিছুই ভুলে যায় । বাবা বলেন, তোমরা এখন কতইনা অবুঝ হয়ে গেছো কিন্তু আগে তোমরা অনেক বুঝদার ছিলে । তোমরাই দেবতা অর্থাৎ সত্যোপ্রধান ছিলে । এখন তোমরা অবুঝ শূদ্র তথা তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছ । তোমরা

স্বর্গে কত সুখী ছিলো। তোমরা ভারতবাসীরা উচ্চ থেকে উচ্চ তথা দেবী-দেবতাদের পদ লাভ করেছিলো। এখন তোমরা তুচ্ছ নরকবাসী হয়েছ। এসব বাবা স্বয়ং এসে তাঁর বাচ্চাদের বলে থাকেন। বাচ্চারে অনুভব করো কি তোমরাই আগে পূজ্য দেবতা ছিলে তারপর পূজারী হয়েছ। বাবা আমাদের কত বুঝদার বানিয়ে ছিলেন, এখন আবার বানাচ্ছেন। এইসব কথা রাতে চিন্তা করে খুশীর অনুভব করবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো আর এই সব কথা চিন্তা করলে খুশীর পারদ উর্ধ্বগামী হবে। কোনো কোনো বাচ্চারা তো সারাদিনে একবারও বাবাকে স্মরণ করে না। এখানে যদিও পড়া শোনে কিন্তু বুদ্ধির যোগ অন্যত্র লাগিয়ে থাকে। তারা এটাও জানে না যে নিরাকার সুপ্রীম পরমাত্মা কে? কেউ কেউ দু'তিন বার ফেল হয়ে যায়। অবশেষে তারা যখন ঈশ্বরীয় পড়ায় মনোযোগী হতে পারে না, তখন তারা স্কুল ছেড়ে চলে যায়। মায়া তাদের সজোরে থাপ্পর লাগায়। বিকারের ঘুমি খাওয়ার ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে পড়ে। মায়া এতই প্রবল ও শক্তিশালী। তোমাদের এই বক্সিং কোনো মানুষের সাথে হয় না বরং মায়ার সাথে। আমরা ব্রাহ্মণেরা মায়ার উপর জয় পেয়ে থাকি। এরজন্য তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। যতটা সম্ভব রাত জেগে বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। ধীরে ধীরে এটা অভ্যাসে পরিণত হবে। ভগবান উবাচ সকল বাচ্চাদের প্রতি, কেবল এক অর্জুনের প্রতি নয়। সবাই আমরা এখন একই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাচ্চারা তোমরা রাত জেগে তোমাদের অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং জ্ঞানের ধারণা তৈরি হবে। তা নাহলে একটুও জ্ঞানের ধারণা হবে না। যদি আমার আঙ্গা কে লঙ্ঘন করো এবং আমাকে স্মরণ না করো, তাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে। ঈশ্বরীয় নির্দেশনায় তিনি বলেন "আমি তোমাদের অতি মিষ্টি মিষ্টি পিতা, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে।" শাস্তি পাওয়ার পর আসবে এটা তো ঠিক নয়। সোজাসুজি আসলে সম্মান অনেক বৃদ্ধি পাবে, এইজন্য আমার আঙ্গাকে লঙ্ঘন করোনা। যারা বাবার আঙ্গা পালন করবে না, তাদেরকে নিন্দুক বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেন প্রকৃত বাবা, প্রকৃত সদগুরু। তাই তাঁর আঙ্গা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শিববাবা হলেন খুব মিষ্টি। আত্মা আর শরীর দুটোকেই কাঞ্চন তুল্য করে দেন। কাঞ্চন কায়া কেবলমাত্র শক্তিশালী আত্মাদেরকে বলা হয় না। আত্মা এবং শরীর উভয়ই পবিত্র হলে, তাকে কাঞ্চন কায়া বলা হয়ে থাকে। দেবতাদের কাঞ্চন কায়া ছিল। এখন তো সকল আত্মার শরীর জঞ্জালে পরিনত হয়েছে। ৫ তন্ত্র হল তমোপ্রধান, তাই শুধু দেখে এই তন্ত্রের দ্বারা কি ধরনের শরীর সৃষ্টি হয়েছে! তাদের মুখ দেখে কিরকম আকৃতি বিশিষ্ট। কৃষ্ণের তো অনেক মহিমা। এইরকম শরীর তো কেবল স্বর্গেই পাওয়া সম্ভব। এখন তোমরা ঐরূপ দেবতা হতে চলেছ। তাই মুখ্য কথা হল রাত জেগে বাবাকে স্মরণ করলে এটা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হবে। ঘুমকে আয়ত্তে রাখতে হবে। অভ্যাসের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। ব্যবসার পিছনে দৌড়ানো, রুটি বেলা, ভাজা ইত্যাদি সবকিছুই অভ্যাসের দ্বারাই শিখতে হয়। সেইরকম বাবাকে স্মরণ করাটাও শিখতে হবে। যারা সব কল্প ধরে বাবাকে ভুলেছে, এখন সেই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তাহলে বাবা খুশি হবেন। তা না হলে বাবা বলবেন তোমরা তাঁর আঙ্গাকারী ও বিশ্বস্ত বাচ্চা নও। তাহলে আবার অনেক সাজা পেতে হবে। তাদের ভাগ্যে মার লেখা আছে। এখানে কেউ সামান্য কারণে কারো ওপর রাগ করলেই সে বিগড়ে যায়। আর ওখানে ধর্মরাজ সাজা দেবেন তখন কিছুই করতে পারবে না। যেরকম জেলে সরকার বিনামূল্যে কয়েদিদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। কেউ পরিশ্রম ব্যতীত জেলের সাজা ভোগ করে আবার কাউকে পরিশ্রম করতে হয়।

যখন ধর্মরাজ পুরিতে ধর্মরাজ সাজা দেবেন, তখন কিছু করার থাকবে না। মনে মনে ভাববে আমার নিজের দোষের কারণে আমি এই শাস্তি পেয়েছি। এটাও অনুভব করবে যে, বাবার নির্দেশ না মানার

কারণেই এই সাজা ভোগ করতে হয়,এইজন্য বাবা সর্বদা বলে থাকেন যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করো। *আচ্ছা।*

দেখো, ভারতে সবাই যত ছুটি পেয়ে থাকে,সেরকম আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আমরা এক সেকেন্ডও ছুটি পাইনা কারণ বাবা বলেন প্রত্যেকটি শ্বাসে তাঁকে(বাবাকে) স্মরণ করো। এক একটি শ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদের দিনরাত কেবল বাবার সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত।

তোমরা সর্বময় কৰ্তা বাবার প্রেমিক নাকি তাঁর রথের? নাকি দুজনেরই প্রতি? অবশ্যই দুজনের (বাবা আর তাঁর রথ)প্রতি-ই আসক্ত হওয়া উচিত । তোমাদের বুদ্ধিতে এটা থাকা উচিত যে তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা এই রথেই অধিষ্ঠান করেন। সেই কারণেই তোমরা তাঁর এবং তাঁর রথের প্রতি আসক্ত হয়েছ। শিববাবার মন্দিরেও ষাঁড় কে রাখা হয়েছে। তাকেও পূজা করা হয়। এ কতই না গোপন কথা , যারা নিয়মিত শোনেনা তারা কোনো না কোনো কথা মিস্ করে ফেলে। যারা নিয়মিত শুনবে,তারা কখনো ফেল করবে না। তাদের ব্যবহারও সুন্দর হবে। বাবাকে স্মরণ করলে অনেক লাভবান হওয়া সম্ভব। তার থেকেও বেশী লাভবান হওয়া যায় যদি বাবার জ্ঞানকে স্মরণ করা যায়। যোগ এবং জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হওয়া সম্ভব। বাবাকে স্মরণ করলে যেমন বিকর্ম বিনাশ হবে তেমন উচ্চ পদাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা যেখানে থাকেন,সেটা হল মুক্তি ধাম তথা ব্রহ্ম লোক। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হল এই ব্রাহ্মণদের লোক। ব্রাহ্মণরা পৈতে অবশ্যই পরিধান করেন ,টিকিও রাখেন কারণ বাবা আমাদের তথা ব্রাহ্মণদের টিকি ধরে নিয়ে যান। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে)বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুনম স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর এবং আত্মা দুটোকেই কাঞ্চন কায়া বানানোর জন্য বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। কখনো বাবার আঙুর লঙ্ঘন করবে না।

২)* পড়ার সময় চেক করবে যে বুদ্ধি এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে না তো! পড়া কখনো মিস্ করবে না। মায়ার বক্সিংয়ে কখনো হার মানবে না।

বরদান :- *স্ব-স্থিতির দ্বারা সবরকম পরিস্থিতিকে পার করতে পারা মাস্টার ত্রিকালদর্শী হও।*

যেসকল বাচ্চারা ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির থাকে,তারা নিজেদের স্ব-স্থিতির দ্বারা সবধরনের পরিস্থিতিকে এমন সহজে ভাবে অতিক্রম করে,যেন কিছুই হয়নি। জ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী আত্মারা সময়ের ভিত্তিতে প্রতিটি শক্তি,পয়েন্ট এবং গুণকে বাবার নির্দেশিত পথে চালিত করে থাকে। এরকম নয় যে,যখন সময় হবে তখন সহন-শক্তিকে নির্দেশ দেবে আর কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর সহন-শক্তি

আসবে। যেই সময় যে শক্তি, যেই বিধিতে প্রয়োজন,সেই সময় নিজের কাজ সঠিক ভাবে করলে,তবেই বলা হবে সম্পত্তির মালিক, মাস্টার ত্রিকালদর্শী।

স্লোগান :- *যিনি সর্বদা খুশি থাকেন এবং সবাইকে খুশি বিলিয়ে থাকেন,তিনিই হলেন প্রকৃত সেবাধারী। *

"মিষ্টি বাচ্চারা -বিজয় মালাতে আসতে হলে তোমাদের নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে যে, নিরাকার শিববাবা স্বয়ং আমাদের পড়াচ্ছেন এবং উঁনি ওনার সাথেই আমাদের পরমধামে নিয়ে যাবেন। আর এই নিশ্চয়তা থেকে আমরা যেন কখনও শংসয়াতীত না হই।"

প্রশ্ন :- বিজয়ী রত্ন হবার লক্ষ্যে এগোচ্ছ, এমন আত্মাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে?

উত্তর :- ১) বিজয়ী রত্নের লক্ষ্যে যে আত্মারা, তাদের কখনও বাবার কোনও কথার প্রতি সংশয় আসে না। যেহেতু তারা হন নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা। তারা নিশ্চিত থাকেন যে, বর্তমানের এই সময়টা হল সঙ্গমযুগ। শীঘ্রই এই দুঃখধাম সমাপ্ত হয়ে সুখধাম আসবে।

২) শিববাবা স্বয়ং আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। উঁনিই আমাদের দেহী-অভিমানী বানিয়ে ওঁনার সাথেই আমাদের পরমধামে নিয়ে যাবেন। উঁনি (পরমাত্মা) স্বয়ং সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের সাথে কথাও বলেন। আমরা এখন ওঁনার সন্মুখেই বসে আছি।

৩) পরমাত্মা যেমন আমাদের পিতা, তেমনি উঁনি আবার আমাদের রাজযোগেরও শিক্ষা প্রদান করেন-তাই ওঁনাকে শিক্ষক বা শিক্ষাগুরুও বলা হয়। উঁনিই আবার আমাদের শান্তিধামেও নিয়ে যাবেন- এই কারণে ওঁনাকে সদগুরুও বলা হয়ে থাকে। --এরকম নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারাই, সর্ব ক্ষেত্রেই বিজয়ী হয়।



গীত :- তোমাকে পেয়েই আমাদের সব পাওয়া হয়ে গেছে, এই পৃথিবী এমনকি আকাশও পাওয়া হয়ে গেছে.....।

ওঁম্ শান্তি! বাবা বাচ্চাদেরকে ওঁম্ শান্তির সঠিক অর্থ বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকটি কথা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে হবে। যখন বাচ্চারা বলবে ওঁম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা, আর এটা আমার শরীর। তেমনি বাবাও বলে থাকেন, অহম্ আত্মা পরমধাম নিবাসী। অর্থাৎ তঁনি পরমাত্মা। ওঁম্..... শব্দটি বাবা যেমন বলতে পারেন, বাচ্চারাও তা বলতে পারে। অহম্ আত্মা (আমাদের) বা পরমাত্মার উভয়েরই স্বধর্ম হল শান্ত স্বরূপ। তোমরা তো জানোই *আত্মারা প্রকৃত অর্থে শান্তিধাম নিবাসী।* সেখান থেকেই এই জাগতিক কর্মক্ষেত্রে আসে, নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে। এটাও জানো যে, আমি আত্মার স্বরূপ এবং পরমপিতা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি! যেকথা মনুষ্য সমাজ এখনও জানে না। তাই বাবা স্বয়ং এসে তা বুঝিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই (বি কেরা) অন্যদের আবার তা বোঝায়, *আমাদের প্রকৃত বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি একাধারে যেমন আমাদের শিক্ষক তার সাথে আবার সুপ্রীম সদগুরুও বটে। যিনি আমাদেরকে ওঁনার সাথেই পরমধামেও নিয়ে যাবেন।* জগতে অনেকেই গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা নিশ্চিত হয়েছে যে, এক পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন একমাত্র বাবা, যিনি সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষাও দিয়ে থাকেন আবার তিনিই সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে সাথে করেও নিয়ে

যাবেন। *এইরূপ নিশ্চয়তার আধারেই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত।* তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ওনার বিজয় মালাতেও স্থান পাবে। ক্রমে রুদ্রমালা ও বিষ্ণু মালাতেও। ভগবান উবাচ - "আমি একমাত্র তোমাদের অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই রাজযোগ শিখিয়ে থাকি।" সে হিসাবে আমি তোমাদের শিক্ষকও। তাই আমার শ্রীমত তো অবশ্যই পাওয়া উচিত- তাই না! তাই পরমাত্মা স্বয়ং বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু হয়ে আলাদা আলাদা মতও দিয়ে থাকেন, যার ফলে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মত পাওয়া সম্ভবপর হয়। সকল আত্মাদের জন্য একটাই মত হওয়ার কারণে শংসয় আসার প্রশ্নই ওঠে না। তোমরা জানো, আমরা ব্রাহ্মণেরা হলাম ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত, ঈশ্বরের বংশাবলী। গড যিনি, উনি ফাদারও, আবার উনিই সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা। জগতের মানুষেরা তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই এই গুণ-গানও করে থাকে, "তুমিই আমাদের মাতা-পিতা, আর আমরা তোমার সন্তান।" তা হলে তো তা পরিবারই হচ্ছে -তাই না! একমাত্র ভারতীয়রাই তা গেয়ে থাকে। যদিও সে সব এখন অতীতের কথা। বর্তমানে এখন তোমরা বি কে-রই পরমাত্মার সন্তান হয়েছে আর তাই তোমরা ওনার মত ও শিক্ষাও পাচ্ছে। বাবা, আপনার শ্রীমত অনুসারে চললে যে সব পাপ আছে সে সবই যোগবলের দ্বারা কেটে যাবে। একমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবাকেই পতিত-পাবন, সর্বশক্তিমান বলা হয়ে থাকে। শিববাবা হলেন এক এবং অদ্বিতীয়। উনিই সকলের মাতা-পিতা, তোমরা সেই পরমাত্মার থেকেই এই রাজযোগ শিখছো। ফল স্বরূপ তোমরা অর্ধকল্পের জন্য বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো, যার ফলে পরমধামেও যেতে পারো, যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না, কারণ সেটা যে সুখধাম। *যখন এই দুঃখধামের শেষ হবার থাকে, তখনই তো বাবা আসবেন- তাই না! আর সেই সময়টা হলো সঙ্গমযুগ।* তাই এখন বাবা এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন! আবার দেহী-অভিমানী বানিয়ে নিজের সাথে নিয়েও যান। তোমাদেরকে কোনো মনুষ্য আত্মা এই পাঠ পড়ান না, নিরাকারী শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের সাথেই বাবা যে কথা বলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা শংসয় নেই। তোমরাও ওনার সামনেই বসে আছো। তোমরা এটাও জানো যে, সত্যযুগে তোমরাই দৈবী-গুণ সম্পন্ন দেবতা ছিলে তাই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গেরও ছিলে। এখন ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পাঠ সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছো। জগতে এটা তো প্রচলিত আছে, "দীর্ঘ-সময় অনেক কাল ধরে আত্মা আর পরমাত্মা উভয়ের থেকে পৃথক ছিল ।" সত্যযুগের শুরুতে প্রথম দিকে কেবল দেবী-দেবতারাই ছিল, তারাই আবার কলিযুগের শেষে পতিত আত্মাতে পরিনত হয়েছে। তারাই কেবল পুরো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে। বাবা সেই হিসাবটাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু জাগতিক সন্ন্যাসীদের ধর্ম হলো ভিন্ন প্রকৃতির। কল্প-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম বর্তমান। সর্বপ্রথমে আদি দেবী-দেবতা ধর্মের গঠন হয়েছে। যা কোনও মনুষ্য আত্মা সেই দেবী-দেবতার ধর্ম স্থাপন করতে পারে না। বর্তমানে সেই দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, তবে এখন আবার তার পুনঃ-স্থাপনা হতে চলেছে। আবার সত্যযুগে তোমরা নিজেদের প্রালঙ্ক ভোগ করবে। এটাই হলো তোমাদের জবরদস্ত কামাই।

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন বাবার থেকে সেই সত্যিকারের উপার্জন করে চলেছ, যার ফল স্বরূপে সত্যযুগে তোমরা সর্বদাই সুখী হয়ে থাকতে পারবে। তাই এই প্রকৃত কামাই এর প্রতি গভীর মনোযোগী হতে হবে। বাবা কিন্তু কখনও এমন বলেন না যে, তোমরা ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে আসো। তা তো করে জগতের সন্ন্যাসীরা। তাদের বৈরাগ্য আসার কারণে, তারা ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল পন্থা। এই বৈরাগ্যের দ্বারা কখনও সৃষ্টি-জগতের কোনও কল্যাণ সাধন হয় না। তবুও ভারতের লোকেদের কাছে এই সকল সন্ন্যাসীদের ধর্ম-

আচরণ খুবই ভাল লাগে। ভারতকে বিশ্ব-জগতে তুলে ধরার জন্যই সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। যেহেতু দেবতারা তখন বাম মার্গে (পতিত অবস্থায়) চলে যায়। বাড়ি যেমন অর্ধ পুরানো হলে একটু আধটু মেরামত করানো হয়ে থাকে, দু-এক বছর অন্তর অন্তর নতুন করে রঙ করাও হয়। কেউ কেউ মনে করে যে লক্ষ্মীকে আহ্বান করলেই তিনি আসবেন, কিন্তু তিনি তখনই আসবেন যখন সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগৎ পবিত্র ও শুদ্ধ হবে। ভক্তিমার্গে সবাই মহালক্ষ্মীর আরাধনা করে থাকে তার থেকে ধন-সম্পদ লাভ করার জন্য। কিন্তু জগৎ-এর মা অম্মার কাছে কখনও ধন-সম্পদ চায় না। ধন-সম্পদের জন্য তারা কেবল লক্ষ্মীকেই আহ্বান করে। দীপ-মালার জাঁকজমক উৎসব দীপাবলির দিন ব্যবসায়ীরা পূজার অর্ধে টাকা রেখে পূজা করে, কারণ তারা মনে করে এতে তাদের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে ও তাদের সকল মনোকামনাও পূরণ হবে। অথচ জগৎ অম্মার বেলায় কেবল মেলার আয়োজন করা হয়। আর সেই মেলার উদ্দেশ্য হল- জগৎ পিতার সাথে জগৎ অম্মার মিলনের মেলা, যেটা হল প্রকৃত মিলন মেলা এবং এই মিলন মেলাতেই সত্যিকারের লাভবান হওয়া সম্ভব। এই মিলন মেলায় অনেক আত্মারা আবার দিকব্রান্তও হয়ে যায়, কোথাও যেমন নৌকো ডুবি হয়, আবার কোথাও বা দুর্ঘটনাও ঘটে। ভিড়ের মধ্যে কতই না ধাক্কাও খেতে হয়। ভক্তির এই মিলন মেলাতে কতই না আগ্রহ থাকে আত্মাদের, যেহেতু তারা শুনেছে যে, এই মেলা-আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন-মেলা। এই মিলন মেলা খুবই প্রসিদ্ধ, কারণ এই মেলা কেবল ভক্তিমাগেই আয়োজিত হয়। এখানে রাম রাবণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। তাই বাবা সকলকে খুব ভালো রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন যে, "(এসব দেখে) কখনো মূর্ছিত অর্থাৎ অচেতন হয়ে পরবে না। রাম এবং রাবণ দুজনেই সর্বশক্তিবান। আর তুমিও সেই যুদ্ধের ময়দানেই আছো।" কেউ কেউ তো ঘন ঘন মায়ার কাছে হেরে যায়, তাই বাবা বলেন, * "তুমি সর্বদা আমাকে অর্থাৎ প্রকৃত ওস্তাদ পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে কখনই মায়া তোমাকে হারাতেই পারবে না।" বাবাকে স্মরণের মাধ্যমেই থাকলেই তুমি বিজয়ী হবে অবশ্যই। * যদিও এই জ্ঞান বোঝার জন্য মুহূর্ত মাত্র সময়ের প্রয়োজন। বাবা তা আবার বিস্তারিত ভাবেও বুঝিয়েও দেন, -এই সৃষ্টিচক্রের চক্র কিভাবে তা ঘুরছে! বাদামের খোলার ভিতর যেমন বীজ বাদাম, তোমরা বাচ্চারাও তেমনি বীজ-স্বরূপ। (শরীরের ভিতরের আত্মাও তেমনি বীজ স্বরূপ) আর সৃষ্টিকর্ষী ঝাড়কে তো জানোই তোমরা! একেই বলা হয় কল্পবৃক্ষ। কিন্তু এর আয়ু তো আর লক্ষ লক্ষ বছর হতে পারে না। যদিও এই বৃক্ষ বিভিন্ন ধর্মের। অথচ কোনও এক ধর্মের সাথে অপর কোনও ধর্মের মিল নেই। এক অপরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন ইসলাম-ধর্ম অবলম্বনকারীরা কতই না কালো (অপবিত্র) অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, যদিও তাদের ধনসম্পত্তি প্রচুর আছে, তবুও ধনসম্পত্তির পিছনেই তো সবাই ছুটে চলেছে। কিন্তু ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশী ধর্ম নিয়েই এই ঝাড় কল্প-বৃক্ষের। তোমরা জেনেছো, কিভাবে এই ঝাড়ের বৃদ্ধি পায়, তাই এর তুলনা বটবৃক্ষের সাথে করা হয়। আগামী বাস্তব তোমরা এখনই দেখতে পাচ্ছো- বৃক্ষের এই ঝাড় কিভাবে ক্রমশঃ লুপ্ত হতে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মের যদিও বা অস্তিত্ব থাকবে, কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্মের কেউই থাকবে না। কলকাতায় এমন (বোটানিক্যাল গার্ডেনে) বট-গাছ দেখতেও পাবে, গাছটার এত বৃদ্ধি হয়েছে, সম্পূর্ণ গাছটায় সবুজ পাতায় ভরে গেছে, একটা বিশাল ঝাড় স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার আদি মূলটাই আজ আর নেই।

"বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো যে নাটক এখন প্রায় সম্পূর্ণ, শেষ হতে চলেছে। এখন তাই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে নিজধামে অর্থাৎ বাবার কাছে। তোমরা তো আমার কাছেই ফিরে আসবে। এটাও জানো যে, ভারত ব্যতীত আর কোনো খন্ড স্বর্গ হতে পারে না।" প্রাচীন

ভারতের যথেষ্ট সুখ্যাতিও আছে। কিন্তু জগতের লোকেরা তো গীতাতে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে। বাবা বলেন- কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে তো আর কেউ পতিত পাবন বলে না, তখন এক নিরাকার পরমাত্মাকেই মানবে। কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার। এই একই নাম, রূপ, দেশে কৃষ্ণই আবার স্বর্গে আসবেন। যদিও সবার বৈশিষ্ট্য একই রকম হবে না ! প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কর্ম-কর্তব্যও সকলের ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু এই অনাদি নাটক (ড্রামা) বহু পূর্ব থেকেই তৈরি হয়ে আছে। প্রত্যেক আত্মারাই তাদের কর্মফল অনুযায়ী তার নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পাট পেয়ে থাকে। *আত্মা অবিনাশী। আর এই শরীর হল বিনাশী। আমি আত্মা এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীর ধারণ করি। কিন্তু আমি যে আত্মা- সেই প্রকৃত জ্ঞানটাই যে কারও মধ্যে থাকে না। *বাবা এসে নতুন করে সেই জ্ঞানের কথাই শোনান। উনি বলেন, "ওহে আমার হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চারা।" বাচ্চারাও উত্তরে বলে, বাবা ঠিক এভাবেই আপনার সাথেই মিলিত হয়েছিলাম ৫ হাজার বছর পূর্বে।

যোগবলের দ্বারা তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছ। *সবচাইতে বড় হিংসা হলো একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়ে কামাগ্নির হিংসা করা। এটা তো বার বার বোঝানোও হয়েছে যে, শারিরিক বাহবলের দ্বারা লড়াই করে কেউ কখনও বিশ্বের মালিক হতে পারে না। তা কেবল যোগবলের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। * কিন্তু শাস্ত্র-পুঁথি ইত্যাদিতে দেবী-দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের যুদ্ধও দেখানো হয়েছে। অথচ, বাস্তবে তো তা হয়ই না। এখানে তোমরা বাবার থেকে প্রাপ্ত যোগবলের শক্তি দ্বারা জয়যুক্ত সক্ষম হও। যিনি সমগ্র বিশ্বেরই রচয়িতা, তাই উনি নিশ্চয় নতুন বিশ্বেরই রচনা করবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণই সেই নতুন দুনিয়া তথা স্বর্গের মালিক ছিলেন। আমরাও তখন সেই স্বর্গেরই মালিক ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে একেবারে কানা-কড়িহীন হয়ে পড়েছি। এখন আবার আমরা পবিত্র পাবন হতে চলেছি। ভক্ত তো অনেক আছে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তি কারা করছে ? --যারা এখন ব্রাহ্মণ, তারাই শুরু থেকে ভক্তি করে আসছে। তবেই তো তারা এসে ব্রাহ্মণ হয়েছে। প্রজাপিতা (প্রজাদের পালক) উনি তো আর সূক্ষ্মবতনে অবস্থান করেন না। ব্রহ্মার অবস্থান তো এখানেই হতে হবে। যার শরীরে বাবা প্রবেশ করবেন, তাই তাকে তো এখানেই থাকতে হবে। তোমরা ভেবে থাকো যে মাশ্বা আর বাবা যখন এখানে, তবে উনি ওখানেও আছেন আবার সূক্ষ্মবতনেও আছেন। যদিও এসব সূক্ষ্ম জটিল ব্যপার খুব ভালোভাবে বোঝা প্রয়োজন। তোমরা কত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেবা করবে তার নির্দেশনাও বাবা সব সময়ই দিয়ে থাকেন। বাচ্চারাও তেমনি নতুন নতুন তথ্য উদ্ভাবন করছে। কেউ কোনও নতুন কিছু উদ্ভাবন করলে, বাবা বলে থাকেন আগের কল্পেও ঠিক এভাবেই এটার উদ্ভাবন হয়েছিল, তারপরে সেটার আবার উন্নতি সাধনও হয়েছিল। স্বর্গ আর নরকের যে গোলক বানিয়েছো, সেটা খুবই ভাল হয়েছে। কৃষ্ণকে সবার-ই খুব ভালো লাগে। কিন্তু তারা তো এটাও জানে না যে এই কৃষ্ণই আসলে নারায়ণে পরিণত হয়। এসব কথা যথেষ্ট যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। তোমাদের এই ভূ-গোলক তো আরও অনেক বড় হওয়া প্রয়োজন। যা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু হবে, যার মধ্যে নারায়ণের ছবিও থাকবে আবার কৃষ্ণেরও- যা হতে হবে বিশাল আকারের। অনেক বড় আকারের হলে সকল মানুষই তা খুব ভালো রীতিতে দেখতে পায়। যেমন পান্ডবদের কত বড় বড় চিত্র বানিয়েছো। তোমরাই তো সেই পান্ডব -তাই না! কিন্তু প্রকৃত অর্থে কেউই অত উচ্চ বা এত বড় শরীরধারী নয়। যেমন সাধারণতঃ মানুষেরা ৬ ফুটের কাছাকাছি হয় তেমন। আবার এরকম মনে কোনো না যেন, সত্যযুগের আত্মারা দীর্ঘায়ু হয় বলে তারা আকৃতিতেও তেমনি বিশাল লম্বা। বেশি লম্বা শরীরের মানুষ ততটা শোভনীয় নয়। কিন্তু

বোঝানোর জন্য তো বড় আকারের চিত্রেরও প্রয়োজন। সত্যযুগের চিত্রে খুব সুন্দর চিত্রাঙ্কন করতে হবে। আর তার উপরের দিকে থাকবে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, নীচে রাধা-কৃষ্ণের চিত্র দিতে হবে, যারা রাজকুমার আর রাজকুমারী।

এই সৃষ্টিচক্র ক্রমাগত ঘুরতেই থাকে। বর্তমানের ব্রহ্মা-সরস্বতী ভবিষ্যতের লক্ষ্মী-নারায়ণ। আমরাও ব্রাহ্মণ থেকে দেবী-দেবতায় পরিনত হই। আমরা এটাও জানি যে, আমাদের মধ্যে থেকেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে এবং পরবর্তী কালে আবার রাম-সীতাও হবে। আমরাই স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করবো। বাম্বারা, এইরকম চিত্র বানাও এ বিষয়ে কাউকে যখন বোঝাবে, তখন তারা খুব মজাই পাবে। তারা সবাই বলবে বাঃ! এই জ্ঞান তো অতি উত্তম। হঠযোগীরা এই জ্ঞান দিতেই পারবে না। সত্যযুগ ছিল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের। কিন্তু বর্তমান দুনিয়, যা এখন সম্পূর্ণ অপবিত্র। এই বাবা ব্যতীত অন্য কেউই বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা দিতে জানে না। তোমরা জেনে গেছো, বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন! তাই তা ভালো রীতিতে মনোযোগ সহকারে আমাদের ধারণ করা উচিত। একমাত্র জ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই মানুষ অনেক উন্নত হতে পারে। বর্তমানে তোমরা এখন অহল্যা, কুন্ডা ইত্যাদির মতন পাথর তুল্যা। কিন্তু বাবা যেখানে তোমাদের পড়াচ্ছেন, সেই পাঠের মাধ্যমে তোমরা আবার সারা বিশ্বের মালিক হতে চলেছ। যেহেতু তিনিই একমাত্র জ্ঞানের সাগর। তাই বাবা এখন বলছেন, "নিজেকে অশরীরি ভাবো। অশরীরি ভাবে এসেছো আবার অশরীরি ভাবেই যেতে হবে।"*

তোমরা তো জেনেছো, তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, যা খুবই আশ্চর্যের! এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের পাট ভরা আছে, যা কখনই মুছে যায় না। যার কোনও আদি-অন্তও নেই। সত্যি খুবই আশ্চর্যের কথা এটা! আমরা আত্মারা লাগাতর ৮৪-বার জন্মের চক্র লাগিয়ে থাকি, যার কোনও অন্তই নেই। এখন আবার আমরা পুরুষার্থ করছি। এই আত্মার মধ্যেই সে সমস্ত জ্ঞানও আছে। স্টার তথা তারার গুরুত্ব অনেক বেশি যদিও তা ক্ষুদ্র হীরের মতন। তা যত উজ্জ্বল হবে, তার দামও তত বৃদ্ধি পাবে। এই এক-একটি তারা কত বিশাল জ্ঞানে ভরপুর। এ কথা প্রচলিতও আছে, দুই ব্রহ্মকুটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করা চমকানো এক তারা। এই সৌন্দর্য্যকে কেবল তোমরাই জানো। বাবা জানাচ্ছেন, উনিও এক তারা (স্টার) স্বরূপ, যার সাক্ষাৎকার তোমাদেরও হতে পারে। কিন্তু জগতের মানুষেরা তো শুনে আসছে, পরমাত্মা সূর্যের ন্যায় তেজস্বয় অথও জ্যোতি স্বরূপ, তাই তারা এমনটাই মনে করে। তাই বাবা (পরমাত্মা) যদি তাদেরকে তারা (স্টার) স্বরূপ হয়ে দর্শনও দেন, তবুও সাধারণ মানুষেরা ওনাকে তা মেনে নিতে পারবে না। এরকম অনেক ধ্যানমগ্ন থাকা আত্মাদের তেজস্বয় জ্যোতি বলতে যা বোঝায় তারই সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। যাই হোক, তোমরা তো বুঝতে পেরেছো, পরমাত্মা একটি স্টার অর্থাৎ তারা স্বরূপ। *আচ্ছা-*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাম্বাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত! রুহানী বাবা রুহানী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যখন্ডের মালিক হওয়ার জন্য প্রকৃত উপার্জন করতে হবে বাবার থেকে। ওস্তাদ স্বরূপ বাবার স্মরণে থেকে মায়াজীত হতে হবে।

২) বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়ার জন্য, বাবার যেসব শিক্ষা পেয়ে থাকো, তার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। আর সেই শিক্ষাকে খুব ভালো রীতিতে ধারণও করতে হবে।

বরদান :- বাবার ছত্রছায়ার নীচে থেকে সর্বদা নিরাপদ অনুভবকারী আত্মা হয়ে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত হও।

ব্যখ্যা :- যেমন স্থূল দুনিয়াতে রোদ কিম্বা বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আমরা ছত্রছায়ার আধার নিয়ে থাকি, যা হলো স্থূল ছত্রছায়া আর এটা হলো স্বয়ং বাবার ছত্রছায়া, অর্থাৎ যিনি আত্মাদেরকে সবসময়ই নিরাপদে রেখে থাকেন। সেখানে আত্মাকে কোনও প্রকারের আকর্ষণই নিজের দিকে আকর্ষিত করাতে পারে না। অন্তর থেকে বাবাকে ডাকলেই, তুমি তেমনি নিরাপদে থাকবে। পরিস্থিতি যেমনই আসুক না কেন, বাবার ছত্রছায়ায় থাকা আত্মারা সর্বদাই নিরাপদ অনুভব করে থাকে। মায়ার কোনও প্রভাব সেখানে বিন্দুমাত্রও পরতে পারে না।

স্লোগান :- এমন স্বরাজ্য অধিকারী হও, যাতে অধীনতা সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হয়ে যায়।

১৯-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার-সাগর মন্থন করে ভারতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এবং নতুন দুনিয়ার যুগকে প্রমাণ করতে পারলেই কল্পের আয়ু এমনই প্রমাণ হয়ে যাবে "

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের এমন কোন বিষয়ে গভীর উদ্বিগ্ন আছে যা অন্য মানুষের থেকে ভিন্ন ?

উত্তরঃ - তোমাদের গভীর উদ্বিগ্ন হলো, পাপাদিতে পূর্ণ বিশ্ব-তরুণীর স্যালভেজ করে (জলগর্ভ থেকে উদ্ধার করা) সবাইকে সত্য নারায়ণের কথা বা অমরকথা শুনিয়ে সকলের উল্লসিত করা । কিন্তু বড় বড় মহল, অহর্নিশি বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি থাকায় মানুষ বুঝতে পারেনা যে সেসব ফলস্, আর্টিফিশিয়াল উল্লসিত । প্রকৃত উল্লসিত ছিল সত্যযুগে, বাবা এসে যা আবার ফিরিয়ে আনছেন ।

গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ. . .

ওম্ শান্তি । দীননাথ নিশ্চয়ই এসেছেন, কিন্তু তাঁর আসার সঠিক দিন বা সময়ের উল্লেখ নেই । যেমন বলা হয়, আজ অমুক দিন, অমুক মাস, অমুক বছর তেমনই নিশ্চিত ডেট, যুগ প্রভৃতির উল্লেখ থাকা উচিত । যাই হোক, দীননাথ কবে এসেছেন, তারা সেই প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ করেনি । সত্যযুগের আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণ যে বিদ্যমান ছিলেন সেই সময়কালের উল্লেখ থাকা উচিত, যে, তাঁদের রাজত্বকাল অমুক অব্দে ছিল । লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগারম্ভকাল বিদ্যমান এবং অন্য সকলেরও তাদের নিজ নিজ সন তারিখ বিদ্যমান । গুরু নানকেরও অবশ্যই লেখা হয়ে থাকবে যে, কোন সালে তিনি জন্ম নিয়েছেন । সন তারিখ ছাড়া তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না । লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারত শাসন করতেন, সুতরাং, তাঁদের শাসনকালের সন তারিখ অবশ্যই থাকবে । তাঁদের শাসনযুগই স্বর্গের যুগ । লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে রাজত্ব করেছেন, কোন যুগ থেকে কোন যুগ পর্যন্ত তাঁরা শাসন করেছেন ? বলা হয়ে থাকে এই শাসনকাল পাঁচ হাজার বছর আগের । গীতা জয়ন্তীর সময় কিন্তু আলাদা । শিব জয়ন্তী এবং গীতা জয়ন্তীর মধ্যে ফারাক নেই । কৃষ্ণ জয়ন্তী আবার একটু আলাদা হবে । তোমাদের লিখতে হবে, লক্ষ্মী- নারায়ণেরও সেই একই যুগ । এও তোমাদের বিচার-সাগর মন্থন করতে হবে, পাবলিককে কিভাবে বোঝাবে ! লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগ কেন দেখানো হয়না ? তারা বিকর্মের সময়কাল দেখায়, কিন্তু বিকর্মজিত হওয়ার সময় কোথায় ? তোমরা বাচ্চারা এখন ভালোভাবে জানো, সুতরাং, তোমাদের উচিত ভারতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এবং নতুন দুনিয়ার শকাব্দ উল্লেখ করা । নতুন দুনিয়ায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল, অতএব তোমরা এটা তাঁদের যুগও বলতে পারো । তোমরা হিসেব করলে দেখবে এই শকাব্দ পাঁচ হাজার বছর আগের । তোমাদের প্রমাণ সাপেক্ষে কল্পের আয়ু সহজেই প্রমাণ হয়ে যাবে আর তারা যে লক্ষ বছর লিখেছে তা ভুল প্রমাণিত হবে । বাবা, যিনি মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের বীজ, তিনি এসে এই সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেন । তিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের কথা জানেন । লক্ষ্মী- নারায়ণের ডিনায়স্টি পাঁচ হাজার বছর আগে বিদ্যমান ছিল, আর রাম-সীতার ডিনায়স্টি তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ বছর আগে বিদ্যমান ছিল, তারপর তাঁদের ডিনায়স্টি চলতে থাকে । এরপরে রাজা বিক্রমের যুগ শুরু হয় । এমনকি রাজা বিক্রমের যুগও সঠিক নয় ; মাঝখানের কিছু বছর লুপ্ত । এটা হওয়া উচিত ২৫০০ বছর । এর কিছু পরেই ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মের শুরু হয় । এদের যুগ দুহাজার বছর আগে শুরু হয়েছে এমন দেখানো হয়েছে । তোমরা

জানো যে, তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে, সেই তোমরাই চক্র আবর্তন সম্পূর্ণ করে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ । খুব স্পষ্টভাবে তোমাদের এই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাতে হবে । ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা আবারও একবার দেবী-দেবতা হচ্ছ । যদি তোমরা এই হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি বুঝে থাকো, তবে যুগও বুঝতে হবে । সিঁড়ির ছবিতে শকাব্দ লেখা আছে । ভারতের সন তারিখ লুপ্ত হয়ে গেছে । যাঁরা পূজ্য ছিলেন তাঁদের সময়কাল তারা হারিয়ে ফেলেছে । তারপর পূজারীদের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল । তারা অশোক পিলারের প্রসঙ্গে বলে । অশোক অর্থাৎ শোক রহিত । দ্বাপর যুগে অশোক তো কেউ হয়ই না । অশোক স্তম্ভ অর্ধকল্প ধরে সত্যযুগ আর ত্রেতা পর্যন্ত চলে । এটা তাঁদের মহিমা ; শোক পিলারের কোনও মহিমা হয়না । এখানে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই । তারা নাম রেখেছে অশোক হোটেল, কিন্তু এটা সেরকম নয় । অর্ধকল্প ধরে তারা ঋণভঙ্গুর সুখকে অশোক বলে, অথচ অশোক হওয়ার মতো (দুঃখ ব্যতীত) তেমন কোনও কিছুই এখানে নেই । তারা মদ- মাংস এবং নানারকম অপবিত্র জিনিস ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তারা বুঝতে পারেনা কিভাবে দুঃখী হয়েছে আর তার কারণই বা কি ! এখন তোমরা বুঝতে পারছ, পূর্ব কল্পে যারা সুখী ছিল তারাই এইসব কথা শুনবে । যারা ওখানে ছিলনা তারা শুনবেও না ! যারা ভক্তি সম্পূর্ণ করেছিল তারা এসে কিছু না কিছু শিক্ষা নেবে । এই নলেজ শুনে লোকে খুশি হবে । ছবিও ক্রিয়ার আর শকাব্দেরও উল্লেখ আছে । ব্রহ্মা বিষ্ণুর জন্মও এখানেই হতে হবে কিন্তু শংকর সৃষ্টিবতনের আর শিব হলেন মূলবতনের । তারা সৃষ্টিবতন বা মূলবতন সম্পর্কে কিছু জানেনা, এইজন্য তারা শিব-শংকরকে একসাথে মিলিয়ে দিয়েছে । শিব পরমপিতা, পরমাত্মা সেখানে শংকর হলেন দেবতা । দুজনে একত্রীকৃত হতে পারেননা । বাচ্চারা তোমাদের এখন ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা এখন সেই নেশায় চড়ে আছ । দিনরাত এই উত্সাহ থাকা উচিত কিভাবে অন্যদের বোঝানো যায় । অষ্টানীকেই একমাত্র বোঝানো যায় । তোমরা বুঝতে পারছ যে, ভারত পূর্বে কি ছিল আর কিভাবে ডাউনফল হয়েছে । দুনিয়ার সবাই ভাবে কত উন্নতি হয়েছে ! আগে তো এত বড় বড় মহল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কিছু ছিলনা । আর এখন প্রভূত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা জানেনা যে, এই বিশাল উন্নতি সবটাই আর্টিফিশিয়াল, মেকি ! প্রকৃত উন্নতি ছিল সত্যযুগে । তোমাদের বোঝাতে হবে যে, তারা তাদের বাঁধা নিয়মে চলে, তোমাদের নিয়মধারা ভিন্ন । তোমরা খুশি এই কারণে যে, ময়লা জলে ডুবন্ত বিশ্ব তরণীকে বাবার নলেজ দ্বারা তোমরা স্যালাভেজ করছ । বাবা আবারও একবার সত্য নারায়ণ হয়ে ওঠার অমর কথা শোনাচ্ছেন । ভক্তিমার্গে লোকে নানারকম গল্পকথা শোনায় । তোমরা বুঝতে পারো সেইসব বানানো, এতে কোনও লাভ হয়না । তোমরা তো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ছ, তবুও তো দুনিয়া ক্রমশঃ তমঃপ্রধান হয়েই যায় । তোমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচেই নেমেছ, লাভ কি হয়েছিল ? শিখেরাও সম্মিলিত হয়, যেখানে এক পুকুরে তারা স্নান করে । গঙ্গা- যমুনা নদীকে তারা মানেনা । শিখেরা কুম্ভ মেলায় যায়না, তারা তাদের নির্দিষ্ট পুকুরেই যায় । তাদের বিশেষ প্রোগ্রাম থাকে । কখনও কখনও তারা সেই পুকুরের সংস্কার করে অর্থাৎ পরিষ্কার করে । সত্যযুগে এইসবের কোনও অস্তিত্বই নেই । সত্যযুগে নদী ইত্যাদি সবই সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ । সেখানে গঙ্গা -যমুনায় কোনরকম ময়লা বা আবর্জনা পড়েনা । সেখানের গঙ্গাজল আর এখানের গঙ্গা জলে রাতদিনের ফারাক । এখানে গঙ্গায় অনেক আবর্জনা পড়ে, সেখানে সবকিছু ফার্স্টক্লাস । বাচ্চারা, তোমাদের তো এখন অনেক খুশি, তোমাদের ভবিষ্যৎ রাজধানীও এইরকম হতে যাচ্ছে । পাঁচ হাজার বছর পরে শ্রীমৎ অনুসরণ করে আবার একবার আমরা স্বর্গ স্থাপনা করছি । যাকে বলা হয় স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য শাসন করেছিলেন । শান্তিধাম এবং নির্বাণধাম এক । তোমরা জানো, আমরা শান্তিধামে কিভাবে বাস করি । সর্বোচ্চে শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর ; তারপরে দেবতাদের মালা, তারও পরে ঋত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র । নিরাকার ঝাড় থেকে নম্বর অনুসারে আত্মারা নীচে আসতে থাকে । যারা সত্যযুগে আসবেনা তারা কখনও পড়তে আসবেনা । এমনকি হিন্দু ধর্মই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । কেউ জানেনা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বিদ্যমান ছিল । সেই ধর্ম কিভাবে, কখন স্থাপিত হয়েছিল তা কারও জানা নেই । এই নলেজ এখন তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরাও অন্যদের বুঝিয়ে দাও । চিত্র বুঝতে খুব সহজ । যে কোনও কাউকে তোমরা বোঝাতে পারো, কখন, কিভাবে তাঁরা রাজ্য লাভ করেছিলেন এবং কতদিন তাঁরা রাজ্য শাসন করেছিলেন । রামসীতারও শাসনকালের শকাব্দ থাকা উচিত, কত অব্দ থেকে কত অব্দ পর্যন্ত তাঁরা রাজ্য শাসন করেছেন ! পরে পরে পতিত রাজারা শাসন করতে শুরু করে । দেবতারাই মুখ্য যাঁদের পূজা হতো । বাস্তবে, যাঁরা পূজার যোগ্য তাঁদের মহিমা হওয়া উচিত । ভক্তিমার্গে তারা সবার পূজা করতে থাকে । প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সময়ে মহিমা হয় । তারা এটাও জানেনা যে, মন্দিরে তারা কার পূজা করছে ! এখন তোমরা তাদের বোঝাচ্ছ যা শুনে তারা খুশি হচ্ছে, আর সেই কারণেই তো তারা সেন্টার খুলছে । তারা জানে, এই নলেজের মাধ্যমে তারা সেই দেবতা হবে । বাবা এসে গরীবকে ধনবান তৈরি করেছেন । বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের বোঝান আর তোমরা বাচ্চারা আবার অন্যদের বুঝিয়ে তাদের ভাগ্য জাগিয়ে দাও । এই সময় তোমরা বাবার থেকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শুনছ, এইসব বুঝতে পারলে তোমাদের সবকিছু জানা হয়ে যাবে । বিশ্বের রচয়িতা, যিনি বীজরূপ তিনি ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিজিওগ্রাফি বলবেন । তিনিই নলেজফুল । তিনি নিরাকার শিব । দেহধারীকে ভগবান, রচয়িতা বলা যাবেনা । নিরাকারই সমস্ত আত্মাদের পিতা । তিনি এখানে বসে সমস্ত আত্মাদের বোঝান, আমি পরমধাম নিবাসী । আমি এই শরীরে এসেছি ; আমিও আত্মা । বাচ্চারা, আমি বীজরূপ, নলেজফুল হওয়ার কারণে তোমাদের বোঝাই । এর মধ্যে না কোনও কৃপা বা আশীর্বাদের কথা আছে, আর না কোনও স্বল্পকালীন সুখের কথা আছে ; অন্যরা সাময়িক সুখ দিতে পারে । কারও কিছু প্রাপ্তি হলে, সেই ব্যক্তির নাম বিখ্যাত হয়ে যায় । এখানে তোমাদের প্রাপ্তি ২১ জন্মের । সেতো বাবা ছাড়া আর কেউ এইরকম প্রাপ্তি করতেই পারবেনা । ২১ জন্মের জন্য তোমাদের নীরোগ কায়া কেউ বানিয়ে দিতে পারবেনা । ভক্তিমার্গে সামান্য সুখলাভেও মানুষ খুশি হয়ে যায় । এখানে ২১ জন্মের প্রারম্ভ লাভ করে । তাসত্ত্বেও, অনেকজন আছে যারা পুরুষার্থ করেনা ; এটা তাদের ভাগ্যে নেই । সবাইকে একরকম পুরুষার্থ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় । অন্য পড়ায় তোমরা ভিন্ন ভিন্ন টিচারও পেয়ে যেতে পারো । এখানে তো তোমাদের একমাত্র টিচার একজন । হতে পারে আলাদাভাবে তুমি কাউকে বোঝাচ্ছ, কিন্তু নলেজ তো সেই একই । এটা নির্ভর করে কতটা জ্ঞান একজন নিতে পারে ! এই একটা কাহিনীর মধ্যে সমস্ত মর্মার্থ মিশে আছে । বাবা তোমাদের সত্য নারায়ণের কথা শোনান । তোমরা তাদের তিথি -তারিখ সব বলতে পারো । কোনো কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি সত্য নারায়ণের কথা শুনাতে পারে কারণ সমগ্র কাহিনী তারা কন্ঠস্থ করে নেয় । তোমরাও সত্য নারায়ণের কাহিনী কন্ঠস্থ করতে পারো । এটা খুব সহজ । বাবা সর্বাগ্রে বলেন, মনমনাভব ! তারপর হিস্ট্রি বোঝাও । তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগ দেখাতে পারো । আসুন ! আপনারা এখানে এলে আমরা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পারি বাবা কিভাবে সঙ্গমযুগে আসেন । ব্রহ্মাতনে এসে সব বুঝিয়ে দেন । কাকে ? যারা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী, যাঁরা পরে দেবী-দেবতায় পরিগণিত হন । এটা ৮৪ জন্মের কাহিনী, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার । এটাই পুরো নলেজ যা তোমাদের অবশ্যই শুনে পরে রিপিট করতে হবে । এটা তখন তোমাদের বুদ্ধিতে আসবে যে, তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে এবং কিভাবে তারপর চক্রে এসেছিলে ! এই হলো সত্য নারায়ণের কথা । কত সহজ এটা ! কিভাবে আমরা রাজ্য লাভ করেছিলাম আর তারপর কিভাবে হারিয়ে ফেলেছি ! কত সময় আমরা রাজ্য শাসন করেছি ! লক্ষ্মী-নারায়ণের কুল

এবং তাঁদের রাজবংশ ছিল। সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজ ঘরানা ছিল। বাবা এখন সঙ্গমযুগে এসে শূদ্রবংশীকে ব্রাহ্মণবংশী বানান। তোমরা প্রকৃত সত্য কাহিনী শুনছ। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের হীরে-জহরতের মহল ছিল। এখন কি হয়েছে! বাবা তোমাদের এই কাহিনী আগেই শুনিয়েছেন। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো খাদ উধাও হয়ে যাবে। যত খাদ তোমরা সরাবে তোমাদের পদও আরও উঁচু হবে। নম্বর অনুসারে সবাই বোঝে। বাবা জানেন, কারা যথার্থভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারে। বোঝানোর ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে নেই, এটা খুব সহজ। এটা সুবিদিত আছে যে, মানুষ দেবী-দেবতা হয়। বারংবার সত্য নারায়ণের কথা শুনাতে থাকো। অন্য কাহিনী মিথ্যা; সত্য কাহিনী এটাই। সেন্টারে সত্য নারায়ণের কথা শোনানো এবং মুরলি পড়া সহজ। যে কেউই সেন্টার চলাতে পারে কিন্তু তোমাদেরও ভালো লক্ষণ হওয়া চাই। তোমাদের একে অপরের সাথে নুন জলের মতো হওয়া উচিত নয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে মিষ্টি না হয়ে চললে তোমরা তোমাদের সম্মান হারাবে। বাবা বলেন, তোমরা আমার বদনাম করলে, তোমরা উঁচু পদ লাভ করতে পারবেনা। গুরুগণ তাদের নিজেদের জন্য বলে দিয়েছে। তারা কোনো লক্ষ্যের কথা বলেনা। এক এবং একমাত্র বাবা তোমাদের লক্ষ্য দেখিয়ে দেন। যদি তোমরা তাঁর নিন্দা করো তবে তোমরা লোকসানের ভাগী হবে এবং তোমাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যদি তুমি মুখ কালো করো তবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলবে। কেউ কেউ আছে যারা হার স্বীকার করে নেয়। কেউ সততার সাথে লেখে কেউ আবার মিথ্যাও বলে। নিরন্তর সত্য কথা শুনাতে বুদ্ধি থেকে সমস্ত মিথ্যা বেরিয়ে যাবে। তেমন কোনও কর্ম করোনা যাতে বাবার বদনাম হয়। যাদের সেইরকম অবস্থা থাকে তারা যেখানেই যাক তাদের ব্যবহার একইরকম থাকে। তারা বুঝতে পারে, তারা শোধরাতে পারবেনা। সেইজন্য তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়, তোমরা গৃহস্থ

ব্যবহারে থাকো এবং যখন নলেজের ধারণা হয়ে যাবে তখন সার্ভিস কোরো। ঘরে থাকলে তোমাদের ওপর পাপ জমা হবেনা। এখানে যখন তোমরা কমল ব্যবহার করো তখন তোমরা নিন্দার কারণ হও। এর থেকে তোমাদের পরিবারের সাথে কমল ফুলসম হয়ে ঘরে থাকা ভালো। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ - স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) তোমার ভিতর থেকে যাতে মিথ্যা বেরিয়ে যায় তার জন্য তোমাদের সবসময় সত্য নারায়ণের কথা শুনতে হবে এবং শোনাতে হবে। এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে বাবার নিন্দা হয়।

২) নিজেদের মধ্যে খুব মধুরতা বজায় রাখতে হবে, কখনও নুনজলের মতো হয়োনা। ভালো গুণ ধারণ করে তারপর সেবা করো।

বরদানঃ- সন্তুষ্টির আধারে আশীর্বাদ দিয়ে এবং নিয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব

সকলের আশীর্বাদ তারই লাভ হয় যে স্বয়ং সন্তুষ্ট থেকে সবাইকে সন্তুষ্ট করে। যেখানে সন্তুষ্টি আছে সেখানে আশীর্বাদ আছে। যদি সর্বগুণ ধারণ করতে বা সর্বশক্তি কন্ট্রোল করতে মেহনত লাগে তাহলে তাও ছেড়ে দাও, শুধু অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত দান (শুভ ভাবনার দান) দেওয়া এবং

গুরুজনের আশীর্বাদ নেওয়ার একটাই কার্য করো তাহলে এর মধ্যেই সবকিছু এসে যাবে । কেউ দুঃখ
দিলেও তুমি শুভ ভাবনা রাখো তবে সহজ পুরুষার্থী হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- যে সমর্পিত স্থিতিতে থাকে তার কাছে সকলের সহযোগ স্বতঃ সমর্পিত হয়ে যায় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের কোলে আশ্রয় পেয়েছ, তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে বাবা এই শরীরের দ্বারা আমাদেরকে আপন করে নিয়েছেন।"

প্রশ্ন:- বাবা কোন দিব্য কৰ্তব্য করেছেন যার জন্য তার মহিমার এত গায়ন করা হয়?

উত্তর:- পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। সকল মানুষকে মায়ারূপী রাবণের জেল থেকে মুক্ত করা - এই দিব্য কৰ্তব্য কেবল বাবাই করেন। বেহদের বাবার কাছ থেকেই বেহদ (অসীম) সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যেটা অর্ধেক কল্প পর্যন্ত চলতে থাকে। সত্যযুগে হবে সুবর্ণ জয়ন্তী আর ত্রেতাযুগে হবে রজত জয়ন্তী। সত্যযুগ হল সতপ্রধান, ত্রেতাযুগ হল সতো। দুটোকেই সুখধাম বলা হয়। বাবা এইরকম সুখধাম স্থাপন করেন, তাই তাঁর মহিমার গায়ন করা হয়।

গীত:- ন্যায়বিচারের মন্দির হেথা...

ওম্ শান্তি । বাবা এবং দাদা দুজনে মিলে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। কখনও বাবা বোঝাচ্ছেন আবার কখনও দাদাও বোঝাচ্ছেন। কারণ এই শরীরটা তো দাদারও ঘর। পরমপিতা পরমাত্মা তো পরমধামে থাকেন। নিশ্চয়ই এই ভারতই কোনো সময়ে তাঁর ঘর হয়, তাই তো শিবরাত্রি পালন করা হয়। এখানে শিবের অনেক মন্দিরও আছে। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য অর্থাৎ সকল মানুষকে মায়ারূপী রাবণের জেল থেকে মুক্ত করার জন্য এই ভারত ভূমিতেই তাঁর অবতরণ হয়। কারণ এখন তো রাবণের রাজত্ব। ভারতেই রাবণকে জ্বালানো হয়। আবার শিবরাত্রি এবং কৃষ্ণজয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়। রাবণের রাজত্বও অর্ধেক কল্প ধরে চলে। তারপর বাবা আসেন পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য। কেবল একবারই পবিত্র বানিয়ে দেন, তারপর আর আসেন না। বাবার নাম তো ভারতেই বিখ্যাত। অবশ্যই তিনি কোনও দিব্য কৰ্তব্য করেছিলেন, তাই তো তাঁর এত সুখ্যাতি। মানুষ মানুষকে পবিত্র করতে পারেনা। একমাত্র বাবাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। 'স্বর্গ', 'নরক' এই নাম দুটিও কেবল ভারতকেই দেওয়া হয়েছে। ৫০০০ বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, তখন তাকে পরীস্থান বলা হত। নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। 'বাবা' শব্দটা খুবই মিষ্টি। তাঁর কাছ থেকেই বেহদ (অসীম) সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যে সুখ অর্ধেক কল্প ধরে চলতে থাকে। এর জন্য সুবর্ণ জয়ন্তী এবং রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। সত্যযুগকে সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ত্রেতাযুগকে রজত জয়ন্তী বলা হয়। সত্যযুগ হল সতপ্রধান আর ত্রেতাযুগ হল সতো - এই দুই যুগকে একসাথে সুখধাম বলা হয়। সূর্যবংশীরা হল প্রথম, আর চন্দ্রবংশীরা দ্বিতীয়। বাবা যখন এই ভারতভূমিতে আসেন তখন ভারতকে পবিত্র বানান। তারপর যখন থেকে ভক্তি আরম্ভ হয় তখন থেকে কলা কমতে থাকে। সমগ্র বংশাবলী জরাজীর্ণ এবং তমোপ্রধান হয়ে যায়। সকলেই ভক্ত হয়ে যায়। সাধুও সাধনা করে বাবাকে পাওয়ার জন্য, অর্থাৎ মুক্তি-জীবনমুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। বাবাকে পাওয়ার জন্য অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করতে থাকে। যখন সেই সময় শেষ হয় তখন বাবা পুনরায় ভক্তদের সুখী করার জন্য আসেন। সত্যযুগে তো সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সবকিছুই থাকবে। ওখানে কখনও অকালে মৃত্যু হবে না। কাল্পাকাটি, লড়াই ইত্যাদি হবে না। কে এইসব বোঝাচ্ছেন? বেহদের বাবা। তাঁর তো নিশ্চয়ই একটা নামও আছে। কলিযুগে তো চারিদিকেই অন্ধকার। ভক্তিমার্গে ধাক্কা খাচ্ছে। স্বর্গতে তো দুঃখের কোনও কথাই নেই। সেখানে

সবাই সুখী হয় তাই কেউ ভগবানকে ডাকে না। সত্যযুগকে সুখধাম এবং কলিযুগকে দুঃখধাম বলা হয়। বল্লভাচারী বৈষ্ণবরা মনে করে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সেখানে রাজা-রানীর মত প্রজারাও সুখী ছিল। সেই সময়কেই স্বর্ণযুগ বলা হয়। যারা সত্যযুগ থেকেই সৃষ্টিচক্রতে আসে তাদেরই ৮৪ জন্ম হবে। বাম্বাদেরকে এটা বোঝান হয়েছে যে এইটা হল কল্পবৃক্ষ। এর সমস্ত পাতা তো একই সাথে গজাবেনা। সত্যযুগে একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, তাদেরকে হিন্দু বলা যাবেনা। দেবী-দেবতাদের সম্মুখে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ইত্যাদি গায়ন করা হয়। যারা তাদের পূজারী হবে তারাও নিশ্চয়ই সেই ধর্মেরই হবে। যেমন খ্রিস্টানরা খীশু খ্রিস্টকে স্মরণ করে, তাই তারা ওই ধর্মের। কিন্তু ভারতবাসীরা নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের নামটাই বদলে দিয়েছে। তোমরা জানো যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। আমরাই জন্ম মরণে আসি। আমরাই দেবতা থেকে ক্ষত্রিয় হই। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অস্তিমে শূদ্র হয়ে যাই। শূদ্র থেকে পুনরায় ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রাহ্মার সন্তানরাই ব্রাহ্মণ হয়। প্রকৃতপক্ষে তো সকল আত্মাই শিবের সন্তান। তিনি হলেন বেহদের বাবা। তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা, গড ফাদার কিংবা হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাম্বাদেরকে এখন বিচার করে কর্ম করতে হবে। বাবা যখন স্বর্গ স্থাপন করছেন, তখন কেন না আমরা সেই নতুন দুনিয়ার অধিকারী হব? গান্ধীজিও বলত যে নতুন রাম রাজ্য, নতুন ভারত হবে। আমরা জানি, সেটা এখন স্থাপন হচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন ঈশ্বরের কোলে আশ্রয় পেয়েছ, বাস্তবেই বেহদের বাবাকে আপন করেছ। সবাই তো এমনিই বলে 'ওহ গড ফাদার, কৃপা কর'। কিন্তু বাবা এই সময়ে এসে এই শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে আপন করে নিয়েছেন। ওই কলিযুগী ব্রাহ্মণরা তো বিকারের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান। আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশাবলী। তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাই তো এত সন্তানের জন্ম হয়েছে। এরা সবাই মুখবংশাবলী। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা দত্তক নিয়েছেন। তাই তিনি হলেন মাতা। তুমিই মাতা-পিতা... বাবা, তুমি আমাদের ব্রহ্মা মুখের দ্বারা আপন করেছ। এইটাও বোঝার বিষয়। জ্ঞানের সাগর কেবল বাবাই। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি অর্থাৎ দিন আসে। অজ্ঞানের জন্যই রাত্রি হয়। কলিযুগকে রাত্রি বলা হবে, এটা তো ভক্তিমার্গ। সকল শাস্ত্রই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ঐগুলো থেকে বাবার কাছে পৌঁছানোর রাস্তা পাওয়া যায়না। বাবা কল্পে-কল্পে আসেন। যেহেতু শিবরাত্রি পালন করা হয়, তাই নিশ্চয়ই তিনি আসেন। তাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরকেও দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ কিন্তু শিব পরমাত্মায় নমঃ। ব্রহ্মা এই সাকার সৃষ্টির আদিতম পুরুষ। তিনি এখন বাস্তবে আছেন। সবকিছু সঙ্গমযুগেরই কথা। এখন যাদব এবং কৌরবরাও আছে। যোগবলের অধিকারী শক্তিসেনারা হল পাণ্ডব। তোমরা জানো যে শিববাবা বাস্তবিকই ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন। নিরাকার শিবের মন্দিরও আছে। শিবরাত্রিও পালন করা হয়। কিন্তু সরকার শিবরাত্রিতে ছুটি দেয়না। অন্যান্য সকলের জন্মদিবস পালন করে। ধর্মের মধ্যে শক্তি না থাকার কারণে সবাই অধার্মিক, বেআইনি এবং দেউলিয়া হয়ে গেছে। পবিত্রতা না থাকলে শান্তি-সমৃদ্ধিও থাকবে না। ৫০০০ বছর পূর্বে এই ভারতেই যখন সুবর্ণ জয়ন্তী হয়েছিল তখন পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি সব ছিল। কখনও অকালে মৃত্যু হত না। ভারতের মত এত মহান এবং সম্পত্তিবান আর কেউ হতে পারবে না। এই ভারত ভূমিই হল সবথেকে মহান। তার ইতিহাসও তৈরি হয়ে আছে। এই ভারতই পবিত্র ছিল, এই ভারতই পতিত হয়। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারাই জন্ম নিতে নিতে এখন শূদ্র হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণরা দেবতাদের থেকেও উঁচু। সত্যযুগী দেবতাদের মহিমা আর বাবার মহিমা আলাদা। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর... কিন্তু দেবতাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন... ইত্যাদি বলা হয়। ওখানে বিকার থাকবেই না। কিন্তু

কৃষ্ণপুরীতে কংস, রাবণ ইত্যাদিরা ছিল - এইসব অনেক গল্পকথা শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে। কংসপুরী বাস্তুবে এখনই আছে। এরপর সত্যযুগে হবে কৃষ্ণপুরী। এইটা হল সঙ্গম, তাই ওরা কংস, জরাসন্ধ, রাবণ ইত্যাদিকে সত্যযুগী দেবতাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। ওরা তো আসুরী রাবণ সম্প্রদায়। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছ। ঈশ্বরীয় কোলে এসে পবিত্র হয়ে তারপর ২১ জন্মের জন্য দৈবী কোলে জন্ম নেবে। প্রথম ৮ জন্ম দৈবী কোলে এবং পরবর্তী ১২ জন্ম ঋত্রিয় কোলে। ভারতেই এইরকম গায়ন আছে যে কন্যা ২১ কুলের উদ্ধার করে। তোমরাই সেই কুমারী। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। শিবাবা হলেন দাদু, আর ব্রহ্মাবা হলেন বাবা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। বেহদের বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনিই দাতা। কিন্তু তিনি তো নিরাকার। তাহলে রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন? নর থেকে নারায়ণ বানানোর জন্য অবশ্যই কোনো সাকার শরীর প্রয়োজন। তাই তিনি এই পতিত শরীরে আসেন যে পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছে। এইটা হল বড়োর থেকেও বড়ো বিশ্ব বিদ্যালয় যেখানে স্বয়ং ভগবান বসে রাজযোগ সেখান, রাজাদের রাজা বানান। গীতার রচয়িতা কৃষ্ণ নয়। গীতা মাতা তো কৃষ্ণের জন্ম দিয়েছে। যারা দেবতা হয়েছিল তারা শিববাবার কাছ থেকেই ঐরকম জন্ম পেয়েছিল। খ্রিস্টানরা যীশু খ্রিস্টের কাছ থেকে বাইবেলের দ্বারা খ্রিস্টান জন্ম পেয়েছে। তোমাদেরকে কে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানান? ব্রহ্মার মুখের দ্বারা শিবাবা বানান। এইটা হল তোমাদের বেহদের সন্ধ্যাস। আর ওইটা হল হদের রজগুণী সন্ধ্যাস, নিবৃত্তি মার্গের সন্ধ্যাস। এই পুরাতন ছি ছি দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য এসেছে। তোমরা জানো যে এই জন্ম তো এখন শেষ হয়ে যাবে। তাহলে কেন না আমরা স্বর্গের রচয়িতা বাবাকে স্মরণ করব? বাবা বলছেন, প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা অনেক জন্মের পরে আমার সাথে মিলিত হয়েছ। তোমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছ। এখন তোমাদেরকে পুনরায় দেবতা বর্ণতে যেতে হবে। তবে তার জন্য অনেক নিয়মও আছে। কোনো অশুদ্ধ খাবার খাওয়া যাবেনা। বাবা বলছেন, আমি সঙ্গমযুগে নোংরা-অপবিত্র বস্ত্রকে পবিত্র করার জন্যই আসি। মৃত্যু এখন নিকটে। যাদব, কৌরব আর পাণ্ডবরা যখন আছে তখন পাণ্ডবপতিও নিশ্চয়ই থাকবেন। পরমাত্মাকে পাণ্ডব-পতি/পিতা বলা হয়। তোমরা হলে পান্ডা। তোমরা সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে যাওয়ার রাস্তা বল তাই তোমাদেরকে পাণ্ডব শিব শক্তি সেনা বলা হয়। যাদব অর্থাৎ ইউরোপবাসীরা তো নিজেরাই নিজদের কুলের বিনাশ করে। ভারতে আছে পাণ্ডব এবং কৌরব - যার জন্য বলা হয় অসুর এবং দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছিল। তোমরা তো এখনও দেবতা হওনি, হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে তোমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছ। বাকিরা সবাই আসুরী অর্থাৎ রাবণের মতে চলছে। অর্ধেক কল্প ধরে এই রাবণের মত চলে। এখন তো সমগ্র দুনিয়াই তমোপ্রধান। এইটা হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু, যেখানে বাবা বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যখন রাজত্ব স্থাপন হয়ে যায় তখন বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর ড্রামা অনুসারে ভক্তিমার্গের যত শাস্ত্র আছে সেগুলো তৈরি হবে। সন্ন্যাসীদের অনেক শিষ্য হবে। সবাই পাপ ধোয়ার জন্য গঙ্গাতে যায়। কিন্তু গঙ্গা নদী তো কাউকে পবিত্র করতে পারবেনা। ওটা তো জলের সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা, জ্ঞান সাগর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়া গঙ্গা কোনো পতিত পাবনী নয়। বাচ্চাদেরকে পুনরায় ভক্তির ফল রূপে সুখের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। যে বাবার কাছে এসে পড়বে সেই স্বর্গে যাবে। বাকিরা সবাই নিজ নিজ শাখায় চলে যাবে। নাটকের এই চক্রকেও বুঝতে হবে। এই চক্রকে বুঝেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। ভারত সরকারও চক্র তৈরি করেছে। তাতে তিনটে বাঘ দেখানো হয়েছে আর নীচে লেখা আছে সত্যমেব জয়তে। এখন শিবাবা এসে তোমাদেরকে অর্থাৎ পার্বতীদেরকে অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্য অমরকথা

শোনাচ্ছেন। একেই সত্যনারায়নের কথা বা অমরকথা বলা হয়। একবার এই কথা শুনেই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। বাকি যত কথা আছে সেগুলো কেবল বড় বড় গল্প। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) দেবতা বর্ণতে যাওয়ার জন্য অনেক নিয়ম মেনে খাবার খেতে হবে। কোনও অশুদ্ধ জিনিস খাওয়া যাবেনা।

২) এই পুরাতন ছি ছি দুনিয়া, যেটা শীঘ্রই বিনাশ হয়ে যাবে তার প্রতি বেহদের বৈরাগ্য রেখে স্বর্গের রচয়িতা বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- সর্বপ্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা উদাসী ভাবে ত্যাগ করে খুশির খাজনাতে পরিপূর্ণ হও।

সঙ্গমযুগে সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে খুশির খাজনা পায়। সেইজন্য যাই হোক না কেন - যদি এই শরীরটাও চলে যায় তাহলেও খুশির খাজনাকে ছেড়ে দিও না। সর্বদা সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতিতে থাকলেই উদাসী ভাব চলে যাবে। ব্যবসাতে যদি লোকসানও হয়ে যায় তাহলেও মনে যেন উদাসীর ঢেউ না আসে। কারণ অসীম প্রাপ্তির তুলনায় এইগুলো কি আর এমন বড় ব্যাপার। যদি খুশি থাকে তাহলে সবকিছু আছে, খুশি নেই তো কিছুই নেই।

স্লোগান:- মাস্টার দুঃখহতা, সুখকর্তার ভূমিকা পালন করার জন্য সর্ব প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ হও।

ভাগ্যের আধার হল ত্যাগ

আজ ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা নিজের সকল সন্তানদের ত্যাগ এবং ভাগ্য দুইয়ের দর্শন করছেন। কি ত্যাগ করেছে এবং ভাগ্য কিরূপ প্রাপ্ত করেছে --- এই কথাটি তো জানো যে এক গুণ ত্যাগের রিটার্নে পদ্মগুণ ভাগ্যের প্রাপ্তি রয়েছে। ত্যাগের গুহ্যতম রহস্য জানা সত্ত্বেও যে বাচ্চারা সামান্যতম ত্যাগও করে তার ভাগ্যের রেখা স্পষ্ট এবং বৃহৎ হয়েই যায়। ত্যাগেরও ভিন্ন ভিন্ন স্টেজ রয়েছে। যদিও ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী স্বরূপে ত্যাগের ভাগ্য ব্রাহ্মণ জীবন প্রাপ্ত হয়েছে। সেই হিসেবে যেমন সবাই ব্রাহ্মণ রূপে পরিচয় লাভ করো তেমনই সবাই ত্যাগ-শীল আত্মাও হয়েছে। কিন্তু ত্যাগেরও নম্বর বা ক্রমাঙ্ক রয়েছে, তাই ভাগ্য প্রাপ্তিতেও নম্বর আছে। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী নামে তো সবাই পরিচিত হয়েছে কিন্তু এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের মধ্যে থেকেই কেউ মালার নম্বরওয়ান পুঁতি, কেউ লাস্ট পুঁতি হয়ে যায় কিন্তু উভয়ই হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শূদ্র জীবন সকলেই ত্যাগ করেছে তবু নম্বরওয়ান এবং লাস্ট নম্বরের এই তফাত কেন? প্রবৃত্তিতে ট্রাস্টী রূপে রয়েছে, বা প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে সেবাধারী রূপে সদা সেবাকেন্দ্রে রয়েছে কিন্তু দুই প্রকারেই ব্রাহ্মণ আত্মারা সে ট্রাস্টী হোক বা সেবাধারী, উভয়েই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নামেই পরিচিত হয়। পদনাম দুইজনেরই সমান কিন্তু দুই জনেরই ত্যাগের আধারে ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। এমন বলা যাবেনা যে সেবাধারী স্বরূপে সেবাকেন্দ্রে থাকা -- এইটি হল শ্রেষ্ঠ ত্যাগ বা ভাগ্য। ট্রাস্টী আত্মারাও ত্যাগ বৃত্তি দ্বারা মালায় শ্রেষ্ঠ নম্বর প্রাপ্ত করতে পারে। কিন্তু সত্য ও পরিচ্ছন্ন হৃদয় যুক্ত ট্রাস্টী হতে হবে। ভাগ্য প্রাপ্তির অধিকার দুইজনেরই আছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা অঙ্কিত করার আধার হল " শ্রেষ্ঠ সংকল্প এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম "। সে ট্রাস্টী আত্মাই হোক বা সেবাধারী আত্মা, দুইজনেই এই আধারে নম্বর প্রাপ্ত করতে পারে। দুইজনেরই ভাগ্য নির্মাণের পূর্ণ প্রাধিকার (full authority) রয়েছে। যার যেরকম ও যতখানি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সে নির্মাণ করতে পারে। সপ্তমযুগে বরদাতা পিতা দ্বারা ড্রামা অনুরূপ সময়কে বরদান দেওয়া হয়েছে। যে চাইবে সে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। ব্রহ্মাকুমার কুমারী হওয়া অর্থাৎ জন্ম থেকেই ভাগ্যের অধিকারী হওয়া। জন্মের সাথেই ভাগ্যের নক্ষত্র সকলের মস্তকে দীপ্তিমান রয়েছে। এই তো হল জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। ব্রাহ্মণ অর্থ -ই হল ভাগ্যবান। কিন্তু প্রাপ্তি স্বরূপ জন্ম-সিদ্ধ অধিকার- টি বা দীপ্তিমান ভাগ্যের নক্ষত্র - টি কতখানি শ্রীবৃদ্ধি পাবে বা কতখানি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠবে সেইসব প্রত্যেকের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করছে। প্রাপ্তি স্বরূপ ভাগ্যের অধিকার - টি জীবনে ধারণ করে কর্মে প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ পিতার দানে প্রাপ্ত সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করা বা অপচয় করে শেষ করা, এইটি প্রত্যেকের উপর নির্ভর করছে। জন্মের সাথেই বাপদাদা সকলকে সমান শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের বরদান " ভাগ্যবান হও " বা ভাগ্যের সম্পত্তি, এক সমান দিয়েছেন। সব বাচ্চাদের সমান টাইটেল দিয়েছেন --- হারানিধি বাচ্চারা, স্নেহের বাচ্চারা বলে থাকেন, কাউকে হারানিধি বলছেন কাউকে বলছেননা এমন তো নয়। কিন্তু সম্পত্তির যত্ন এবং শ্রীবৃদ্ধিতে ক্রম সংখ্যা তৈরী হয়। এমন নয় সেবাধারীদের ১০ পদ্ম আর ট্রাস্টীদের ২ পদ্ম দিচ্ছেন। সবাইকেই পদ্মাপদমপতি নাম দিয়েছেন। কিন্তু ভাগ্য রূপী খাজানার যত্ন নেওয়া অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণ করা আর ভাগ্যের খাজানায় বৃদ্ধি করা অর্থাৎ মন-বানী-কর্ম দ্বারা সেবায় মগ্ন হওয়া। এইভাবেই ক্রম সংখ্যা তৈরী হয়। সবাই হল

সেবাধারী , সবাই হল ধারণামূর্ত , কিন্তু ধারণা স্বরূপে ক্রমানুসার হয়। কেউ সর্বগুণ সম্পন্ন হয় , কেউ গুণ সম্পন্ন হয়। কেউ সর্বদা ধারণা স্বরূপ , কেউ এখনই ধারণা স্বরূপ এখনই চাঞ্চল্য স্বরূপ। একটি গুণ ধারণ করবে তো অন্যটি সময় প্রমাণ কাজে লাগাতে পারবেনা । যেমন একই সময়ে সহ্য শক্তি এবং সমাযোজন শক্তি দুইয়ের প্রয়োজন পড়ে। যদি একটি শক্তি বা এক সহ্যশীলতার গুণ ধারণ করে নেবে আর সমাযোজন শক্তি ব্যবহার করতে পারবেনা তাহলে বলবে যে এতটা সহ্য তো করেছে তাইনা । এইটাই কি কিছু কম নাকি । কতখানি সহ্য করতে হয়েছে সেই জ্ঞান আছে , কিন্তু সহ্য করার পর সমাযিত না করতে পারলে কি হবে ? এখানে সেখানে বর্ণনা করা হবে , সে এই করেছে , আমি এই করেছি , সুতরাং সহ্য করে কামাল তো করেছে কিন্তু সেই কামালের বর্ণনা করে কামালকে ধামালে পরিবর্তন করে দিয়েছ কারণ বর্ণনা করলে এক দেহ-অভিমান এবং দ্বিতীয় পরচিন্তন দুই স্বরূপের প্রভাব কর্মে দেখা দেয়। সেইরকম একটি গুণ ধারণ করলে আর অন্যটা করলেনা তাহলে যে ধারণা স্বরূপ হওয়া উচিত সেইটি হয়না। ফলে প্রাপ্তি স্বরূপ খাজানা সদা ধারণ করা হয়না অর্থাৎ যত্ন করা হয়না। যত্ন করলেনা অর্থাৎ অপচয় করলে তাইনা ! কেউ যত্ন করে , কেউ অপচয় করে । নম্বর তো পৃ থক হবেই তাইনা ! সেবায় প্রযুক্ত করা অর্থাৎ ভাগ্যের সম্পত্তির বৃদ্ধি করা। এতেও সেবা তো সবাই করে কিন্তু সত্যিকারের মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করা , সেবাধারী রূপে সেবা করা এতেও তফাত তো থেকেই যায়। কেউ হৃদয়ের সত্যতা সহ সেবা করে আর কেউ বুদ্ধির আধারে সেবা করে । তফাত তো হবেই তাইনা !

বুদ্ধি তীক্ষ্ণ , পয়েন্ট অনেক , সেই আধারে সেবা করা আর হৃদয়ের সত্যতা দিয়ে সেবা করা এই দুই পদ্ধতিতে রাত দিনের তফাত রয়েছে । হৃদয় দিয়ে সেবারত আত্মা অন্য আত্মাদের হৃদয়াসনে বিরাজিত করবে। আর বুদ্ধির আধারে সেবারত আত্মা শুধু বলা ও বলানো শেখাবে। সে মনন করবে , বর্ণনা করবে। এক হল সেবাধারী স্বরূপে সেবা করা আর অন্য হল নামধারী স্বরূপের জন্যে সেবা করা অর্থাৎ সুনামের জন্যে সেবা করা। তফাত হল কিনা। সত্য সেবাধারী যে আত্মাদের সেবা করবে তাদের প্রাপ্তির প্রত্যক্ষফল অনুভব করাবে। নামধারী স্বরূপ সেবাধারী সেই সময়ে খুব প্রশংসা লাভ করবে - খুব ভাল বলেছ , খুব ভাল শুনিয়েছ , কিন্তু প্রাপ্তির ফল অনুভব করতে পারবেনা । সুতরাং তফাত তো রয়েছেই। এক হল মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করা, এক হল ডিউটি বা কর্তব্যের আধারে সেবা করা। যারা মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করে তারা প্রতিটি আত্মার মন-প্রাণের যোগাযোগ এক বাবার সঙ্গে না করে থাকতে পারবেনা । কর্তব্যের আধারে সেবাধারী আত্মারা নিজের সেবা সম্পন্ন করবে , সাপ্তাহিক কোর্স শেষ করবে , যোগ-শিবির করিয়ে নেবে, মুরলী শোনা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে , কিন্তু আত্মার মন-প্রাণের যোগাযোগ হয়ে যাক এই দায়িত্বটি নিজের কর্তব্য ভাববেনা। কোর্সের পরে কোর্স করিয়ে নেবে কিন্তু আত্মার মধ্যে ফোর্স ভরতে পারবেনা । আর নিজের মনে ভেবে নেবে আমি অনেক পরিশ্রম করেছি । কিন্তু এটা তো নিয়মে আছে যে মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করলেই মন-প্রাণের যোগ বা কানেকশন করতে পারবে। তাহলে তফাত বুঝলে তো ? এই হল প্রাপ্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি করা। এই কারণে যতখানি যত্ন নেবে , যত বৃদ্ধি করবে ততই নম্বর প্রাপ্তিতে এগিয়ে যাবে। ভাগ্যবিধাতা এসে সকলকে একরকম ভাগ্য আবন্ডিত করেছেন কিন্তু কেউ বৃদ্ধি করেছে কেউ অপচয় করেছে। কেউ ব্যবহার করে শেষ করেছে। তাই দুই প্রকারের জপমালা তৈরী হয়েছে আর মালাতেও ক্রমাঙ্ক বা নম্বর রয়েছে । বুঝলে নম্বর কেন তৈরী হয় ? অতএব বাপদাদা ত্যাগের ভাগ্য দেখছিলেন । ত্যাগের লীলাও অপরমঅপার রয়েছে । সেইসব অন্য সময়ে শোনাব । আচ্ছা ।

এমনই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান , সদা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা ভাগ্যের রেখায় শ্রীবৃদ্ধিকারী সত্যিকারের সেবাধারী , সদা সর্ব গুণ , সর্ব শক্তি গুলি জীবনে ধারণ করে , প্রতিটি আত্মাকে প্রত্যক্ষফল অর্থাৎ প্রাপ্তি স্বরূপে পরিবর্তনকারী , এমনই শ্রেষ্ঠ ত্যাগী এবং শ্রেষ্ঠ ভাগী সদা বাবা প্রদত্ত অধিকার গুলি , খাজানা গুলি যত্ন নিতে এবং বৃদ্ধি করতে সক্ষম , এমন ধারণা স্বরূপ সদা সেবাধারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

পাটিঁদের সঙ্গে

১ যে ব্রাহ্মণ সে ফরিস্তা আর যে ফরিস্তা সে দেবতা --- এই লক্ষ্য সদা স্মৃতিতে রাখো :--

সবাই নিজেকে ব্রাহ্মণ স্বরূপ সে-ই ফরিস্তা-স্বরূপ ভাবো কি ? এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ এবং ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা-স্বরূপে পরিণত হবে তারপর ফরিস্তা থেকে দেবতা রূপে পরিণত হবে -- সেই কথাটি স্মরণে থাকে ? ফরিস্তা-স্বরূপে পরিণত হওয়া অর্থাৎ সাকার দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ স্বরূপে বাস করা অর্থাৎ সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা উর্ধ্বে স্থির হয়ে থাকা । ফরিস্তার পদ-চরণ ভূমি স্পর্শ করেনা । উর্ধ্বে থাকবে কিভাবে ? বুদ্ধি দ্বারা । বুদ্ধি রূপী পদ-চরণ সর্বদা থাকবে উর্ধ্বে । এমন ফরিস্তা-স্বরূপে পরিণত হচ্ছে না কি হয়ে গেছ ? ব্রাহ্মণ তো হয়েছই --- যদি ব্রাহ্মণ না হতে তাহলে এখানে উপস্থিত হওয়ার সম্মতি প্রাপ্ত হতো না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ফরিস্তা-স্বরূপের স্টেজ কতখানি ধারণ করেছে ? ফরিস্তাদের জ্যোতি স্বরূপ কায়া দেখান হয়। সুতরাং নিজেকে যত প্রকাশ স্বরূপ আত্মা ভাবে , প্রকাশময় হয়ে পদচারণ করবে অনুভব করবে যেন প্রকাশের কায়া স্বরূপে ফরিস্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে । ফরিস্তা অর্থাৎ নিজ দেহ সনে রিস্তা নাই যার অর্থাৎ নিজের দেহের সঙ্গে সম্পর্ক নেই যার , দেহ-ভান থেকে সম্পর্ক বিচ্যুতি অর্থাৎ ফরিস্তা । দেহ থেকে নয় , দেহ-ভান থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ । দেহের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে তো চলেই যাবে কিন্তু দেহ-ভান থেকে সম্বন্ধ শেষ হোক। তবে এই জীবন যাত্রা সুখকর প্রিয় অনুভব হবে। তখন মায়াও কোনো ভাবে আকৃষ্ট করবেনা । আচ্ছা ।

২ আমরা আল্লার বাগানের পুষ্পদল --- এই স্বমানে স্থিত থাকো :--- সদা নিজেকে বাপদাদার অর্থাৎ আল্লার বাগানের পুষ্পগুচ্ছ ভাবো কি ? সর্বদা নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি রুহানী গোলাপ হয়ে রুহানী সৌরভ প্রসারিত করি কি ? যেমন গোলাপের সুগন্ধে সকলেই মিষ্টি অনুভব করে , চারিদিকে প্রসারিত হয় , তো সেটা হল স্থূল রূপে , বিনাশী বস্তু এবং তোমরা সবাই হলে অবিনাশী সত্য গোলাপ । তাই সর্বদা অবিনাশী রুহানীয়তের অর্থাৎ আত্মিক সৌরভে চারিদিক সুবাসিত করো কি ? সর্বদা এই স্বমানে স্থির হয়ে থাকো যে আমরা আল্লার বাগানের পুষ্পগুচ্ছ হয়েছি --- এর চেয়ে বড় স্বমান আর কিছুই হতে পারেনা । ' বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ' - এই গান গাইতে থাকো । ভোলানাথ বাবার সঙ্গে সওদা করে নিয়ে চতুর হয়ে গেছ তাইনা ! কাকে আপন করেছ ? কার সঙ্গে সওদা অর্থাৎ দেওয়া - নেওয়া করেছ ? এই সওদায় ত্রি-লোক প্রাপ্ত করেছ । আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বিরাট ধনবান হলেও এত বড় সওদা করে প্রাপ্তি করতে পারবেনা , এতখানি মহান আত্মা তোমরা -- এই মহানতা-র স্মৃতিতে চলতে থাকো।

৩ ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হল --- খুশীর দান করে মহাদানী হওয়া --- সবচেয়ে বড় খাজানা হল খুশীর খাজানা , যে খাজানা নিজের কাছে থাকে তারই দান করা হয়। তোমরা খুশীর খাজানা দান করতে থাকো। যাকে খুশী দেবে সে তোমাকে বারবার ধন্যবাদ জানাবে। দুঃখী আত্মাদের খুশীর দান করলে তারা তোমারই গুণগান করবে। মহাদানী হও , খুশীর খাজানা বিতরণ করো। নিজেদের সম-জিন্সদের জাগাও । পথ বলে দাও। সেবা ছাড়া ব্রাহ্মণ জীবনের কোনো মূল্য নেই। সেবা নেই তো খুশীর অনুভূতি নেই তাই সেবায় তৎপর থাকো। প্রতিদিন একজন আত্মাকেও নিশ্চয়ই দান করো । দান না করে যেন চোখে ঘুম না আসে।

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা বাপদাদার গলায় মালা রূপে অবস্থান করে ?

উত্তর :- যাদের গলার স্বরে অথবা মুখের বুলিতে সর্বদা বাবার গুণ , বাবা প্রদত্ত জ্ঞানের কথা বা বাবার মহিমা প্রস্ফুটিত হয় , বাবার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান-ই সর্বদা শব্দ রূপে বের হয় , এমন বাচ্চারা ই বাপদাদার গলায় মালা রূপে অবস্থান করে। আচ্ছা -- ওমশান্তি ।

বরদান :- শান্তির শক্তির সাহায্যে , সংস্কার মিলন দ্বারা সর্ব কার্য সফলকারী সদা নির্বিন্দু হও (ভব)।

ব্যখ্যা : সদা নির্বিন্দু সে-ই থাকতে পারে, যে সী ফাদার (see father) , ফলো ফাদার (follow father) করে । সী সিস্টার , সী ব্রাদার করলেই অস্থিরতার অনুভূতি হয় তাই এখন বাবাকে ফলো করতে করতে বাবা সম সংস্কার অর্জন করো তাহলেই সংস্কার মিলনের রাস ক্রিয়ায় সর্বদা নির্বিন্দু অনুভব হবে। শান্তির শক্তির সাহায্যে অথবা শান্ত থাকলে যত বড়ই বিন্দু হোক সহজেই সমাপ্ত হয়ে যায় আর সর্ব কার্য স্বতঃই সম্পন্ন হয়ে যায়।

স্লোগান :- ত্রিকালদর্শী হল সে-ই আত্মা যে , কোনও কথাকে এক-কালের দৃষ্টি দিয়ে না দেখে প্রতিটি কথায় কল্যাণের দর্শন করে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এইবার বাবার সমান দেহী-অভিমানী হও। বাবা চান সন্তানরা আমার সমান হয়ে আমার সাথে ঘরে ফিরে যাক।"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা কোন্ আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বাবাকে ধন্যবাদ জানাও?

উত্তর:- তোমরা এইটা দেখে আশ্চর্য হও যে বাবা কিভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করছেন, নিজের সন্তানদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে যোগ্য বানাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা অন্তর থেকে এইরকম মিষ্টি বাবাকে ধন্যবাদ জানাও। বাবা বলছেন, এই ধন্যবাদ শব্দটাও ভক্তিমার্গের শব্দ। বাচ্চাদের তো অধিকার থাকে, এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কি দরকার। নাটক অনুসারে বাবাকে তো উত্তরাধিকার দিতেই হবে।

গীত:- যার সাথী স্বয়ং ভগবান

ওম্ শান্তি । এই গীত বাচ্চাদের জন্য। সর্ব শক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মা যার সাথী, মায়ার অন্ধকার এবং তুফান তার কি ক্ষতি করবে? এটা ওই অন্ধকারের কথা নয়, মায়ার তুফান আত্মার জ্যোতি নিভিয়ে দেয়। তোমরা এমন একজন সাথী পেয়েছ যে আত্মজ্যোতি জাগ্রত করে। তাহলে মায়া কি করবে? তোমাদের নামই দেওয়া হয় মহাবীর অর্থাৎ মায়ারূপী রাবণের ওপর বিজয়ী। কিভাবে বিজয়ী হতে হবে? বাচ্চারা তো সামনেই বসে আছে। বাপদাদাও বসে আছেন। দাদু এবং বাবাকে পিতা এবং পিতামহ বলা হয়। তাই বাপদাদা বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে আমাদের আত্মিক (রুহানি) পিতা আমাদের সামনেই বসে আছেন। আত্মিক পিতা তো আমাদের সাথেই কথা বলবে। আত্মাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে, কথা বলে। তোমরা বাচ্চারা দেহ-অভিমনে থাকার অভ্যাসী হয়ে গেছ। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিয়েছ। শরীরের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। কেউ বলবে আমার নাম পরমানন্দ, আবার কেউ অন্য কিছু বলবে। বাবা বলছেন, আমি সর্বদা দেহী-অভিমানী থাকি। আমি কখনও শরীর ধারণ করিনা, তাই দেহ-অভিমানী হওয়াও সম্ভব নয়। এই শরীরটা তো এই দাদুর। আমি সর্বদাই দেহী-অভিমানী থাকি। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও আমার সমান বানাচ্ছি কারণ তোমাদেরকে এখন আমার কাছে আসতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। এর জন্য সময় লাগে। অনেক দিন ধরে দেহ-অভিমনে থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। বাবা এখন বলছেন, এই দেহকেও ত্যাগ কর, আমার সমান হও। কারণ তোমাদেরকে এখন আমার অতিথি হতে হবে, আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেইজন্যই বলি প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আমি আত্মাদেরকেই এইসকল কথা বলি। তুমি যদি বাবাকে স্মরণ কর তাহলে ওইসব দিকে দৃষ্টি যাবেনা। কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আমরা আত্মাদের সেবা করছি। আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে। আমি আত্মা, তোমাদেরকে বাবার বার্তা দিচ্ছি। আত্মা তো নিজেকে পুরুষও বলবে না আর স্ত্রীও বলবে না। স্ত্রী কিংবা পুরুষ তো শরীর অনুসারে বলা হয়। তিনি তো পরমাত্মা। বাবা বলেন - হে আত্মারা, তোমরা কি শুনছ? আত্মারা উত্তর দেয়, হ্যাঁ শুনছি। তোমরা নিজের বাবাকে চেন। তিনি সকল আত্মার পিতা। তোমরা যেমন আত্মা, সেইরকম আমিও তোমাদের পিতা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের নিজের আকার আছে। আত্মাদেরকে আত্মাই বলা হবে। আমার নাম তো শিব। শরীরের তো অনেক নাম দেওয়া হয়। আমি শরীর ধারণ করিনা। তাই আমার কোনও শারীরিক নাম নেই। তোমরা হলে শালিগ্রাম।

তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে প্রশ্ন করা হয় - হে আত্মারা, তোমরা কি শুনছ? তোমাদেরকে এখন দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। আত্মারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে, বাবা বসে আত্মাদেরকে বোঝান। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে আত্মারা অবুঝ হয়ে গেছে। এমন না যে শিবও পরমাত্মা আর কৃষ্ণও পরমাত্মা। দুনিয়ার মানুষ তো নুড়ি-পাথর সবকিছুকেই পরমাত্মা বলে দেয়। সমগ্র দুনিয়াতেই ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের বিস্তার হয়েছে। অনেকে মনে করে যে আমরা ভগবানের সন্তান। কিন্তু অধিকাংশই তাঁকে সর্বব্যাপী বলে। এই পাঁক থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে হবে। সমগ্র দুনিয়া একদিকে আর বাবা অন্যদিকে। বাবার মহিমার গায়ন আছে। বাঃ প্রভু, তোমার এই লীলার দ্বারা সকলের গতি-সদগতি হয়ে যায়। সদগতির দাতা তো একজনই। গতি-সদগতির জন্য মানুষ কতই না পরিশ্রম করে। কেবল সদগুরুই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দুটোই দেন। বাবা বলছেন, এইসব সাধু সন্ত ইত্যাদি সকলের সদগতি করার জন্য আমাকেই আসতে হয়। কেবল আমিই সকলের সদগতি দাতা। আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি, আমি তোমাদের বাবা। আর কেউ এইরকম বলতে পারবেনা যে তোমরা সকল আত্মারা আমার সন্তান। ওরা তো বলে দেয় যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাই তারা কখনও এইরকম বলতে পারবে না। স্বয়ং বাবা বলছেন, আমি এখন ভক্তদেরকে ভক্তির ফল দেওয়ার জন্য এসেছি। এইরকম গায়নও আছে যে ভক্তদের রক্ষক কেবল ভগবান। যখন সবাই ভক্ত তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। ভক্তই যদি ভগবান হবে তাহলে তো ভগবানকে স্মরণ করার প্রয়োজনই নেই। বিভিন্ন ভাষাতে পরমাত্মাকে বিভিন্ন নামে ডাকে। কিন্তু তাঁর যথার্থ নাম হল শিব। কেউ কারোর নিন্দা বা মানহানি করলে তার নামে মামলা করে দেয়। কিন্তু এটা হল নাটক, এখানে কারোর কথা খাটবে না। বাবা জানেন যে তোমরা দুঃখী হয়ে গেছ। পুনরায় এইরকম হবে, গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র আবার বানানো হবে। কিন্তু কেবল গীতা পড়ে তো কেউ কিছু বুঝতে পারবেনা। তার সাথে শক্তিও দরকার। যারা শাস্ত্র পড়ে শোনায় তারা তো এইরকম বলতে পারবে না যে আমার সাথে যোগযুক্ত হলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ওরা তো কেবল গীতা পাঠ করে শোনায়। তোমরা এখন অনুভবী হয়েছ, জানো যে আমরা কিভাবে ৮৪ চক্রতে আসি। এই নাটকে প্রত্যেকটা ঘটনা নিজ নিজ সময়ে ঘটে। বাবা বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বলছেন যে তোমরাও এইরকম অভ্যাস কর যে আমরা আত্মাদের সাথে কথা বলছি, আমি আত্মা এই মুখের দ্বারা বলছি। তুমি আত্মা কানের দ্বারা শুনছ। আমি একটা আত্মা, বাবার বার্তা শোনাচ্ছি। এটা বোঝানো কত সহজ। তুমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ কর। আত্মা তার ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে। বাবা বলছেন, পরমাত্মা সর্বব্যাপী হলে তো জীব পরমাত্মা বলা উচিত। এইসকল কথা আত্মাকে বলা হয়। হে আত্মারা, আমার ভাইয়েরা, তোমরা কি বুঝতে পারছ যে ৫ হাজার বছর আগের মতই আমি তোমাদেরকে বাবার বার্তা শোনাচ্ছি। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ কর। এইটা হল দুঃখধাম, সত্যযুগ হল সুখধাম। হে আত্মারা, তোমরা তো সুখধামে ছিলে, তাই না? তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছ। সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো অবস্থাতে তো আসতেই হবে। এখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণপুরীতে ফিরে চল। সেখানে গিয়ে কি হতে চাও? মহারাজা-মহারানী হবে না কি দাস-দাসী হবে। এইভাবে আত্মাদের সাথে কথা বলতে হবে। উৎসাহ থাকা চাই। এমন না যে আমিই হলাম পরমাত্মা। পরমাত্মা তো জ্ঞানের সাগর। তিনি কখনও অজ্ঞানের সাগর হন না। আমরাই জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সাগর হই। আমরা তো বাবার কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে মাস্টার সাগর হই। বাস্তবে সাগর কেবল বাবাই। বাকি সবাই হল নদী। তফাৎ তো আছে, তাই না? আত্মাকে তখনই বোঝাতে হয় যখন সে অবুঝ হয়ে যায়। স্বর্গতে তো কাউকে বোঝাতে হয়না। এখানে সবাই অবুঝ, পতিত এবং দুঃখী। গরীবরাই এই জ্ঞান আরাম করে বসে শুনবে। ধনীদের তো নেশা থাকে। তাদের মধ্যে থেকে

খুব কমজনই উঠে আসে। যেমন জনক রাজা সবকিছু দিয়ে দিয়েছিল। এখানে সকলেই হল জনক। জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য জ্ঞান নিচ্ছে। এটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি আত্মা। বাবা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ড্রামা অনুসারে তোমাকে তো উত্তরাধিকার দিতেই হত, আমাদেরকে তো তোমার সন্তান হতেই হবে। এরজন্য ধন্যবাদ কেন দেব। আমাদেরকে তো তোমার উত্তরাধিকারী হতেই হত। এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কি দরকার। স্বয়ং বাবা এসে আমাদেরকে বুঝিয়ে যোগ্য বানাচ্ছেন। ভক্তিমার্গে মহিমা করার সময়ে ধন্যবাদ শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাবাকে তো নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে। তিনি এসে পুনরায় স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা বলে দেন। নাটক অনুসারে বাবাকে এসে রাজযোগ শেখাতে হয় এবং উত্তরাধিকার দিতে হয়। তারপর যে যেমন পুরুষার্থ করবে সে সেইভাবে স্বর্গে যাবে। এরজন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাবার এই খেলা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। আমরা তো আগে জানতামই না যে এখন যেতে হবে। বাবা, আমরা কি আবার এই জ্ঞান ভুলে যাব? হ্যাঁ, আমার এবং তোমাদের বুদ্ধি থেকে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর যখন জ্ঞান দেওয়ার সময় হবে তখন পুনরায় জ্ঞানের উদয় হবে। এখন তো আমি নির্বাণধামে চলে যাব। তারপর ভক্তিমার্গে আমার ভূমিকা পালন করব। আত্মার মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সেই সমস্ত সংস্কার এসে যায়। এইটা বুদ্ধিতে থাকে যে পরের কল্পে আমি এই শরীরেই আসব। কিন্তু তোমাদেরকে তো দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। নাহলে দেহ-অভিমান এসে যায়। মুখ্য কথা তো এটাই। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। প্রতি কল্পেই তোমরা পুরুষার্থ অনুসারে উত্তরাধিকার পাও। বাবা কত সহজভাবে বোঝাচ্ছেন। তবে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে। প্রথম প্রথম যখন আত্মা এখানে আসে তখন পূণ্য সতোপ্রধান আত্মা থাকে। তারপর তাকে অবশ্যই তমোপ্রধান পাপ আত্মা হতে হবে। বাবা বার্তা দিয়েছেন যে আমাকে স্মরণ কর। সমগ্র সৃষ্টি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছে। তিনি তো সকলের সদগতি দাতা। তিনি সকলের ওপর দয়া করেন, অর্থাৎ সকলকে ক্ষমা করেন। সত্যযুগে কোনও দুঃখ থাকবে না। বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে গিয়ে থাকবে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছ যে এখন বিনাশের সময় হয়ে গেছে। যোগবলের দ্বারা দুঃখের হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে। তারপর জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা ভবিষ্যতের সুখের জন্য খাজনা জমা করতে হবে। যত জমা করবে তত সুখ পাবে এবং দুঃখের হিসাব সমাপ্ত হতে থাকবে। এখন কল্পের সঙ্গমযুগে এসে আমরা একদিকে দুঃখের হিসাব সমাপ্ত করছি আর অন্যদিকে জমা করছি। তাহলে তো এটা ব্যাবসা হয়ে গেল, তাই না? বাবা জ্ঞানরত্ন দান করে গুণবান বানিয়ে দিচ্ছেন। এরপর যে যতটা ধারণ করতে পারবে। এক-এক রত্নের মূল্য লাখ টাকার সমান। এর দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে সর্বদা সুখী থাকবে। এটা দুঃখধাম, ওটা সুখধাম। সন্ন্যাসীরা এটা জানেনা যে স্বর্গে সর্বদা সুখই সুখ। কেবল বাবাই গীতার দ্বারা ভারতকে এত শ্রেষ্ঠ বানান। ওরা তো কত শাস্ত্র শোনায়ে। কিন্তু দুনিয়াকে তো পুরাতন হতেই হবে। প্রথমে নুতন দুনিয়া রামরাজ্যতে দেবতারা ছিল। এখন দেবতারা নেই। তারা কোথায় গেল? ৮৪ জন্ম করা নিয়েছে? দেবতা ছাড়া আর কারোর ৮৪ জন্মের হিসাব বলা যাবেনা। কেবল দেবতা ধর্মের আত্মারাই ৮৪ জন্ম নেয়। মানুষ তো মনে করে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ভগবান ছিল। যদিও তাকাই তোমাকেই দেখতে পাই। আচ্ছা, সর্বব্যাপীর এই জ্ঞানের দ্বারা কি কেউ সুখী হয়ে যায়? সর্বব্যাপীর এই জ্ঞান তো প্রচলিতই আছে, তা সত্ত্বেও তো ভারত কাণ্ডাল এবং নরকে পরিণত হয়েছে। ভগবান কে তো ভক্তির ফল দিতেই হবে। সন্ন্যাসী, যারা নিজেরাই সাধনা করছে তারা কিভাবে ফল দেবে? কোনও মানুষই সদগতি দাতা নয়। যারা এই ধর্মের হবে তারা ঠিক উঠে আসবে। অনেকে তো সন্ন্যাসী ধর্মও ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে, তারাও আসবে। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। বাবা বোঝাচ্ছেন, এইটা অভ্যাস থাকতে

হবে যে আমি হলাম আল্লা। আল্লা থাকার জন্যই শরীরটা জীবিত আছে। শরীর তো বিনাশী, কিন্তু আল্লা অবিনাশী। সমস্ত ভূমিকা এই ছোট আল্লার মধ্যেই ভরা আছে। কত আশ্চর্যের বিষয়। এটা বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারবেনা। এত ছোট আল্লার মধ্যে এই অবিনাশী, অক্ষয় ভূমিকা ভরা আছে। আল্লাও অবিনাশী, তার ভূমিকাও অবিনাশী। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কল্পের এই সঙ্গমযুগে যোগবলের দ্বারা দুঃখের হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে। নতুন খাজনা জমা করতে হবে। জ্ঞানরত্ন ধারণ করে গুণবান হতে হবে।

২) আমি হলাম আল্লা, আল্লা অর্থাৎ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। শরীরটা বিনাশী। আমি আমার ভাই অর্থাৎ আল্লাকে বাবার বার্তা দিচ্ছি - এইরকম অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- ঋণস্থায়ী অবলম্বনের সীমাবদ্ধতা পরিত্যাগ করে কেবল বাবাকে অবলম্বন বানিয়ে প্রকৃত পুরুষার্থী হও।

ঋণস্থায়ী সহায়তার অবলম্বন, যাকে নিজের সীমাবদ্ধতা বানিয়ে রেখেছ, সেইসব ঋণস্থায়ী অবলম্বনের সীমাবদ্ধতা পরিত্যাগ কর। যতঋণ এই সীমাবদ্ধতা আছে ততঋণ বাবার সহায়তা অনুভব হবে না। আর বাবার সহায়তা না থাকার জন্য সসীমের সীমাবদ্ধতাকে নিজের সহায় বানিয়ে নাও। যা কিছু ঋণস্থায়ী তা প্রতারক হয়। তাই সময়ের এই তীব্রগতিকে দেখে এখন তীর বেগে উড়ে এইসকল সীমাবদ্ধতাকে এক সেকেন্ডে অতিক্রম কর - তাহলেই প্রকৃত পুরুষার্থী বলা যাবে।

স্লোগান:- কর্ম এবং যোগের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখলেই সফল কর্মযোগী হওয়া যাবে।

[

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার শ্রীমতে চললে কেউ তোমাদের দুঃখ দিতে পারবেনা, তোমাদের দুঃখ -সমস্যার কারণ রাবণের, তোমাদের রাজধানীত তার কোনও অস্তিত্ব থাকেনা।"

প্রশ্নঃ - এই জ্ঞান যজ্ঞে তোমরা বাচ্চারা কিসের আহুতি দাও ?

উত্তরঃ - এই জ্ঞান যজ্ঞে তোমরা কোনো তিল যবের আহুতি দাওনা, এই যজ্ঞে দেহসহ তোমাদের যা কিছু আছে সেইসব আহুতি দিতে হবে অর্থাৎ বুদ্ধি থেকে সবকিছু তোমাদের ভুলিয়ে দিতে হবে। পবিত্র থাকে তেমন ব্রাহ্মণরাই একমাত্র তা' করতে পারে। যারা পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে পারে তারাই আবার সেই দেবতায় পরিণত হয়।

গীতঃ- তোমায় খুঁজে পেয়ে, মোরা পেয়েছি সকলই ধন

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বাবার কাছে এসেছে। নিশ্চিত, যে বাচ্চারা তখনই আসবে যখন তারা তাঁকে চিনে জেনে 'বাবা' বলে ডাকবে। তা নাহলে তারা এখানে আসতে পারেনা। বাচ্চারা বোঝে যে, তারা বেহদের নিরাকার বাবার কাছে যায়। তাঁর নাম শিববাবা। তাঁর নিজের কোনো শরীর নেই, কেউই তাঁর শত্রু হতে পারেনা। এখানে শত্রুতা হলে শাসককেও মেরে ফেলে। গান্ধীকে মারতে পেরেছিল কারণ তাঁর তো শরীর ছিল। বাবার তো নিজের কোনও শরীরই নেই! এমনকি তারা যদি আমাকে মারতেও চায়, মৃত্যু তারই হবে যার শরীরে আমি প্রবেশ করেছি। আত্মাকে কেউ মারতে বা কাটতে পারেনা। যারা আমাকে যথার্থ রূপে জানে, আমি তাদের রাজ্যভাগ্য দিই। যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন সেই রাজ্যভাগ্যকে না পারে কেউ জ্বালাতে, আর না পারে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে! তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী রাজত্বের উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। সেখানের রাজধানীতে কেউ কারও জন্য দুঃখ বা সমস্যা উত্পন্ন করতে পারেনা, সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ হয়ই না। সমস্ত সমস্যার কারণ, রাবণ। রাবণকে দশ মাথাসহ দেখানো হয়। তারা রাবণের দশটা মাথা দেখায়, মন্দোদরীর নয়। তারা সহজেই বলে দেয় সে রাবণের স্ত্রী ছিল। এখানে রাবণ রাজ্যে তোমাদের কষ্ট হতে পারে, সেখানে রাবণের কোনও স্থান নেই। বাবা নিরাকার! কেউ তাঁকে মারতে বা কাটতে পারেনা। তোমাদেরও এইরকম তৈরি করেন যাতে তোমাদের শরীর থাকা সত্ত্বেও কোনও দুঃখ না হয়! অতএব, তোমরা অবশ্যই এমন বাবার মত অনুসরণ করো! কেবল বাবা জ্ঞানের সাগর, এই জ্ঞান অন্য কেউ দিতে পারেনা। তিনি ব্রহ্মার মাধ্যমে সকল শাস্ত্রের সার বোঝান। ব্রহ্মা শিববাবার বাচ্চা। এমন নয় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছেন। তোমরা যদি নাভির কথাই বলো, তাহলে তিনি শিবের নাভিপদ্ম থেকে বেরিয়েছেন। তোমরাও শিবের নাভিপদ্ম থেকে বেরিয়েছ। অন্যান্য সব ছবি রং। একমাত্র বাবাই রাইটিয়াস (ন্যায়পরায়ণ)। রাবণ তোমাদের আনরাইটিয়াস বানায়। এটা খেলা। এই খেলাকে একমাত্র তোমরা জানো, কবে রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে, কিভাবে ধীরে ধীরে মানুষের পতন হতে হতে পতিত হয়ে গেছে, ওপরে কেউ চড়তে পারবেনা। তারা বাবার কাছে যাওয়ার যে পথ দেখায় তা' তোমাদের আরও জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়, কারণ তারা রাস্তা জানেই না; না জানে তারা বাবার ঘরে যাওয়ার রাস্তা আর না জানে স্বর্গের! যে সব গুরু ইত্যাদি আছে সবাই হঠাৎগী, তারা তাদের ঘর-সংসার ছেড়ে দেয়। বাবা তোমাদের ঘর ছাড়তে বলেননা। তিনি বলেন, পবিত্র হও। কুমার-কুমারীরা পবিত্র। দ্রৌপদীরা চিত্কার করে ডাকে,

বাবা বাঁচাও ! আমরা পবিত্র হয়ে কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাই । কুমারীরাও ডাকে, বলে, মা -বাবা আমাদের মর্মপীড়ার কারণ, আমাদের মারছে, বলছে আমাদের বিবাহ করতেই হবে । বিয়ের আগে মা-বাবা কন্যাদের পায় পড়ে, কারণ তারা নিজেকে পতিত আর কন্যাকে পবিত্র মনে করে । তারাও ডাকে, হে পতিতপাবন এসো ! বাবা এখন বলেন, কন্যারা অপবিত্র হয়োনা । তানাহলে আবারও ডাকতে হবে । তোমাদের নিজেদের বাঁচাতে হবে । তোমাদের পবিত্র বানাতে বাবা এসেছেন ! বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি । অতএব, তোমাদের পবিত্র হতেই হবে । পতিত হলে পতিত অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু হবে এবং স্বর্গসুখ লাভ করতে অসমর্থ হবে । স্বর্গে প্রচুর আনন্দ যা মনকে তৃপ্ত করে ; সেখানের মহলগুলো হীরে -জহরতে জড়ানো । সেই একই রাধাকৃষ্ণ পরে লক্ষ্মী নারায়ণ হন, সুতরাং, তাঁদেরও এতটাই ভালোবাসতে হবে । আচ্ছা, লোকে কৃষ্ণকে ভালোবাসে কিন্তু রাধাকে কেন অদৃশ্য করে দিয়েছে ? তারা কৃষ্ণকে দোলায় দুলিয়ে তাঁর জন্মোত্সব পালন করে । মাতারা কৃষ্ণকে অতিশয় ভালোবাসে, কিন্তু রাধাকে তেমন নয় । ব্রহ্মা, যিনি কৃষ্ণ হতে যাচ্ছেন তাঁর এত পূজা হয়না । তারা জগদম্বাকে অনেক পূজা করে । তিনি সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা । আজমেড়ে একমাত্র আদি দেব ব্রহ্মার মন্দির আছে । মাগ্না জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । তোমরা জানো, তিনি ব্রাহ্মণ । তিনি স্বর্গের প্রথম দেবী নন । নন কোনও অষ্টভূজাধারিণী ! মন্দিরে তাঁকে অষ্টভূজা সমেত দেখানো হয়েছে । বাবা বলেন, মায়ার রাজ্যে মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নেই । এক এবং একমাত্র বাবা সত্য, যিনি মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে সত্য বলেন । জাগতিক ব্রাহ্মণের থেকে কাহিনী শুনতে শুনতে তোমরা এই অবস্থাতে পৌঁছে গেছ ! মৃত্যু এখন তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে । গোটা ঝাড় যখন জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছাবে, তখন কলিযুগের অন্তে কল্পের সঙ্গমযুগে আমি আসি । আমি যুগে-যুগে আসিনা ! আমি রক্তমাংসে গঠিত মতস্য, কচ্ছপ, বরাহের দেহযুক্ত হয়ে এখানে আসিনা । আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় কণায় থাকিনা ! তোমরা আত্মারাও কণায় কণায় থাকনা তবে আমি কিভাবে থাকতে পারি ! তারা বলে, মনুষ্যাত্মা জানোয়ারের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু তারা এত রকম প্রজাতি যে তোমরা তাদের গুনতেও পারবেনা ! বাবা বলেন, রাইট বিষয় আমি তোমাদের জানাচ্ছি । এখন জাজ করো, ৮৪ লাখ জন্ম কি সত্য নাকি এটা মিথ্যা ? এই মিথ্যা দুনিয়ায় সত্য কিভাবে আসবে ? সত্য তো একটাই হয় ! বাবাই এসে সত্য অসত্যের নির্ণয় করেন । মায়া সবাইকে অসত্য বানিয়ে দিয়েছে । বাবা এসে সবাইকে সত্য বানান । এখন জাজ করো, রাইট কে ? তোমাদের যে এত গুরু-গোঁসাই আছে তারা রাইট নাকি এক বাবা রাইট ? এক রাইটিয়স (ন্যায়পরায়ণ) বাবা এসে রাইটিয়স দুনিয়ার স্থাপনা করেন । সেখানে অন্যায় অনিয়মের কাজ কিছু হয়ই না । সেখানে কেউ বিষের বশে হয়না । তোমরা বুদ্ধিতে পারছ, আমরা ভারতবাসী অবশ্যই দেবী-দেবতা ছিলাম । আমরা এখন পতিত হয়েছি । মানুষ চিত্কার করে ডাকে, হে পতিতপাবন এসো ! রাজা, রাণী, প্রজা সকলেই পতিত এবং সেই কারণেই তারা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে । ভারতে পবিত্র রাজারা ছিল । এখন তারা অপবিত্র হয়ে গেছে ; তারা পবিত্রের পূজা করে । বাবা এসে এখন তোমাদের মহারাজা মহারাণী তৈরি করছেন । অতএব, তোমাদের পুরুষার্থ করা উচিত । অষ্টভূজাধারী কেউ হয়না ! লক্ষ্মী-নারায়ণও দ্বিভূজা ! ছবিতে তারা নারায়ণকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং রাধাকে গৌরবর্ণ দেখিয়েছে । এখন একজন পবিত্র আর একজন অপবিত্র কিভাবে হতে পারে ! সুতরাং, ছবি তো মিথ্যাই হলো, তাইনা ! বাবা বোঝান যে, রাধাকৃষ্ণ উভয়েই সুন্দর ছিলেন । তারপরে কামচিটায় বসে উভয়েই অসুন্দর হয়ে গেছে ! তাঁদের একজন সুন্দর আর একজন অসুন্দর হতে পারেনা । কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয় ! রাধাকে শ্যামসুন্দর কেন বলা হয়না ? কেন এই পার্থক্য ? যুগল তো একইরকম হওয়া উচিত ! এখন তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে আছ, তবে কেন আর কাম চিতায় বসতে যাও ? তোমাদের

বাস্তাদেরও এই পুরুষার্থ করাতে হবে, আমরা জ্ঞান চিতায় বসেছি ; তাহলে তোমরা কেন কাম চিতায় বসতে চাইছ ? যদি স্বামী জ্ঞান নিয়েছেন কিন্তু স্ত্রী নেননি সেক্ষেত্রেও ঝগড়া বেঁধে যায় । এই যজ্ঞে বহু বিঘ্ন উত্পন্ন হয় । এই জ্ঞানের ব্যাপ্তি সীমাহীন ! যে সময়ে বাবা প্রথম এসেছিলেন তখনই এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ শুরু হয়েছিল । যতক্ষণ না তোমরা ব্রাহ্মণ হচ্ছ ততক্ষণ দেবী-দেবতা হতে পারছনা । নির্দেশানুসারে পতিত শূদ্র থেকে পবিত্র দেবী-দেবতায় পরিবর্তিত হতে, তোমাদের ব্রাহ্মণ হতে হবে । ব্রাহ্মণই যজ্ঞ রক্ষা করে, এই যজ্ঞে তোমাদের পবিত্র হতে হবে । যাই হোক, অন্যান্যদের মতো তোমাদের তিল, যব ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবেনা । সমস্যায় পড়লে মানুষ যজ্ঞ রচনা করে । তারা বিশ্বাস করে যে, ভগবানও এই একইরকম যজ্ঞ রচনা করেন । বাবা বলেন, এটা জ্ঞান যজ্ঞ যেখানে তোমরা আহুতি দাও ! দেহ সহ যা কিছু আছে সব আহুতি দিতে হবে । এতে তোমাদের পয়সা ইত্যাদি দেওয়ার নেই, সবকিছু স্বাহা করে দিতে হবে । এই সম্বন্ধে একটা গল্প আছে : দক্ষ প্রজাপিতা যজ্ঞ রচনা করেছেন, এখন প্রজাপিতা তো এক ব্রহ্মা ! তাহলে দক্ষ প্রজাপিতা কোথা থেকে এলেন ? বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ রচনা করেন । তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ এবং তোমরা দাদার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করো । তোমরা বোলে যে, তোমরা শিববাবার কাছে এসেছ ঋ ব্রহ্মা । এটা শিববাবার পোস্ট অফিস । তোমরা চিঠিও লেখ টু শিববাবা ঋ ব্রহ্মা । বাবার অধিষ্ঠানও এই ব্রহ্মার মধ্যে । এই সমস্ত ব্রাহ্মণ পবিত্র হওয়ার জন্য জ্ঞান যোগ শিখছে । তোমরা এইভাবে বলবে না যে, আমরা পতিত নই । আমরা পতিত কিন্তু পতিতপাবন আমাদের পবিত্র বানাচ্ছেন । কোন মানুষই পবিত্র নয়, সেইজন্যই তারা গঙ্গাপ্লাবনে যায় । এখন তোমরা জেনেছ, এক সংগুরু বাবাই আমাদের পবিত্র বানান । তাঁর শ্রীমৎ হলো, বাচ্চারা তোমরা এক আমার সাথে নিজের বুদ্ধিযোগ জোড়ো । তোমরা চাইলে সেই গুরুদের কাছেও যেতে পারো অথবা তোমরা আমার মতও অনুসরণ করতে পারো । তোমরা নিজেরা বিচার করো । তোমাদের এক এবং একমাত্র বাবা, টিচার এবং সংগুরু । বেহদের বাবা সব মানুষ মাত্রই বলেন, আত্ম-অভিমানী হও ! দেবতার সাক্ষ্যেই আত্ম-অভিমানী । এখানে কারও কাছে এই জ্ঞান নেই । সন্ন্যাসী বলে, যে আত্মা সেই পরমাত্মা ! আত্মা ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়ে যায় । এই ধরনের কথা শুনতে শুনতে তোমরা কত দুঃখী আর পতিত হয়ে গেছ । ব্রহ্মচারী পতিত তাদের বলা যায় যাদের বিকার দ্বারা জন্ম হয় । তারা রাবণরাজ্যে ব্রহ্মচারী কাজই করে । তারপর তোমাদের সুন্দর ফুলে রূপান্তরিত করতে বাবাকে আসতেই হয় । তিনি একমাত্র ভারতেই আসেন । বাবা বলেন, আমি তোমাদের জ্ঞান আর যোগ শেখাই । পাঁচ হাজার বছর আগেও এই জ্ঞান যোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম, আবারও একবার সেইরকম বানাচ্ছি ! আমি প্রতি কল্পেই আসি । এর কোনও আদি অন্ত নেই । চক্র ঘুরতেই থাকে । প্রলয়ের কোন প্রশ্নই নেই । তোমরা বাচ্চারা এই সময় জ্ঞানরত্নে তোমাদের ঝুলি ভরো । তারা বলে যে, এক শিববাবাই তাদের ঝুলি ভরে দেন । অর্থাৎ তিনি শঙ্খধ্বনি করে আমাদের ঝুলি পূর্ণ করেন । নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে । আত্মা সংস্কারে পূর্ণ । আত্মা পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার হয় । এখন তোমরা আত্মারা কি হবে ? তোমরা বোলে, বাবার থেকে আমরা আমাদের উত্তরাধিকার নিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো । আত্মা অবশ্যই পুনর্জন্ম নেয় । এই সমস্ত বিষয়গুলো বুঝতে হবে । শুধু দুটো শব্দ তাদের কানে তুলে দাও - তোমরা আত্মা, শিববাবাকে স্মরণ করো, তবে স্বর্গের মালিকানা লাভ করবে । কত সহজ ! একমাত্র বাবাই সত্য, তিনি সকলের সংগতি দাতা । বাকি সকলে মিথ্যা বলে দুর্গতি নিয়ে আসে । এই শাস্ত্র ইত্যাদি পরে রচিত হয়েছে । ভারতের শাস্ত্র একটাই, গীতা । লোকে বলে যে, তাদের স্মরণাভীত কাল যাবৎ গীতা আছে, কিন্তু কবে থেকে ? তারা মনে করে সৃষ্টি লাখ লাখ বছর ধরে চলছে । আত্মা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যও মুখ্য সারঃ-

১) অবিনাশী জ্ঞানরত্ন ধারণ করে শত্ৰুধ্বনি করতে হবে । সবাইকে এই জ্ঞানরত্ন দিতে হবে ।

২) সত্য আর অসত্যকে বুঝে সত্যমতে চলতে হবে । কোনরকম নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করোনা ।

বরদানঃ- এক বাবার স্মরণের দ্বারা একরস স্থিতির অনুভব করে সার স্বরূপ ভব

একরস স্থিতিতে থাকার সহজ বিধি হলো স্মরণ । এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় । যেমন বীজের মধ্যে সম্পূর্ণ বৃক্ষ প্রচ্ছন্ন থাকে । এইরকম বাবা হলেন বীজ, যাঁর মধ্যে সব সম্বন্ধের, সব প্রাপ্তির সার অন্তর্নিহিত আছে । এক বাবাকে স্মরণ করা অর্থাৎ সার স্বরূপ হওয়া । সুতরাং, এক এবং অদ্বিতীয় বাবার স্মরণ একরস স্থিতি বানায় । যারা এক সুখদাতা বাবার স্মরণে থাকে তাদের কাছে দুখতরঙ্গ কখনও আসতে পারেনা । তাদের স্বপ্নও আসে সুখের, খুশির, সেবার আর মিলন উদযাপনের ।

স্লোগানঃ- যারা শ্রেষ্ঠ আশার দীপক জাগিয়ে রাখে তারাই প্রকৃত কুল দীপক ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যেই বাবাকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছো, এখন তাঁর নির্দেশ পালন করো, এর ফলে তোমাদের চড়তি কলা হতে থাকবে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা তোমাদের নেচার - কিওর নিজেদেরই করতে হবে, সেটা কিভাবে ?

উত্তর :- এক বাবার স্মরণে থাকলে আর ভালোবাসার সঙ্গে এই যজ্ঞের সেবা করলে তোমাদের নেচার কিওর হয়ে যাবে, কারণ এই স্মরণের দ্বারাই আত্মা নিরোগী হয়, আর সেবা করতে থাকলে অপার খুশীতে থাকা যায়। তাই যে বাবার এই স্মরণ আর সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে তার নেচার কিওর হতে থাকে।

গীত :- তোমরা রাত কাটিয়েছো ঘুমিয়ে

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । মালা ঘোরাতে ঘোরাতে যুগ কেটে গেছে । ক'টা যুগ কেটেছে ? দুই যুগ । সত্যযুগ আর ত্রেতায় কেউ মালা ঘোরাতে না । কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা নেই যে আমরা উপরে উঠতে থাকি তারপর আবার নিচে নামতে থাকি । আমাদের এখন চড়তি কলা । আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের । ভারতবাসীদের যে পরিমাণে চড়তি কলা আর উতরতি কলা হয়, অন্য কারোর তা হয় না । ভারতই শ্রেষ্ঠাচারী (শ্রেষ্ঠ আচরণ সম্পন্ন) আর ব্রষ্টাচারী (দুর্নীতিপরায়ণ) দুনিয়ায় পরিণত হয় । আবার এই ভারতই নির্বিকারী আর বিকারী হয় । ভারত ছাড়া অন্য ভূখণ্ড বা ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই । তারা কেউই স্বর্গে আসে না । এ হলো ভারতবাসীদেরই ছবি । তারাই বরাবর রাজত্ব করতো । তাই বাবা বলেন তোমাদের এখন চড়তি কলা । তোমরা যার হাত ধরেছো তিনিই তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন । আমাদের ভারতবাসীদেরই এই চড়তি কলা হয় । তোমরাই মুক্তিতে গিয়ে তারপর জীবনমুক্তিতে আসবে । অর্ধেক কল্প এই দেবী - দেবতাদের রাজ্য চলে । তোমরা ২১ পীড়ি চড়তে বা উঠতে থাকো তারপর ধীরে ধীরে নামার কলা হয় । বলা হয় চড়তি কলার জন্য সবার ভালো হয় । এখন তো সবার ভালো হচ্ছে । কিন্তু তোমরাই চড়তি কলা আর এই উতরতি বা নামার কলার মধ্যে আসো । এই সময় ভারত যত ধরে জর্জরিত তা আর কেউই নয় । বাচ্চারা জানে যে আমাদের ভারত একদিন সোনার পাখির তুল্য ছিল । এখানে অনেক সাহকার ছিল । এখন ভারতের এই নামার কলা সম্পূর্ণ হয়েছে । বিদ্বানরা ভাবে কলিযুগের আয়ু প্রায় ৪০ হাজার বছর । তারা ঘোর অন্ধকারে আছে । তোমাদের অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, না হলে ভক্ত লোকেরা চমকে যাবে । প্রথমে দুইজন বাবার পরিচয় দিতে হবে । ভগবান উবাচঃ গীতা হলো সকলের মা বাবা । বর্সা বা সম্পত্তি এই গীতার থেকেই পাওয়া যায়, বাকি সব শাস্ত্রই তার কাছে সন্তানতুল্য । বাচ্চার থেকে তো বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না । তোমরা বাচ্চারা তো এই গীতার থেকেই বর্সা বা সম্পত্তি পাচ্ছো, তাই না ? এই গীতা মাতারও পিতা আছে । বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থকে কখনো মা বলা হয় না । তাহলে প্রথমে এই কথাই তোমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? সবার বাবাই তো এক । সমস্ত আত্মাই তো ভাই - ভাই । এক বাবার সন্তান সব । বাবা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টি করেন, তাই তোমরা নিজেরা ভাই - বোন হয়ে যাও । তাই তোমরা অবশ্যই পবিত্র থাকো । পতিত - পাবন বাবা এসেই তোমাদের যুক্তির দ্বারা পবিত্র বানান । বাচ্চারা জানে যে পবিত্র হতে পারলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক

হওয়া যাবে । এ হলো খুবই বড় আমদানী । কোন্ মূৰ্খ আছে যে এই ২১ জন্মের বাদশাহী নেওয়ার জন্য পবিত্র থাকবে না ? আবার শ্রীমতও তোমরা পেয়ে থাকো । যে বাবাকে তোমরা অর্ধেক কল্প স্মরণ করেছো, তাঁর নির্দেশ তোমরা মানবে না ? তাঁর নির্দেশে না চললে তোমরা পাপাত্মা হয়ে যাবে । এই দুনিয়াও হলো পাপ আত্মাদের । রাম রাজ্য ছিলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া । এখন এই রাবণ রাজ্য হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । এখন বাচ্চারা তোমাদের চড়তি কলার সময় । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তোমরা কেমন গুপ্তভাবে বসে থাকো । তোমাদের কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । মালা জপ করার কোনো কথাই নেই । বাবাকে স্মরণ করতে করতেই তোমরা কাজও করো । বাবা তোমার এই যন্তের সেবা আমরা স্থূল আর সূক্ষ্ম দুইভাবেই কেমন করে একসাথে করি । বাবা নির্দেশ দেন এমনভাবে স্মরণ করো । বাবা তো তোমাদের নেচার কিওর করান । তোমাদের আত্মা শুদ্ধ হলেই শরীরও শুদ্ধ হয়ে যাবে । কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারো । তোমরা পবিত্রও হও আর সঙ্গে সঙ্গে যন্তের সেবাও করতে থাকো । সেবা করতে থাকলে অনেক খুশীতে থাকতে পারবে । ভাববে আমরা এত সময় বাবার স্মরণে থেকে নিজেদের নিরোগী করেছি অথবা ভারতকে শান্তির দান দিয়েছি । তোমরা শ্রীমতে চলে ভারতকে শান্তি আর সুখের দান দাও । দুনিয়াতে আশ্রম তো অনেক আছে । কিন্তু সেখানে কিছুই নেই । তারা জানেই না যে ২১ পীড়ি স্বর্গের রাজ্য কিভাবে পাওয়া যায় ।

তোমরা এখন রাজযোগের পড়া পড় । দুনিয়ার মানুষও বলে থাকে গড ফাদার এসে গেছেন । অবশ্যই তারা বলে । তাহলে তো সেটা হবেই । বিনাশের জন্য বোম্বও তৈরী হয়েছে । অবশ্যই বাবা এই স্বর্গের স্থাপন আর নরকের বিনাশ করিয়ে থাকেন । এ তো হলো নরক । এখানে কত লড়াই মারামারি হতে থাকে । খুবই ভয়ের । বাচ্চাদের কি করে ভাগিয়ে নিয়ে যায় । কত উপদ্রব হয় । এখন তোমরা জানো যে এই দুনিয়ার বদল হচ্ছে । কলিযুগ বদল হয়ে সত্যযুগ হতে চলেছে । আমরা এই সত্যযুগ স্থাপনে বাবার সাহায্যকারী । ব্রাহ্মণরাই সাহায্যকারী হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণের জন্ম হয় । দুনিয়ার মানুষের গর্ভের বংশাবলী হয়, আর তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । ওরা তো আর ব্রহ্মার সন্তান হয় না । তোমাদের দত্তক নেওয়া হয় । তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে ব্রহ্মার সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই সঙ্গম যুগেই হয় । ব্রাহ্মণরাই পরে দেবী - দেবতা হয় । তোমরা দুনিয়ার ব্রাহ্মণদেরও বোঝাতে পারো যে তোমরা হলে গর্ভজাত বংশ । মানুষ বলে, ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ । ব্রাহ্মণদেরও নমস্কার করে আবার দেবী-দেবতাদেরও নমস্কার করে । তবে এখন তোমরা যেমন ব্রাহ্মণ, তাদেরই নমস্কার করা উচিত । ভাবে যে, এই ব্রাহ্মণরা তন - মন এবং ধন দিয়ে বাবার শ্রীমতে চলে । লৌকিক জগতের ব্রাহ্মণরা শরীরের যাত্রা করে । আর তোমাদের হলো রুহানী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় যাত্রা । তোমাদের এই যাত্রা কতো মধুর । শরীরের তীর্থযাত্রা তো অনেক আছে । গুরুরাও অনেক আছে । সবাইকেই গুরু বলে দেওয়া হয় । এখন তোমরা জানো যে, আমরা মিষ্টি শিববাবার মতে চলে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা স্বর্গের এই বর্সা বা সম্পত্তি নিষিদ্ধ । বর্সা আমরা শিববাবার থেকে নিয়ে থাকি । তোমরা এখানে এলে ফট করে জিজ্ঞেস করি - কার কাছে এসেছ ? তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এ হলো শিববাবার ধার নেওয়া শরীর বা রথ । আমরা তাঁর কাছেই যাই । বিবাহ চুক্তি ব্রাহ্মণরাই করিয়ে থাকেন । কিন্তু সম্পর্ক তো সাজন আর সজনী দুজনেরই মধ্যেই হয় নাকি বিবাহ চুক্তি করানো ব্রাহ্মণের সঙ্গে ? স্ত্রী তার পতিকে স্মরণ করে নাকি গাঁট বন্ধন যে বাঁধে তাকে স্মরণ করে ? তোমাদের সাজনও হলো শিব । তাহলে তোমরা কেন কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো ? তোমাদের তো শিবকেই স্মরণ করতে হবে । এই যে লকেট ইত্যাদি বাবা বানিয়েছেন তাও বোঝানোর জন্য । বাবা নিজে দালাল হয়ে বিবাহ চুক্তি করান । তাই দালালকে স্মরণ করবে না । সজনীদের যোগ

একমাত্র সাজনের সঙ্গে । মাঝা বাবা এসে বাচ্চাদের দ্বারা মুরলী শোনান, বাবা বলেন যে, এমন অনেক বাচ্চা আছে যাদের ভ্রুকুটিতে বসে আমি মুরলী চলাই - কল্যাণ করার জন্য । আমি কাউকে সাক্ষাত্কার করতে, কাউকে মুরলী শোনাতে বা কারোর কল্যাণ করতে আসি । ব্রাহ্মণীদের মধ্যে এত শক্তি নেই, আমি জানি যে একে এই ব্রাহ্মণী ওঠাতে পারবে না, তাই আমি এমন তীর লাগাই যা ওই ব্রাহ্মণীর থেকেও তীক্ষ্ণ হয় । ব্রাহ্মণী ভাবে যে একে আমি বুঝিয়েছি । দেহ - অভিমান চলে আসে । বাস্তবে এই অহংকারও আসা উচিত নয় । সবকিছুই শিববাবা করবেন । এখানে তো তিনি তোমাদের বলেন, বাবাকে স্মরণ করো । এই যোগ শিববাবার সাথেই হওয়া উচিত । এই ব্রহ্মা বাবা হলেন মাঝখানের দালাল, তিনি তাঁর পুরস্কার পেয়েই যান । তবুও এই এই বৃদ্ধের শরীর হলো অনুভবী । এ সবকিছুর পরিবর্তন হয় না । নাটকে সবই লিপিবদ্ধ আছে । এমন নয় যে পরের কল্পে অন্যের শরীরে শিববাবা আসবেন । এমন নয়, যে লাস্টে থাকে তাকেই প্রথমে যেতে হবে । ঝাড়ে দেখো , পিছনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । বাবা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । জগদম্বাকে কামধেনু আর কপিলদেবও বলা হয় । কপল অর্থাৎ জোড়ী , বাপ - দাদা, মাতা - পিতা, এরা হলো কপল জোড়ী । মাতার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না । বর্সা বা সম্পত্তি শিববাবার থেকেই পাওয়া যায় । তাই তাঁকে স্মরণ করা দরকার । আমি এসেছি এই ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের নিয়ে যেতে । ব্রহ্মা বাবাও শিব বাবাকে স্মরণ করে থাকেন । শংকরের সামনে শিবের চিত্র রাখা হয় । এ সবকিছুই মহিমার জন্য । এই সময় শিববাবা এসেই নিজের সন্তানদের বের করেন । তারপর তোমরা বসে বসে কি বাবার পূজো করবে ? না । বাবা এসেই বাচ্চাদের ফুলের মত তৈরী করেন । গর্ত থেকে বের করেন । তোমরা প্রতিজ্ঞাও করো যে তোমরা আর পতিত হবে না । বাবা বলেন তোমাদের দণ্ডক নিয়েছি তাই তোমরা মুখ কালো করো না । যদি এমন করো তাহলে কুল কলঙ্কিত হবে । হেরে গেলে ওস্তাদের নামও তোমরা বদনাম করে দেবে । মায়ার কাছে হেরে গেলে পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । আর কোনো সন্ত্যাসীরা এই কথা শেখায় না । কেউ কেউ আবার বলে মাসে একবার বিকারে কোনো ক্ষতি নেই । কেউ আবার বলে ৬ মাসে একবার । অনেকে আবার অজামিলের মতো হয় । ব্রহ্মা বাবা তো অনেক গুরু করেছিলেন । তারা এমন কথা কখনো বলবেন না যে পবিত্র হও । তারা নিজেরাই ভাবে যে আমরাই থাকতে পারবো না । যারা সচেতন হবে তারা চট করে বলবে, তোমরা নিজেরাই থাকতে পারবে না, তাহলে আমাদের কিভাবে বলছো ? আবার বলে রাজা জনকের মতো এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির রাস্তা বলো । আবার গুরুরা বলে ব্রহ্মকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা নির্বাণধামে যেতে পারবে । কেউই কিন্তু যায় না কারণ সেই শক্তিই নেই । সমস্ত আত্মাদের থাকার জায়গা হলো মূলবতন, যেখানে আমরা আত্মারা এক একটি তারার মতো থাকি । আসলে পূজো করার জন্য এমন বড় লিঙ্গ বানানো হয়েছে । বিন্দুর পূজো কেমন করে করা হবে ? এমন কথা বলা হয় যে, ভ্রুকুটির ভিতর চমকানো অদ্ভুত একটি তারা । তাহলে আত্মাদের বাবাও তো এমনই হবে তাই না ? বাবার কোনো দেহ নেই । ওমন একটি তারার পূজো কেমন করে সম্ভব ? বাবাকে পরম আত্মা বলা হয় । তিনি তো বাবা । যেমন আত্মা ঠিক তেমনই পরমাত্মা । পরমাত্মা কোনো বড় কিছু নয় । এই অদ্ভুত জ্ঞান তাঁর মধ্যেই আছে । এই বেহদের ঝাড়কে আর কেউই জানে না । বাবাই হলেন পূর্ণজ্ঞানী । তিনি যেমন জ্ঞানেও সম্পূর্ণ তেমনি পবিত্রতায়ও সম্পূর্ণ । তিনি সবার সঙ্গতিদাতা । তিনিই সকলকে সুখ আর শান্তি দেন । তোমরা বাচ্চারা কত বড় বর্সা বা সম্পত্তি পাও, আর কেউই তা পায় না । মানুষ তো গুরুর কত অর্চনা করে থাকে । নিজেদের বাদশাহেরও এমন পূজো করে না ।

এ সকলই হলো অন্ধশ্রদ্ধা। তারা কি কি করতে থাকে। সবচেয়েই গ্লানি করে থাকে। কৃষ্ণকে কখনো লর্ড বলে থাকে কখনো বা গড বলে থাকে। গড কৃষ্ণ হলো স্বর্গের রাজকুমার, লক্ষ্মী - নারায়ণের জন্যও বলে থাকে যে এরাও গড - গডেজ। তারা এইসব দেবী - দেবতাদের পুরোনো ছবিও কিনে থাকে। যেমন পুরোনো স্ট্যাম্পও অনেক বিক্রি হয়। বাস্তবে সবার থেকে পুরোনো হলেন শিববাবা, তাই না? কিন্তু তা কেউই জানে না। সমস্ত মহিমাই শিববাবার। এমন তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। পুরানোর থেকেও পুরানো কে? একনম্বর হলেন শিববাবা। কেউই বোঝে না যে আমাদের বাবা কে? তাঁর নাম রূপই বা কি? তারা বলে দেয়, ওনার কোনো নাম বা রূপ নেই, তাহলে তারা কার পূজো কড়ে? শিব নাম তো আছে, তাই না? দেশও আছে আবার কালও আছে। তিনি নিজেই বলেন যে আমি এই সঙ্গমেই আসি। আস্তা তো এই শরীরের মাধ্যমেই বলে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে শাস্ত্রে কতো চর্চিত কথা লিখে দিয়েছে, যার জন্য এই উত্তরতি কলা বা নামার কলা হয়ে গেছে। চড়তি কলা সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগকে আর উত্তরতি কলা দ্বাপর আর কলিযুগকে বলা হয়। এখন আবার তোমাদের চড়তি কলা হবে। বাবা ছাড়া কেউই চড়তি কলা বানাতে পারবে না। এইসব কথাই ধারণ করতে হবে। তাই যে কোনো কাজ করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যেমন শ্রীনাথের মন্দিরে মুখ বেঁধে কাজ করতে হয়। শ্রীনাথ কৃষ্ণকে বলা হয়। শ্রীনাথের ভোজন তৈরী করা হয়। শিববাবা তো এই ভোজনও করেন না। তোমরা যখন পবিত্র ভোজন বানাও তখন তোমাদের বাবার স্মরণে থেকেই তা বানানো উচিত, এর ফলে তোমরা শক্তিও প্রাপ্ত করবে। কৃষ্ণ লোকে যাবার জন্য মানুষ ব্রত, নিয়ম আদি পালন করে। এখন তোমরা জানো যে তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাবে তাই তোমাদের উপযুক্ত তৈরী করা হচ্ছে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে বাবা তোমাদের গ্যারান্টি দেবে যে তোমরা অবশ্যই কৃষ্ণপুরীতে যাবে। তোমরা জানো যে তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কৃষ্ণপুরী স্থাপন করছো, তোমরাই সেখানে রাজত্ব করবে। যারা বাবার শ্রীমতে চলবে তারাই কৃষ্ণপুরীতে আসবে। লক্ষ্মী - নারায়ণের থেকেও কৃষ্ণের নাম অনেক বেশী। কৃষ্ণ হল ছোটো বাচ্চা তাই সে মহাত্মার সমান। বালক অবস্থা হলো সতোপ্রধান, তাই কৃষ্ণের এতো নাম। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের সম্পূর্ণ যোগ এক শিববাবার সাথে রাখতে হবে। কখনোই কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। কখনোই নিজের ওস্তাদের (বাবা) নাম বদনাম করবে না।

২) তোমার দ্বারা যদি কারোর কল্যাণও হয়, তাহলে আমি এর কল্যাণ করেছি, এই অহংকারও করবে না। এও হলো দেহ - অভিমান। সর্বময় কর্তা বাবাকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতে থেকে প্রতি পেপারে উত্তীর্ণ হয়ে সদা প্রস্তুত আর নষ্টমোহা হও।

সদা প্রস্তুত এই শব্দটির অর্থ হল -- নষ্টমোহা স্মৃতি স্বরূপ। সেই সময় কোনো সম্বন্ধী বা বস্তু স্মরণে আসবে না। কারোর সঙ্গেই সংযোগ হবে না, সবার থেকে পৃথক থাকবে এবং সবার প্রিয়

থাকবে । এর সহজ পুরুষার্থ হলো নিমিত্ত ভাব । নিজেকে নিমিত্ত ভাবলে, যিনি এই নিমিত্ত বানান তাঁর কথা স্মরণে আসবে । আমার পরিবার , আমার কাজ -- এমন নয় । আমি হলাম নিমিত্ত । এই নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতেই প্রতি পেপারে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- ব্রহ্মা বাবার সংস্কারকে নিজের সংস্কারে পরিণত করাই হল বাবাকে অনুসরণ করা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ভালোবাসা আত্মার সাথে হওয়া উচিত, চলতে-ফিরতে অভ্যাস করো, আমি আত্মা, আমি আত্মার সাথে কথা বলি, অবশ্যই আমি কোনও মন্দ কাজ করিনা।"

প্রশ্নঃ - বাবা দ্বারা রচিত যন্ত্র যতদিন চলবে ততদিন পর্যন্ত বাবার কোন নির্দেশ ব্রাহ্মণদের অবশ্যই পালন করতে হবে ?

উত্তরঃ - বাবার নির্দেশ - বাচ্চারা, যতদিন এই রুদ্র যন্ত্র চলে ততদিন তোমাদের অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। তোমরা, ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার কুমারী কখনও বিকারের পথে যেতে পারোনা। যদি কেউ এই নির্দেশ অবজ্ঞা করো তবে খুব কড়া শাস্তি পেতে হবে। যদি কারও মধ্যে ক্রোধেরও অশুভ শক্তি থাকে তাহলেও সে ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণকে দেহী-অভিমানী হতে হয় এবং কখনও বিকারের বশীভূত না হওয়া, ব্রাহ্মণের একান্ত করণীয়।

গীতঃ- ও দূরদেশী পান্থ ,

ওম্ শান্তি । দূরদেশী পথিককে তোমরা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারনা। লোকে তাঁকে ডাকে - হে পরমধাম নিবাসী পরমপিতা পরমাত্মা এসো। পিতা বলেন যে, তারা তাঁকে বাবা ডাকে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে আসেনা পিতার রূপ কি বা আত্মা কি ! যদিও তারা বুঝতে পারে, আত্মা উজ্জ্বল তারার মতো ক্রকুটির মাঝে থাকে। ব্যস্ ! তারা আর অন্যকিছু জানেনা। আমরা - আমাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ করা আছে। মানুষের এইসব বিষয়ের কোনও জ্ঞান নেই। এমনকি, আত্মা শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে, তাও জানেনা। গর্ভের মধ্যে নড়াচড়া হলে তখন তোমরা বুঝতে পারো যে আত্মা প্রবেশ করেছে। যখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মা বলে, তখন এটা আত্মাই বলে, বাবা ! আত্মা জানে যে এই শরীর জাগতিক পিতার দ্বারা দেওয়া হয়েছে। আমাদের বাবা নিরাকার। নিশ্চিত, আমাদের বাবাও আমাদের মতোই বিন্দু হবেন। মানুষও তাঁর মহিমা গায়। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। যাই হোক, তিনি কত বড় বা ছোট, তা'সবার বুদ্ধিতে বসেনা। আগে তোমাদের বুদ্ধিতেও ছিলনা আত্মা কি ! তোমরা পরমাত্মাকে স্মরণ করা সত্ত্বেও, তোমরা কিছু জানতে না। বাবা তো নিরাকার, তাহলে তিনি কিভাবে পতিত-পাবন হবেন ? তিনি কি জাদু করেন ! পতিতকে পবিত্র বানাতে তাঁকে অবশ্যই আসতে হয়। ঠিক যেমন আমরা-আত্মারা শরীরের মধ্যে থাকি, একইভাবে নিরাকার বাবাকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতেই হয়। এই কারণে মানুষ শিবরাত্রি বা শিব জয়ন্তী উত্সব পালন করে। যেমনই হোক, কেউ জানেনা তিনি কিভাবে এসে আমাদের পবিত্র করেন ! আর এই কারণে তারা বলে তিনি সর্বব্যাপী। প্রদর্শনীতে বা কোথাও তোমরা যখন ভাষণ ইত্যাদি করতে যাও, সর্বাগ্রে বাবার পরিচয় দাও, তারপরে আত্মার। আত্মার অধিষ্ঠান ক্রকুটির মধ্যভাগে। সমস্ত সংস্কার আত্মায় থাকে। শরীরের বিনাশ হয়। তোমরা যা কিছু করছ তা' আত্মাই করে। শরীরের অরগ্যান্স আত্মার ওপর নির্ভর করেই কাজ করে। রাতে আত্মা অশরীরি হয়ে যায়। আত্মাই বলে, আমি আজ খুব ভালো করে বিশ্রাম নিয়েছি অথবা আমি আজ বিশ্রাম নিতে পারিনি। আমি এই শরীর দ্বারা ব্যবসা ইত্যাদি করি। বাচ্চারা তোমাদের এই অভ্যাস ধীরে ধীরে মনে সঞ্চারিত হওয়া উচিত, আত্মাই সবকিছু করে। আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে, তাকে শব বলা হয়। তখন সেই শরীর আর কাজের থাকেনা। আত্মা যখন শরীর ছেড়ে দেয়

শরীরে তখন দুর্গন্ধ হয় । তারপর তারা দেহ নিয়ে জ্বালিয়ে দেয় । অতএব, তোমাদের ভালোবাসা আত্মার সাথে । বাচ্চারা, তোমাদের শুদ্ধ অভিমান থাকা উচিত যে, তোমরা আত্মা । তোমাদের সম্পূর্ণরূপে আত্ম-অভিমानी হতে হবে । এর জন্যই সমস্ত মেহনত চাই । এই অরগ্যান্স দ্বারা আমি আত্মা অবশ্যই কোন খারাপ কাজ করবনা । নয়তো, শাস্তি পেতে হবে । আত্মা যখন শরীরে থাকে তখনই দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় । শরীর বিনা আত্মা দুঃখভোগ করতে পারেনা । সুতরাং, প্রথমে আত্ম-অভিমानी এবং পরে পরমাত্ম-অভিমानी হও । আমি পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । লোকে বলে যে, পরমাত্মা তাদের রচনা করেছেন । তিনি রচয়িতা, কিন্তু কেউ জানেনা তিনি কিভাবে রচনা করেন । তোমরা এখন জানো পুরানো দুনিয়ায় থেকে পরমপিতা পরমাত্মা কিভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন ! দেখ ! কত চমত্কার এই রীতি ! তারা তো প্রলয় দেখিয়ে দিয়েছে ! তারা বলে পিপুল পাতায় ভেসে ছোট বালক এসেছিল, কিন্তু তারা সেই ছোট বালককে দেখায় না । একেই বলা হয়ে থাকে অস্ত্রান । তারা বলে, ভগবান শাস্ত্র বানিয়েছেন । ব্যাস তো ভগবান হতে পারেননা ! ভগবান বসে বসে কি শাস্ত্র লিখেছেন ? তাঁর মহিমা করা হয় যে, তিনি সব শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে দেন । যাই হোক, বেদ , শাস্ত্র পড়ে কারও লাভ হয়না । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যাদের ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান আছে, তারা ভাবে যে তারা ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়ে যাবে । ব্রহ্ম তো মহতত্ত্ব, যেখানে আত্মারা থাকে । এইসব না জানার কারণে যা তাদের মনে আসে বলতে থাকে এবং অন্যান্য মানুষও বলতে থাকে যে সেইসব সত্যি ! বহু মানুষ হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে । কিন্তু তোমরা সেসব করতে পারোনা । তোমরা কি কোমল কন্যাদের এবং মাতাদের সেই কষ্ট দিতে পারো ? প্রথমদিকে মাতারা কখনও রাজবিদ্যা পড়ত না ! তাদেরকে ভাষা শেখার জন্য স্কুলে পাঠানো হতো, কিন্তু তারা চাকরীতে যেতনা । এখন তাদের পড়াশোনা করতে হয়, যাতে উপার্জন করার কেউ না থাকলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে, ভিক্ষা না করতে হয় ! তা নয়তো সাধারণতঃ কন্যাদের ঘরের কাজ শেখানো হতো । এখন ব্যারিস্টার, ডাক্তার হওয়ার জন্য তারা লেখাপড়া শেখে । এখানে তোমাদের কোনকিছু করতে হয়না । প্রথম-প্রথম কেউ যখন এখানে আসে তাদের শুধু বাবার পরিচয় দাও । নিরাকারকে সবাই শিববাবা বলে, কিন্তু কেউ জানেনা তাঁর রূপ কি ! ব্রহ্ম হলো তত্ত্ব । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আকাশ কত বিশাল, তোমরা এর অন্তে পৌঁছাতে পারবে না ! ঠিক সেইরকমই ব্রহ্মতত্ত্বও অন্তহীন ! এর ছোট একটা অংশে আমরা আত্মারা থাকি । আর বাকি সবটা মহাকাশ ! সাগরও বিশাল ; এর কোনও সীমা নেই । তোমরা মহাকাশের অন্তে পৌঁছাতে পারবে না । বিজ্ঞানীরা সেখানে যেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেতে যেতে তাদের জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যায় ! ঠিক একইভাবে মহাতত্ত্ব অতি বৃহৎ । যখন তোমরা সেখানে যাও, কিছু খোঁজার প্রয়োজন হয়না ! সেখানে আত্মাদের এই বিচার করারও প্রয়োজন নেই, খুঁজে লাভ কি হবে ! তারা যেমন স্টারের মধ্যে বিশ্ব খোঁজে, কিন্তু এতে লাভই বা কি ! সেখানে বাবাকে পাওয়ার কোনও রাস্তা নেই । ভক্তরা ভক্তি করে ভগবানকে পাওয়ার জন্যে । সুতরাং, তারা ভগবানকে পায় । তিনি মুক্তি, জীবনমুক্তি দেন । ঈশ্বরকে খুঁজতে হয়, নাকি মহাকাশ, যেখানে তোমরা কোনকিছু খুঁজে পাওনা । গভার্নমেন্ট কত খরচ করে ! এই হলো অলমাইটি গভার্নমেন্ট । না পাওব আর না কৌরবকে মুকুটসহ দেখানো হয়েছে ! বাবা এসে তোমাদের সবকিছু বুঝিয়ে দেন । তোমরা যখন এতসব নলেজ পাচ্ছ, তবে তোমাদের অনেক খুশিতে থাকা উচিত যে এই পড়া বেহদের বাবা স্বয়ং আমাদের পড়াচ্ছেন । তোমরা আত্মারা বলা যে তোমরা আগে দেবী-দেবতা ছিলে । তোমরা তখন খুব সুখী ছিলে, তোমরা ছিলে পুণ্য আত্মা ! এখন আমরা পাপ আত্মা হয়েছি কারণ, এটা রাবণরাজ্য । সবাই রাবণের মতে চলে । তোমরা চলো ঈশ্বরীয় মতে । রাবণও গুপ্ত এবং ঈশ্বরও গুপ্ত । এখন ঈশ্বর তোমাদের মতনির্দেশ দেন । রাবণ কেমন মত দেয় ? রাবণের তো কোনও রূপ নেই,

কিন্তু সে তো রূপ ধরে ! রাবণের অনেক রূপ আছে । তোমরা জানো, তোমাদের পাঁচ বিকার আছে, যার জন্য তোমরা আসুরিক মতে চলছ । মেল - ফিমেল উভয়ের মধ্যেই পাঁচ বিকার আছে । এইসব কথা মানুষের বুদ্ধিতে তখনই বসবে যখন তারা জানবে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন । পরমাত্মা নিরাকার ! একমাত্র তিনি যখন সাকারে আসেন তখনই আমরা ব্রাহ্মণ হতে পারি । বাবা আসেন রাতের বেলায় ! শিবরাত্রিও ব্রহ্মারাত্রি হয়ে যায় । ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচিত হয় । যজ্ঞের জন্য অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । ব্রাহ্মণদের যতক্ষণ যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় ততক্ষণ তাদের পবিত্র থাকতে হবে । এমনকি জাগতিক ব্রাহ্মণও যখন যজ্ঞ রচনা করে, বিকারে যায়না । যদিও তারা সাধারণতঃ বিকারে থাকে, কিন্তু যখন যজ্ঞ রচনা করে তারা বিকারকে প্রশ্রয় দেয়না । একইভাবে, মানুষ যখন তীর্থে যায়, তারা তীর্থে থাকাকালীন বিকারকে প্রশ্রয় দেয়না । তোমরা ব্রাহ্মণরাও এই যজ্ঞের রক্ষক, সুতরাং যদি তোমরা অসংযত হও তবে পাপ আত্মায় পরিণত হবে । যজ্ঞ এখনও চলছে, সুতরাং, শেষ পর্যন্ত তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে । ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, ব্রহ্মার বাচ্চারা অবশ্যই কখনো অসংযমী হয়োনা । বাবা একটা ফরমান জারি করেছেন, তোমরা কখনও অসংযমী আচরণ করোনা । তানাহলে, অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে । যখন তোমরা অবাধে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করো, সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় । এমন কেউ ব্রহ্মাকুমার -কুমারী হতে পারেনা, কিন্তু তারা শূদ্র, অনার্য । বাবা তোমাদের নিরন্তর মনে করিয়ে দেন যে, তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে পবিত্র থাকবে ! যদি ব্রাহ্মণ হওয়ার পর বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, তোমরা যথেষ্টাচার করো, তাহলে চণ্ডালের জন্ম পেতে হবে । এখানে গণিকাসম অধিকতর খারাপ জন্ম হয়ই না । এটা গণিকালয়, যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই একে অপরকে বিষ দিচ্ছে । মায়া যত সংকল্পই আনুক না কেন, কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু তোমরা অসংযত হয়ে নিজেদের কলঙ্কিত করোনা । কেউ কেউ বলপ্রয়োগ করে । কন্যাদের তত শক্তি থাকেনা । পবিত্রতার সাথে তোমাদের আচরণও খুব ভালো হতে হবে । তোমাদের আচার-আচরণ খারাপ হলে তোমরাও আর কোনও কাজের থাকবে না । লৌকিক মাতাপিতা অসংযমী হলে বাচ্চারাও তাদের থেকে শেখে । পারলৌকিক বাবা তোমাদের সেইরকম শিক্ষা দেননা । বাবা তোমাদের দেহী-অভিমানী বানান । কখনও ক্রোধ করোনা । ক্রোধের সময় তোমরা ব্রাহ্মণ নও, চণ্ডাল ; কারণ ক্রোধের অশুভ শক্তি কাজ করে ! এই অশুভ শক্তিই মানুষের দুঃখের কারণ । বাবা বলেন, ব্রাহ্মণ হওয়ার পর কোনরকম আসুরিক কিছু করোনা । বিকারকে প্রশ্রয় দিয়ে তোমরা যজ্ঞকে অপবিত্র করো, এই বিষয়ে তোমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে ! ব্রাহ্মণ হওয়া তোমাদের মাসীর বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার মতো সহজ নয় ! এই যজ্ঞ থেকে অবশ্যই কোনও খারাপ কর্ম করবে না । পাঁচ বিকারের একটা বিকারও যেন না থাকে । ভেবোনা যে তোমাদের ক্রোধিত হওয়া কোন সমস্যা নয় ! যদি তোমরা অশুভ শক্তি আসতে দাও, তার অর্থ তোমরা ব্রাহ্মণ নও । কেউ কেউ বলে, এই লক্ষ্য অনেক উঁচু । যদি তোমরা এখানে চলতে না পারো তবে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের মনের ইচ্ছা চরিতার্থ করো ! এই জ্ঞানে সদা তোমাদের পবিত্র এবং হর্ষিত থাকতে হবে । তোমরা পতিতপাবন বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে তাঁকে সহায়তা করতে হবে ; কোনরকম বিকার থাকা উচিত নয় । কেউ কেউ এখানে আসার সাথে সাথে মুহূর্তমধ্যে বিকার ত্যাগ করে । বোঝা উচিত তোমরা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের ব্রাহ্মণ ! তোমরা অবশ্যই এমন কাজ করোনা যাতে তোমাদের বিবেক দংশন হয় । তোমাদের হৃদয়রূপী দর্পণে দেখ তোমরা উপযুক্ত হয়েছ কিনা ! ভারতকে পবিত্র বানানোর আমরা নিমিত্ত, সুতরাং নিশ্চয়ই যোগে থাকা উচিত । সন্ন্যাসী মানুষ শুধু পবিত্র হয় কিন্তু বাবার সম্বন্ধে কিছুই জানেনা । অনেক লোকে হঠযোগ ইত্যাদি করে, কিন্তু কিছু লাভ হয়না । তোমরা জানো, বাবা এসেছেন আমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । আমরা আত্মারা

সেখানকার নিবাসী । আমরা সুখধামে ছিলাম, এখন দুঃখধামে আছি । এখন সপ্তমযুগ - তোমরা যদি নিরন্তর এইভাবে স্মরণে থাকো তাহলে সর্বদা তোমাদের মুখে হাসি থাকবে । যেমন দেখ ব্যাঙ্গালোরের এই অঙ্গনা বসি সবসময় হাসছে । 'বাবা' বললেই খুশিতে ভরপুর হয়ে যায় । তার এতেই খুশি যে সে বাবার বাচ্চা ! যাদের সাথেই তোমাদের দেখা হোক তাদের জ্ঞান দিতে থাকো । হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো তোমাকে পরিহাস করবে কেননা এইসব নতুন কথা কেউই জানেনা, ভগবান এসে আমাদের পড়ান । কৃষ্ণ কখনও এসে পড়ান না । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের ব্রাহ্মণ হয়ে এমন কোনও কাজ করবেনা যার জন্য বিবেক দংশন হয় । কোনরকম বিকার বশীভূত হয়োনা ।

২) পতিত -পাবন বাবার প্রকৃত সহায়ক হওয়ার জন্য সদা পবিত্র এবং হর্ষিত থাকতে হবে । জ্ঞানের স্মরণে থেকে সদা হাস্যময় হতে হবে ।

বরদান:- মন-বুদ্ধি -সংস্কার বা সর্ব কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়মনীতি অনুসারে চালিত করে স্বরাজ্য অধিকারী ভব

স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা নিজের যোগের শক্তি দ্বারা সব কর্মেন্দ্রিয়কে তাদের অর্ডারে নিয়ন্ত্রণ করে । না, শুধু এই স্থূল কর্মেন্দ্রিয় নয় , মন -বুদ্ধি -সংস্কারও রাজ্য অধিকারীর ডাইরেকশনে অথবা নিয়মনীতিতে চলে । তারা কখনও সংস্কারের বশে থাকেনা বরং সংস্কারকে নিজের বশে করে শ্রেষ্ঠ নীতি অনুযায়ী কাজে প্রয়োগ করে, সম্পর্ক-সম্বন্ধের মধ্যেও তাদের ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ সংস্কার প্রকাশ পায় । স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা স্বপ্নেও ভুলপথে চালিত হবেনা ।

স্লোগান:- নির্মাণের বিশেষত্বকে ধারণ করলে তোমরা সদা সাফল্য অর্জন করতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সকল শুদ্ধ কামনা গুলিকে পূরণ করতে। রাবণ অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে আর বাবা পূরণ করেন শুদ্ধ কামনা।"

প্রশ্ন :- যারা বাবার শ্রীমতকে উল্লঙ্ঘন বা বিরুদ্ধাচরণ করে, অন্তিমে তাদের কি গতি হবে ?

উত্তর :- বাবার শ্রীমৎ লঙ্ঘনকারী আত্মাকে শেষ জীবনে 'রাম তোমার সঙ্গে আছে' বলতে বলতে মায়ার ভূত নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। ফলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই হবে। বাবার শ্রীমতে না চললে তার মৃত্যু অবধারিত। ধর্মরাজ পুরো হিসাবই মিটিয়ে নেয়। সেই কারণেই বাবা বাচ্চাদের সর্বদা ভাল মতই দেন, যাতে বাচ্চারা মায়ার কুমত ও কুপথ থেকে সতর্ক হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, বাবার শ্রীমতে থেকে কোনও বিকর্ম হয়ে যায়, যার ফল স্বরূপ ১০০ গুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাবার শ্রীমতে না চলা এবং ঈশ্বরীয় পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো নিজেকে অভিযুক্ত ও কুপাহীন করে তোলা।

গীত :- ওঁ নমঃ শিবায়

ওঁ শান্তি! ভক্তেরাও পরমপিতা পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই মহিমা কীর্তন করে থাকে। তারা আবার এও বলে থাকে- হে ভগবান, হে শিববাবা,--কিন্তু কারা বলে একথা ? আত্মা তার নিজের বাবা পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। আত্মারা জানে যে, যেমন আমাদের লৌকিক পিতা আছে, তেমনি শিববাবা হলেন আমাদের পারলৌকিক পিতা। উঁনি অবতার হয়ে কল্পে একবার এই ভারতেই আসেন। জগতের মানুষেরাই তো তা গেয়ে থাকে, "হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের মতন ভ্রষ্টাচারী পতিতদের শ্রেষ্ঠাচারী পাবন বানানোর জন্য। কিন্তু বাস্তবে তারাই আবার নিজেদেরকে পতিত ভ্রষ্টাচারী ভাবতে চায় না। অবশ্য সবাই এক ধরনের হয় না। প্রত্যেকেরই পদ ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের কর্ম-কর্তব্যের ধরণও ভিন্ন ভিন্ন, অথচ অনন্য। কারও সাথে কারও কাজের মিলও খুঁজে পাবে না। বাবা বসে সেটাই আমাদের বোঝান যে, বাবাকে তোমরা সঠিক ভাবে না জানার কারণে এখন এমন অনাথ ও পতিত হয়ে গেছো। তারা পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই বলেও থাকে, 'পতিত পাবন সকলের সদগতি দাতা এক ও একমাত্র আপনি।' তা হলে গীতা বা গঙ্গা পতিত-পাবনী হয় কিভাবে ? তোমাদেরকে এমন অবুঝ বানিয়েছে কে ? --পাঁচ বিকার রূপী রাবণ এমন বানিয়েছে। সকল আত্মাই এখন এই রাবণ রাজ্যে অথবা শোক-বাটিকায়। কিন্তু, যিনি সকলের হেড (জ্যেষ্ঠ) তার তো অনেক চিন্তা থাকবেই। যেহেতু সকল আত্মাই এখন দুঃখী হওয়ার কারণে বাবাকে আহ্বান করে বলছে, "বাবা এসো, আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে চলো এবং আমাদেরকে সদার জন্য নিরোগী, দীর্ঘায়ু, শান্তি-সম্পন্ন, ধনবান বানাও। কেন না একমাত্র এই বাবাই হলেন সুখ-শান্তির সাগর। কোনও মানুষের তো আর এই ধরণের মহিমা হওয়া সম্ভব নয়। যদিও জগতের মানুষেরা পতিত হয়েও, নিজেদেরকে শিবোহম্ (আমিও শিব) এমনটাও বলে থাকে। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা বাবাকে সর্বব্যাপীও বলে থাকো, এটাও সম্পূর্ণ ভুল কথা। এর ফলে ভক্তিও যথার্থরূপে হয় না কারণ সেক্ষেত্রে ভক্তরা অনেক ভগবানকেই স্মরণ করে। কিন্তু, ভগবান তো কেবল একজনই, অথচ ভক্তেরা অনেক। যখন তোমরা ভগবানকে নুড়ি-পাথরের মধ্যেও আছে মনে করো, তাতে তো নিজেরাই পাথর বুদ্ধির হয়ে যাও। তাই তো আমাকে আসতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র-পাবন দুনিয়ার স্থাপনা

করাবার জন্য। তোমরা কত অনেক সংখ্যায় ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দওক সন্তান। এখনও যা ক্রমেই বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। যারা এখন ব্রাহ্মণ হবে, তারাই ক্রমে দেবতা হবে। তোমরাই পূর্বে শূদ্র ছিলে। এখন ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ (বি কে) হয়েছে এবং তারপর দেবতা ও ঋত্রিয় হবে। এই চক্র এভাবেই আবর্তিত হতে থাকে। যা একমাত্র বাবাই তা বোঝাতে পারেন। এই জগৎ হলো মনুষ্য সৃষ্টির জগৎ আর সূক্ষ্মবতনে থাকে ফরিস্তারা। সেখানে কোনও কল্পবৃক্ষের ঝাড় নেই। এই মনুষ্যরূপী সৃষ্টির ঝাড় কেবল এই দুনিয়ায় বর্তমান। তাই তো বাবা স্বয়ং এসে এই জ্ঞান অমৃতের কলস মায়েদের মাথার উপর রাখেন। যা বাস্তবে কোনো অমৃত নয়, তা হলো জ্ঞান-অমৃত, অর্থাৎ জ্ঞান। বাবা স্বয়ং এসে আমাদের সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন। বাবা বলেন, "আমি নিরাকার, এবং সর্বোত্তম মানুষের শরীরেই প্রবেশ করি। তিনি নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন, "যেহেতু আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি, তাকে তো তবে অবশ্যই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হতে হবে।" ব্রহ্মাকেও তো এখানেই প্রয়োজন। যদিও তিনি সূক্ষ্মবতনবাসী অব্যক্ত ব্রহ্মা। তাই আমি এই ব্যক্ত ব্রহ্মার শরীরেই প্রবেশ করি, ব্রহ্মাকে ফরিস্তা বানানোর জন্য। পরবর্তী কালে তোমরাও ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যাবে। তোমাদের অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকেই এখানে পবিএ হতে হবে। তবেই এরপর পবিএ দুনিয়াতে গিয়েই জন্মগ্রহণ করবে। তোমরা কখনও কোনও প্রকারের হিংসা করবে না। কাম-বসনার লড়াই ঝগড়া করা হলো সবচেয়ে মারাত্মক হিংসা। যার কারণে মানুষ আদি, মধ্য, অন্তে কেবল দুঃখই পেয়ে থাকে। দ্বাপর থেকে কামাগ্নির লড়াই ঝগড়া চলে আসছে আর তখন থেকেই মানুষের পতন শুরু হয়েছে। যেহেতু দ্বাপর থেকে মানুষের কাছে কেবল ভক্তির জ্ঞানই থাকে। তারা কেবল বেদ-শাস্ত্র পড়ে আর ভক্তি করে। যদিও তারা জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের গুণ-কীর্তনও করে। ভক্তির পর বাবা সমগ্র দুনিয়াবাসীকে বৈরাগ্যের দিশা দেখান। যেহেতু এর কিছু পরেই এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়। এই কারণেই বাবা বলছেন, "দেহ সহিত দেহ সম্বন্ধীয় সব সম্পর্ককে ত্যাগ করো আর তা ভুলে থাকো। একমাত্র আমার সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগাও। এমন অভ্যাস করতে হবে, যাতে শেষ সময়ে কারওকেই যেন স্মরণে না আসে। এই ভাবেই পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করার অভ্যাস সম্ভব। বেহদের সন্ন্যাস একমাত্র বেহদের বাবাই করাতে পারেন। পুনঃজন্ম তো সবাইকেই নিতে হয়, তা না হলে এত বুদ্ধি তাদের হয় কিভাবে। হদের সন্ন্যাসীদের মাধ্যমেই পবিত্রতার বল এই ভারতবাসীরাই পায়। ভারতের মতন এত পবিত্র স্থান আর কোথাও নেই। যেহেতু এটা বাবারও জন্মস্থান। যদিও জগতের মানুষেরা তা জানেই না যে, কিভাবে বাবা অবতার হিসাবে অবতারিত হন! আর কি বা করেন! এসব, কিছুই জানে না তারা। যদিও তারা একথাও বলে থাকে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। দিনের অর্থ স্বর্গ এবং রাত অর্থাৎ নরক। তারা তো এটাও জানে না যে, ব্রহ্মার রাত মানে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরও রাত। আর ব্রহ্মার দিন মানে ব্রাহ্মনদেরই দিন অর্থাৎ আলোর প্রকাশ। রাবণ রাজ্যে থাকতে থাকতে সব আত্মারই গুণ ও শক্তিগুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্গতির শিকার হয়েছে। কিন্তু, এখন আবার বাচ্চারা তোমরা বাবার দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত করছো যেহেতু তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা হলে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান ব্রহ্মার দওক সন্তান, তা হলে তো তোমরা শিববাবার পৌত্র (নাতি) হলে - তাই না! শিববাবার সন্তান ব্রহ্মা যেমন এই জ্ঞান শুনতে থাকেন, তোমরা পৌত্র-পুত্রীরাও তেমনি বাবার এই জ্ঞান শুনতে থাকো। আগামীতে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। স্বয়ং শিববাবা এসেই এই রাজযোগ সেখান। জগতের সন্ন্যাসীদের কর্ম-কর্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং তোমাদের তথা প্রকৃত সনাতন দেবী-দেবতাদের কর্ম-কর্তব্যও ভিন্ন প্রকৃতির। সেখানে (স্বর্গে) দেবী-দেবতারা দীর্ঘায়ু হয় এবং অকালে মৃত্যুও হয় না। যেহেতু সেখানে দেবী-দেবতারা আত্ম-অভিমानी হয়ে থাকে। তখন তারা পরমাত্মা

অভিমানীও হয় না। আবার মায়া-রাজ্যে প্রবেশের প্রবেশের কারণে দেহ অভিমানী হতে শুরু কর। বর্তমানের এই সময়ে তোমরা যেমন আত্ম-অভিমানী, তার সাথে সাথে তোমরা তেমনি পরমাত্মা অভিমানীও। এখন তো তোমরা জেনেছো, তোমরা পরমাত্মারই সন্তান, ঔঁনার গুনাবলী ও কর্ম-কর্তব্যকেও সম্বন্ধেও তোমরা জানতে পেরেছো। এটাই হলো শুদ্ধ অভিমান আর নিজেকে শিবোহ্ম বা পরমাত্মা বলার অর্থই হলো অশুদ্ধ অভিমান। পরমাত্মার মাধ্যমেই তোমরা এখন নিজেকে এবং পরমাত্মাকেও জানতে সক্ষম হয়েছো। তোমরা জানো যে, প্রতি কল্পেই পরমপিতা পরমাত্মা এই ধরায় আবির্ভূত হন। ভক্তিমার্গেও তিনিই স্বল্প কালের সুখ দিয়ে থাকেন। কিন্তু, চিত্রাদি এসব তো জড় পদার্থ। তবুও মনোকামনা পূরণ করার জন্য তোমরা যে উদ্দেশ্যে পূজা-অর্চনা ইত্যাদি করে থাকো, তোমাদের সেই শুদ্ধ কামনাগুলি আমিই পূরণ করে থাকি। আর অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে রাবণ। অনেকেই রিদ্ধি-সিদ্ধি (হঠ যোগ, তন্ত্র-মন্ত্র) ইত্যাদিও শিখে থাকে। যা রাবণের মত। তাই বাবা বলেন, আমি তো কেবল সুখদাতা - আমি কাউকেই দুঃখ দেই না। যদিও জগতের মানুষ আমার উপর কলঙ্ক দিয়ে বলে, 'দুঃখ-সুখ সবই ঈশ্বরের দান'। "যদি এমনটাই ভাবো, তা হলে তবে আমাকে আহ্বান করে বলই বা কেন, 'পরমাত্মা দয়া করো, ক্ষমা করো, ইত্যাদি।' যেহেতু তারা জানে, ধর্মরাজের কাছে তাদেরকে আরও অনেক বেশী কঠিন শাস্তি পেতে হয়।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, ভক্তিমার্গের এইসব পুঁথি-শাস্ত্রে কোনও সার-বস্তু নেই। তাই তোমাদের এখন ভক্তি আর ভাল লাগে না। আবার এমনও বল না 'হে ভগবান'। সব আত্মাই কিন্তু মনে মনে এই বাবাকেই স্মরণ করে। এটাই হলো নিঃশব্দ প্রার্থনা। আত্মার সাথে নিরাকার পরমাত্মা বাবা যে কথা বলেন, আত্মা তা শুনতেও পায়। তবুও যদি তারা বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তবে তো সবাই পরমাত্মা হয়ে যাবে - তাই না! তাই সেক্ষেত্রে বাবা বলেন, জগতের মানুষ কতো পাথর বুদ্ধির বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে। তারা তো সবসময় ভীত থাকে এই ভেবে যে, গুরু তাদেরকে অভিশাপ না দিয়ে দেয়! কিন্তু এই বাবা তো বাচ্চাদের সুখদাতা। বাবা বাচ্চাদের কখনো অভিশাপ দেন না বা কখনো তাদের প্রতি ক্ষমাহীনও হন না। বাচ্চারা বাবার শ্রীমত অনুসারে না চললে, ঈশ্বরীয় পড়া না পড়লে, নিজেরাই নিজের উপর কৃপাহীন হয়ে পড়ে। বাবা আবার বাচ্চাদেরকে বলেন, সর্বদাই কেবল এই এক ও একমাত্র (বাবাকেই) আমাকেই স্মরণ করো। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে ভক্তির কোনও ব্যাপার থাকে না। কিন্তু কলিযুগ রাত হওয়ার কারণে ভক্তিতে সাধারণ মানুষেরা এদিক-ওদিক ধাক্কা খেতেই থাকে, তাই তো তারা তখন মনে করে, সদগুরু ব্যতীত জীবন অন্ধকাররময়। এমন সময় সদগুরু অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং এসে সমগ্র সৃষ্টি-চক্রের গোপন রহস্য বুঝিয়ে বলেন, "যেখানে তোমরা প্রথমে দেবতা ছিলে, তারপর ক্ষত্রিয় হয়ে, ধীরে ধীরে বৈশ্য ও শূদ্রে পরিণত হয়েছ এখন। এই ভাবেই তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ। সত্যযুগে ৮ বার পুণঃজন্ম, ত্রেতাতে ১২ বার এবং বাকি ৬৩ জন্ম দ্বাপর আর কলিযুগে হয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণেরা এইভাবেই চক্রে আবর্তিত হয়ে আছো। সাধারণ মানুষেরা এসব কথা তো জানেই না। এই ভারতভূমিই একদা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল, তখন আর কোন খন্ড রাজ্য ছিল না। যখন থেকে মিথ্যার খন্ড রাজ্য শুরু হয়েছে, তখন থেকে আরও বেশী বেশী করে সবকিছুই খন্ড-খন্ড হতে শুরু হয়েছে। দ্যাখো, তাই তো এখন কতই না লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে। ফলে এই দুনিয়াটাই এখন পিতৃহীন অনাথের দুনিয়াতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু তারা নিজের বাবা পরমাত্মাকেই জানে না। কিন্তু ওদিকে আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে কাঁদতেও থাকে। বাবা বলেন, "কল্পে আমি একবারই আসি, পতিত দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানাবার জন্য। জগতের মানুষ বাপু তথা গান্ধীজীর সম্বন্ধে ভাবতো যে

তিনিই রামরাজ্যের স্থাপনা করবেন এবং যে কারণে সবাই বাপুকে (গান্ধীজী) অনেক অর্থও সংগ্রহ করে দিত। যদিও গান্ধীজী কখনও সেই অর্থ ব্যক্তিগত কার্যে ব্যবহার করেননি, রামরাজ্যের স্থাপনা কিন্তু হয়নি! এ কাজ তো একমাত্র শিববাবার। তিনিই হলেন প্রকৃত দাতা। তিনি (পরমাত্মা) সবাইকে বোঝান যে, বিনাশ তো অবসম্ভাব্য, তাই তোমার অর্থকে সঠিক কার্যে দিয়ে নিজেকে সফল কর। ঈশ্বরীয় সেন্টার ইত্যাদি খোলো। সেখানে বোর্ড লাগাও, "এখানে এসে একমাত্র সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার কাছ থেকে এক সেকেন্ডের মধ্যে বাবার আশীর্বাদী বর্ষার প্রাপ্তিলাভ কর। বাবা বলেন, "একমাত্র আমাকে স্মরণ করলেই তোমারা পবিত্র-পাবন আত্মা হতে পারবে।" তোমাদের বুদ্ধিতে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণেরাই যন্ত্রের রক্ষক। এটা রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র, কৃষ্ণের যন্ত্র নয়। সত্যযুগে তো কোনও যন্ত্র অনুষ্ঠিত হয় না, যা হয় এখানে- তা জ্ঞান যন্ত্র। বাকি যে সব যন্ত্র আছে সেগুলি ভক্তির যন্ত্র। তবুও যন্ত্রের জন্য নানা ধরনের শাস্ত্র রচিত হয়েছে। তারা সবকিছুকে জগা-খিঁচুরীর আচার বানিয়ে ফেলেছে। তাকে তো আর জ্ঞান যন্ত্র বলা যায় না। বাবা বলেন, আমার দ্বারাই সেই জ্ঞান যন্ত্র রচিত হয়েছে। যারা আমার শ্রীমতে চলবে, তারা অনেক বড় পুরস্কার পাবে যার ফলে তারা বিশ্বের বাদশাহী হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। বাচ্চারা, আমিই তোমাদের মুক্তি তথা জীবন মুক্তি দেই। বাবা বলেন, জগতের মানুষেরা বলে, সকল মানুষের জন্যই ৮৪ লক্ষ যোনিতে যেতে হয় আর নুড়ি পাথরের প্রতি কণার মধ্যেও আমার উপস্থিতি। তথাপিও আমি পরোপকারী এবং সেবাধারী। আমি বুদ্ধি, তোমরা রাবণের মতে চলতে থাকায় আমাকে কতই না গালমন্দ করো। আর এ সবই হয়ে থাকে, যেহেতু পূর্ব থেকেই তা ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে। তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই এখন কেবল আমার শ্রীমৎ মেনেই চলতে হবে। একমাত্র এই বাবাই সর্বদা এত ভালো মত দেন। মায়া সর্বদাই কুমত দেবে, তাই খুব সতর্কও থাকতে হবে। আমার বাচ্চা হবার পর যদি কেউ আমার শ্রীমতে না চলে, কোন বিকর্ম করে, তবে তাদের সাজাও শতগুণ বেড়ে যায়। একমাত্র যোগবলের দ্বারাই শরীর আবার পবিত্র-পাবন হতে পারে। জগতের সন্ন্যাসীরা তো এও বলেন আত্মা নির্লেপ, এবং শরীর পতিত হওয়ার কারণে গঙ্গা স্নানও করায়। আরে, আত্মা রূপ সোনা যদি খাঁটি না হয়, তা হলে দেহ রূপ গহনা খাঁটি সোনার হবেই বা কি ভাবে? বর্তমান সময়ে তো পাঁচ তত্বই তমোপ্রধান। তোমাদের এই পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরীয় সরকার সর্বোচ্চ মানের। কিন্তু দেখো, তোমরা সেবা করার জন্য তিন-পদ জমিও পাও না এই পৃথিবীতে। তবুও আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে থাকি এবং এমন ভাবে বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকি যে, সেখানে কেউ কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। তোমরা আকাশ থেকে সাগর ইত্যাদি সবকিছুরই মালিকে পরিণত হও। যেখানে সবকিছুই অফুরন্ত। কিন্তু এখন তো তোমরা সর্বহারা সম্পূর্ণ কাঙাল হয়ে পড়েছ। অবশ্য আবার তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, তাই বাবার শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে। যে বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলবে না, তার মৃত্যু অবধারিত। তখন মায়ার ভূত "রাম রাম সঙ্গে আছে" বলতে বলতে, মায়া তার নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে বড় কঠিন সাজাও ভুগতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা ওনার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভালোবেসে যজ্ঞের সেবা করতে হবে। প্রতি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমতকে অনুসরণ করে, বাবার থেকে, ইচ্ছানুসারে ফল প্রাপ্তি করো অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহী নাও।

২) বিনাশ তো অবসম্ভাবি, তাই নিজের যা কিছু আছে, তা সবই সফল করে নিতে হবে। যদি তেমন পয়সা-কড়ি থাকে, সেন্টার খুলে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

বরদান :- পারমাত্মীক প্রেমে থেকে ধরণীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে উড়তে পারা আত্মা হয়ে মায়াশ্রু হও।

পারমাত্মীক প্রেম হল, ধরণীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া এক উন্নত স্তরের সাধন। যারা ধরণী অর্থাৎ দেহ-অভিমানের আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকে, মায়া কখনই তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে পারে না। যত আকর্ষিত রূপই হোক না কেন, মায়ার আকর্ষণ তোমাদের উড়তী কলার কাছে পৌঁছতে পারবে না। যেমন রকেট ধরণীর আকর্ষণ থেকে দূরে চলে যায়। তোমরাও সেরূপ মায়ার আকর্ষণ থেকে দূরে সরে থাকো, এই বিধিই হলো মায়ামুক্ত হওয়া আর এক বাবার ভালোবাসায় সমাহিত হয়ে থাকা। এইভাবেই তোমরা মায়াশ্রু হতে পারবে।

স্লোগান :- স্ব-স্হিতিকে এমন শক্তিশালী বানাও যাতে কোনও পরিস্থিতিই তোমাকে উপর-নীচ করতে না পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শুদ্ধ নেশা থাকা উচিত যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে আমাদেরই শরীর, মন এবং সম্পত্তির দ্বারা সমগ্র দুনিয়া, বিশেষ করে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করছি।"

প্রশ্ন:- তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে কাকে সবথেকে বেশি সৌভাগ্যবান বলা যাবে?

উত্তর:- যে নিজে ভাল ভাবে জ্ঞান রত্ন ধারণ করে এবং অন্যকেও ধারণ করায়, সে খুবই সৌভাগ্যবান। তোমরা অর্থাৎ ভারতবাসী বাচ্চারা বিশাল সৌভাগ্যশালী, যাদেরকে স্বয়ং ভগবান বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা সত্যিকারের মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমাদের এই পরিবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। তোমাদেরকে প্রত্যেক ঘরকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে।

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা এটা বোঝো যে আমরা হলাম সৈন্য। তোমরাই সবথেকে শক্তিশালী কারণ তোমরা হলে সর্বশক্তিমানের শিব-শক্তি সেনা। এতটা নেশা থাকতে হবে। বাবা এখানে নেশা চড়াচ্ছেন কিন্তু ঘরে গেলেই সব ভুলে যায়। তোমরা, শিব-শক্তি সেনারা কি করছ? এই যে সমগ্র দুনিয়া আজ রাবণের জেলে বন্দি, তাদের মুক্ত করছ। এখানে সবাই শোক বাটিকাতে আছে। হয়তো তারা উড়োজাহাজে করে ঘরে, বড় বড় বাড়িও আছে। কিন্তু এইসবই তো বিনাশ হয়ে যাবে। একেই মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণাসম রাজ্য বলা হয়। বাইরে থেকে খুবই চাকচিক্যপূর্ণ দেখতে কিন্তু ভেতরে একেবারে শূন্য। দ্রৌপদীর উদাহরণও দেওয়া হয়। বাবা বলেন, আমি যখন এসেছিলাম তখন এইরকমই সবকিছু ছিল যা তোমরা এখন দেখছ। এই যে পার্টিশন দেখছ সেটা এখনই হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধের ময়দান বলে তো কিছু নেই। এইটা হল রথ যেখানে শিববাবা বিরাজমান হয়ে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দেন। তোমরা এখন ভারতের সেবা করছ। ভারতে এখন যত উৎসব পালন করা হয় সেইগুলো সব এই সময়েরই স্মৃতিচিহ্ন। তিজরির কথা, গীতার কথা, শিব পুরান, রামায়ণ ইত্যাদি সবকিছুই এই সময়কে নিয়েই লেখা হয়েছে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে তো এইসব ছিল না। পরে শাস্ত্র বানানো শুরু করেছে। এইগুলো আবার বানানো হবে। তোমরা বাচ্চারা সবকিছু বুঝতে পেরেছ। আগে তো একদম ঘন অন্ধকারে ছিলে। এখন একজন মানুষও সৃষ্টিচক্রকে ঠিকভাবে জানে না। তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের শুদ্ধ অহংকার হওয়া উচিত। এখন তোমরা শরীর, মন এবং সম্পত্তি দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার, বিশেষ করে ভারতের সেবা করছ। বাবার সাহায্যে আমরা সকলকে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলে দিচ্ছি। শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এই সেবা করছি। শিববাবার দেওয়া শ্রীমৎ। কিন্তু শিববাবার নামই বাদ দিয়ে দিয়েছে। একে ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণের মত বলে দিয়েছে। তাও আবার কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে দেখিয়ে দিয়েছে। তোমরা ভারতকে হীরেতুল্য বানাও। কিন্তু তোমরা কত সাধারণ, কোনও অহংকার নেই। এখানে তোমাদেরকে সব কিছু সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ শিববাবার কাছে নিজেকে বলি দিতে হবে। তাহলে শিববাবা ২১ জন্মের জন্য সবকিছু সমর্পণ করে দেন। বাবা তো গৃহস্থ সামলাতে বারণ করছেন না। ওটাও সামলাতে হবে, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে। অবিনাশী সার্জনের (শল্য চিকিৎসক) কাছে কিছুই লুকানো উচিত নয়। এইরকম গায়নও করা হয় যে গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার। ব্রহ্মাবাবাও বলছেন যে শিববাবা যখন ছিলেন না তখন আমরা ঘোর অন্ধকারে ছিলাম। ওরা তো শিব এবং শংকরকে মিলিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মা কে? তিনি কখন আসেন? এসে কি করেন? প্রত্যেক কথাই বুঝতে হবে। জানোয়াররা তো এইসব কথা বুঝবে না। তোমরা বাচ্চারা এখন ক্রমানুসারে এইসব জেনে গেছ। বিদ্বান, পণ্ডিত কেউই জানেনা যে সদগুরুকে ছাড়া

ঘোর অন্ধকার। গুরু তো অনেক আছে। সকলের সদগুরু একজনই, তাঁকে বৃক্ষপতি বলা হয়। তাই তোমাদের নেশা হওয়া উচিত। এই চোখ দিয়ে যে দুনিয়াকে দেখছ সেটা আর থাকবে না। বুদ্ধির দ্বারা যেটা জানছ সেটাই থাকবে। তাই এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি মমতা রাখা চলবে না। বাচ্চাদেরকেও সামলাতে হবে। বাবার তো কত সন্তান। কেউ বলে বাবা, আমি তোমার দুই মাসের সন্তান। কেউ আবার বলে আমি একমাসের সন্তান। কিন্তু সেই একমাসের বাচ্চাও দ্রুত ধারণা করে একদম পরিণত হয়ে যায়। আবার ২০ বছরের কোনও বাচ্চা হয়তো খাটো বুদ্ধি সম্পন্নই রয়ে যায়। তোমরা জানো যে এইটা হল নতুন বৃক্ষ যেটা ধীরে ধীরে বড় হবে। প্রথমে তার পাতা গজাবে। তারপরে ফুল হবে। এখানেই ফুল হতে হবে। ওখানে তো সকলে ফুলের মতই হবে। এখানে কেউ গোলাপ ফুল হচ্ছে আবার কেউ চাঁপা ফুলও হচ্ছে। যেমন ধারণা হবে সেইরকম পদ প্রাপ্ত হবে। এটা কোনও ফুলের বিষয় নয়, পদমর্যাদার বিষয়। তাই নেশা থাকা দরকার যে এই চোখের দ্বারা আমরা পবিত্র শিবালয় স্বর্গকে দেখব। অর্ধেক কল্প ধরে কেবল বলে এসেছি যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গে চলে গেছেন। বাস্তবে বাবাই এই সময়ে সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। তোমরা এখন বাবার বাচ্চা হয়ে গেলে ভারতও প্রগতিশীল হয়ে যায়। ৩৩ কোটি দেব-দেবীর গায়ন আছে। কিন্তু ওখানে সত্য এবং ত্রেতাযুগে এতজন থাকবে না। এটা তো সমগ্র ভারতের দেবী-দেবতা ধর্মের জনসংখ্যা। বাইরের দিকে তাকালে দেখা যায় যে চারদিকে কত মতভেদ। চীন এবং জাপান তো বৌদ্ধ রাষ্ট্র। কিন্তু মুখে বৌদ্ধ বললেও তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ। এখানে ভারতে তো শিববাবাকে বাদই দিয়ে দিয়েছে, তাঁকে একেবারেই চেনে না। তাঁর চিত্র আছে, গায়নও করে, নন্দীকেও (ব্রহ্মাবাবার স্মৃতিচিহ্ন) দেখানো হয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে জানেনা। তোমরা এখন জানো যে বাবা বলেছেন আমি এইসময়ে পরমধাম থেকে এসে এখানে শরীর ধারণ করে আমার ভূমিকা পালন করি। তোমরা এই সৃষ্টিচক্রকে জেনে গেছ। সদগুরু জ্ঞাননেত্র দিয়েছেন, তাই অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে। আগে তো আমরা কিছুই জানতাম না। এখন তোমরা রচয়িতা, নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতাকে অর্থাৎ বেহদের বাবাকে জেনে গেছ। ৮৪ জন্ম কাদের হওয়া উচিত? কারা ৮৪ জন্ম নেয় তাও তোমরা জানো। তোমাদের এখন তৃতীয় নয়ন খোলা আছে। তাই তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিত। মানুষ যখন মদ্যপান করে তখন তারা যদি দেউলিয়াও হয় তাহলেও নিজেকে সবথেকে ধনী মনে করে। বাবা তো বৈষ্ণব ছিলেন। কখনও এইসব ছুঁয়েও দেখেননি। লোকের মুখে শুনেছেন যে মদ্যপান করলে নেশা হয়। কথিত আছে, যাদবরা মদ্যপান করে, মুষল বের করে একে অপরের কুলের বিনাশ করেছিল। এখানেও সৈন্যদেরকে মদ্যপান করানো হয়, তার ফলে মারা যাওয়ার কিংবা অন্যকে মারার সময়ে হুঁশ থাকে না। নেশা হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও সর্বদা নারায়ণী নেশা থাকা উচিত। আমরা সেই পূর্বকল্পের মত শক্তি-সেনা। বহুবার আমরা ভারতকে হীরেতুল্য বানিয়েছি। এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্বী, নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্বী। যাদের সংশয়বুদ্ধি তারা উঁচু পদ পাবেনা। প্রজাতে কম পদ পাবে। ওখানে তোমাদের মহলে সর্বদা বাজনা বাজবে। দুঃখের কোনো প্রশ্নই নেই। আগে রাজাদের মহলের দরজার বাইরে সানাই বাজত। এখন তো রাজাদের সেই জাঁকজমক আর নেই। প্রজাদের রাজ্য হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আমরা যোগযুক্ত থেকে, চক্রকে স্মরণ করতে করতে ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দেব। কিন্তু বাচ্চারা কেবলই ভুলে যায়। বাবা মত দিচ্ছেন যে সবথেকে ভাল কর্তব্য হল গরীবদের সেবা করা। এখন তো কত গরিব লোক। মানুষ হাসপাতাল তৈরি করে যাতে রোগীরা একটু সুখ পায়। যে হাসপাতাল তৈরি করবে সে পরের জন্মে ভাল শরীর পাবে, রোগী হবে না। কেউ কেউ খুব স্বাস্থ্যবান হয়, অসুখ খুব কম হয়। তাহলে নিশ্চয়ই আগের জন্মে সুস্বাস্থ্যের দান করেছিল অর্থাৎ হাসপাতাল খুলেছিল। কেউ যদি

লেখাপড়াতে খুব বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই বিদ্যার দান করেছিল। কোনো কোনো সন্ন্যাসী ছোটবেলাতেই শাস্ত্র মুখস্থ করে নেয়। তখন বলা হয় যে সে আগের জন্মের সংস্কার নিয়ে এসেছে। তাই এখানেও তিন পা (সামান্য) জায়গা নিয়ে এই রুহানি হাসপাতাল খুলে লিখে দাও যে এখানে এসে বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্যের উত্তরাধিকার নাও। কত সহজ কথা। তোমরা জিজ্ঞেস কর যে লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই উত্তরাধিকার কে দিয়েছে। যে জিজ্ঞেস করছে সে নিশ্চয়ই এর উত্তর জানে। বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। কিভাবে রচনা করেন সেটা জানতে হলে এখানে বসো, আমরা বোঝাব। আমরাও তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। শিববাবা এখন ব্রহ্মাবাবার দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছেন, তারপর ইনিই পালন করবেন। শঙ্করের দ্বারা বিনাশও হবে। বিনাশ তো নিশ্চয়ই নরকের হবে। নতুন দুনিয়া তো এখন তৈরি হচ্ছে। এই ছোট ব্যাচের মাধ্যমেও তোমরা বোঝাতে পার যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। এটাই হল রাজযোগ। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। যে এই কুলের হবে সে এটা দ্রুত বুঝে যাবে। তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যাবে এবং পুরুষার্থ করে নিজের উত্তরাধিকার নিয়ে নেবে। যে এই ব্রাহ্মণ কুলের হবে সে অবশ্যই ওই শূদ্র কুল থেকে বদলি হয়ে এখানে আসবে - এটাই নাটকে আছে। তোমরা ভারতের অনেক সেবা করছ কিন্তু গুপ্ত ভাবে। পূর্বেও এইরকম করেছিলে। নাটককে ভালো ভাবে জানতে হবে। গান গাওয়া হয় কেউ মারা গেলে তার কাছে জগৎও মৃত হয়ে যায়। কেবল আত্মা থেকে যায়। আত্মা তো মরে না। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে তার কাছে এই দুনিয়াটাই আর থাকে না। তারপর যখন আবার শরীর ধারণ করবে তখন আবার নতুন করে মা-বাবা ইত্যাদি সম্বন্ধ হবে। এখানেও তোমাদেরকে অশরীরী হতে হবে। এখন তো সত্যিই এই দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের বিকর্মের বোঝা নেমে যাবে এবং তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের চালচলন খুব ভালো হতে হবে। কথা বলা, হাঁটা, খাওয়া...সবকিছু। খুব কম কথা বলা উচিত। রাজারা খুব কম কথা বলে এবং ধীরে ধীরে বলে, সাধারণত চুপ থাকে। তোমাদের মধ্যে তো অনেক সন্তোষ থাকা উচিত। দেবতাদের মধ্যে অনেক সন্তোষ ছিল। এখন মানুষ বাঁদরের মত অসন্তোষ হয়ে গেছে। একটুও বুদ্ধি নেই। যে বেহদের বাবা সমগ্র দুনিয়াকে স্বর্গ বানান, তাঁকে কিনা নুড়ি-পাথর, কুকুর-বিড়াল সবকিছুর মধ্যে বলে দিয়েছে। বাবা এসে এখন বুদ্ধির তালা খুলছেন। তোমরা বাচ্চারা এখন কত বুদ্ধিমান হয়ে গেছ। শিববাবা, ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর, লক্ষ্মী-নারায়ণ, জগদম্বা ইত্যাদি সবার জীবন কাহিনী তোমরা জেনে গেছ। এখন সদগুরু শিববাবার কাছ থেকে তোমরা সবকিছু বুঝতে পেরেছ। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। যদি প্রত্যেকে নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর তাহলে বুঝবে যে আমরা আগে কিছুই জানতাম না। বাঁদরের মত চালচলন ছিল। এখন আমরা সবকিছু জেনে গেছি। কিভাবে বাবা নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, উঁচুর থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ কুল তৈরি করেন - এইসব তোমরা জানো। যে মূর্তির পূজা করা হয় সে তো কোনো কথা বলে না। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ যে আমরাই পূজনীয় এবং আমরাই পূজারী হই। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। সঙ্গমযুগে কিভাবে সত্যযুগের রচনা হয় তা তোমরাই জানো। আর কেউই এটা জানেনা। কোনও আইনজীবীর কাছ থেকে শিক্ষা নিলে কি পদ পাবে? ভগবানও এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, এটা ভারতবাসী বাচ্চাদের বিরাট সৌভাগ্য... তোমাদের মধ্যেও সৌভাগ্যবান সেই, যে নিজে ধারণ করে অন্যকেও ধারণ করায়। ভবিষ্যতে অনেক বাড়িই স্বর্গ হয়ে যাবে। বৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হবে। এরজন্য পরিশ্রম করতে হবে। যতই উঁচুতে উঠবে তত বেশি মায়ার বিঘ্ন আসবে। পাহাড়ে যত উঁচুতে উঠবে তত তুফান, ঠান্ডা ইত্যাদি বাধা আসবে। সেবার জন্য যত বেশি সময় পাওয়া যায় ততই ভাল। চারিদিকে বিজ্ঞাপন দাও। কিছু করতে ইচ্ছে হলে সেটা বাবাকে বল যে এইরকম করতে

চাই। বাবা নির্দেশ দেবেন, ঠিক আছে কর। বেচারা মানুষরা খুবই দুঃখী। এখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কোনো জিনিসই আর খাঁটি নেই। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা এই শরীর... তোমরা বাচ্চারা এখন স্বর্গবাসী হচ্ছে। (গীত:- নতুন প্রজন্মের কুঁড়িসকল...) এই গানের মধ্যে সীতার মহিমা করা হয়। যে দেশে সীতা ছিল সেই দেশ পবিত্র ছিল। তাহলে সেই দেশে রাবণ কোথা থেকে এল? আশ্চর্যের ব্যাপার তো এটাই যে এরপর বলে দিয়েছে বাঁদরের সেনাদল গঠিত হয়েছিল। এখানেও তো মানুষেরই সেনাদল আছে। সরকার তো কখনও বাঁদরের সেনাদল গঠন করে না। তাহলে ওখানে বাঁদর সেনারা কোথা থেকে এসেছিল? এইটাও বুঝতে পারেনা। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রাতে থেকে নিজের বিকর্মের বোঝাকে নামাতে হবে, ভালো আদপ-কায়দা রপ্ত করতে হবে। সভ্যতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। খুব কম কথা বলতে হবে।

২) কোনও ব্যাপারেই সংশয়বুদ্ধি হওয়া যাবে না। ভারতকে স্বর্গ বানানোর এই সেবাতে নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। শিববাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

বরদান:- চারটি বিষয়কেই নিজের স্বরূপে নিয়ে এসে বিশ্ব কল্যাণকারী হও।

পড়ার যে চারটি বিষয় আছে তাদের একটির সাথে অন্যটির সম্বন্ধ আছে। যে জ্ঞানী আত্মা, সে অবশ্যই যোগী আত্মাও হবে। আর যে জ্ঞান-যোগকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নিয়েছে তার কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হবে। স্বভাব এবং সংস্কার ধারণার প্রতিমূর্তি হবে। যার কাছে এই তিনটি বিষয়ে অনুভূতির খাজনা আছে সে স্বভাবতই মাস্টার দাতা অর্থাৎ সেবান্বিত হয়ে যাবে। যে এই চারটি বিষয়ে প্রথম হয় তাকেই বলা হয় বিশ্ব কল্যাণকারী ।

স্লোগান:- জ্ঞান এবং যোগকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নিলে কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তিযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ হবে।

সর্বপ্রথম ত্যাগ হল --- দেহভানের ত্যাগ

বাপদাদা নিজের ত্যাগ-মূর্ত বাস্টাদের দেখছেন। প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মা হল ত্যাগ স্বরূপ - কিন্তু যেমন ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে যে এক পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও , একরকম ভাগ্যের অধিকার প্রাপ্তি , যত্ন এবং বুদ্ধি ইত্যাদির আধারে নম্বর আলাদা হয়ে যায়। এমন ত্যাগ-মূর্ত তো সবাই হয়েছে তবুও নম্বর অনুযায়ী পৃথক স্ব আছে । ত্যাগ করেছে এবং ব্রাহ্মণ হয়েছে কিন্তু ত্যাগের পরিভাষা হল বড়ই গুহ্য । বলার কথায় সবাই একরকম বলে যে তন-মন-ধন , সম্বন্ধ সবকিছুর ত্যাগ করেছে। কিন্তু দেহ ত্যাগ অর্থাৎ দেহ-ভানের ত্যাগ । তাহলে দেহ-ভানের ত্যাগ করা হয়ে গেছে নাকি হচ্ছে ? ত্যাগের অর্থ হল কোনো বস্তু অথবা কোনো কথা ছেড়ে দেওয়া , নিজস্ব ভাব থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া , নিজের অধিকার শেষ করা। যার প্রতি ত্যাগ করা হয় সে বস্তুটি তার হয়ে যায়। যে কথাটি ত্যাগ করা হয় তারপর সেই কথাটি সংকল্পেও উৎপন্ন হবেনা কারণ ত্যাজ্য বস্তু , সংকল্প দ্বারা প্রতিষ্ঠাকৃত কথা পুনরায় স্বীকার করতে পারবেনা । যেমন দেহ জগতের (হৃদয়) সন্ধ্যাসী নিজের ঘর-দুয়ার , সম্বন্ধ ত্যাগ করে যায় আর যদি আবার ফিরে আসে তবে তাদের কি বলা হবে ! নিয়মানুযায়ী ফিরে আসতে পারবেনা । তেমনই তোমরা ব্রাহ্মণেরা আত্মা জগতের (বেহৃদয়) সন্ধ্যাসী বা ত্যাগী হয়েছ। তোমরা ত্যাগ মূর্তিরা নিজের এই পুরানো ঘর অর্থাৎ পুরানো শরীর , পুরানো দেহ-ভানের ত্যাগ করেছে , সংকল্প করেছে যে বুদ্ধি দ্বারা আবার এই পুরানো ঘরের দিকে আকৃষ্ট হবেনা । সংকল্প দ্বারা ফিরে আসবেনা। সর্বপ্রথমে এই ত্যাগ করেছে তাইতো বলা দেহ সহ দেহের সম্বন্ধের ত্যাগ । দেহ-ভানের ত্যাগ । পুরাতন ত্যাজ্য গৃহে ফিরে আসো না তো ! কি কথা দিয়েছ ? দেহটি তোমার বলেছ - নাকি শুধু মনটি তোমার বলেছ ? প্রথম শব্দটি দেহ । যেমন তন-মন-ধন বা দেহ-মন-সম্পদ বলা , দেহ এবং দেহের সম্বন্ধ বলা। সুতরাং প্রথম ত্যাগ-টি হল কি ? এই পুরানো দেহের ভান থেকে বিস্মৃত থাকা অর্থাৎ দূরে থাকা। এই হল ত্যাগের প্রথম পদক্ষেপ । যেমন গৃহে গৃহ সম্বন্ধীয় বস্তু থাকে , তেমনই দেহ রূপী গৃহে বিভিন্ন কর্মেন্দ্রীয় গুলি হল সামগ্রী । তাহলে গৃহ-ত্যাগ অর্থাৎ সর্বস্ব ত্যাগ । গৃহ ত্যাগের পরেও যদি কোনো বস্তুর প্রতি মোহ রয়ে যায় তবে কি তাকে ত্যাগ বলা যাবে ? ঠিক তেমনই কোনো কর্মেন্দ্রীয় আকৃষ্ট করলে সম্পূর্ণ ত্যাগ বলা যাবে ? এইরূপ নিজের চেকিং করো। অমনোযোগী বা টিলেঢালা হোয়ানা যে আর সবকিছু তো ত্যাগ করেছে কোনো এক কর্মেন্দ্রীয় বিচলিত হয় সেইটি উচিত সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো একটি কর্মেন্দ্রীয়ের আকর্ষণ একমাত্র বাবার সংসৃষ্ট হতে দেবেনা । একরস স্থিতিতে স্থির হতে দেবেনা । নম্বরওয়ান হতে দেবেনা । যদি কেউ হীরে-জহরাত , মহল ইত্যাদি ত্যাগ করে কিছু মাটির বস্তুর প্রতি মোহ রাখে তখন কি হবে ? যেমন হীরা আকৃষ্ট করে তেমনই মাটির বস্তু হীরের চেয়ে বেশী নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। না চাইলেও বুদ্ধি বারে-বারে সেদিকেই যাবে। তেমনই যদি কোনো কর্মেন্দ্রীয়ের আকর্ষণ রয়ে যায় তবে শ্রেষ্ঠ পদ-লাভ থেকে বারবার বঞ্চিত করবে নীচে নিয়ে যাবে। তাই পুরানো ঘর এবং পুরানো সামগ্রী সর্বের ত্যাগ করা প্রয়োজন । এমন ভেবানা যে খুব অল্প মাত্রায় রয়েছে , সেই অল্প টুকুও অনেক ক্ষতি করতে পারে , সম্পূর্ণ ত্যাগ করা প্রয়োজন । এই পুরানো দেহটিকে বাপদাদা প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ ভেবে চলো। সেবার কাজে লাগতে হবে। এই দেহটি আমার নয় বরং সেবার কাজের জন্যে প্রাপ্ত অমূল্য সম্পদ। যেন অতিথি রূপে এই দেহে নিবাস করো। অল্প সময়ের জন্যে বাপদাদা এই দেহটি কাজে লাগাতে দিয়েছেন। তাহলে তোমরা কি

রূপে পরিণত হয়েছ ? অতিথি ! আমার -ভাবের ত্যাগ করো এবং অতিথি রূপে মহান কাজে লাগাও। অতিথির কোন্ কথাটি স্মরণে থাকে ? প্রকৃত নিবাস স্মরণে থাকে নাকি এতেই জড়িয়ে পড়ো ! সুতরাং তোমাদের সবার এই দেহ রূপী গৃহ - টিও হল ফরিস্তা-স্বরূপ , তারপর হয় দেবতা-স্বরূপ। সেইটি স্মরণে রাখো। এই পুরানো দেহে এমনভাবে বাস করো যেমন বাপদাদা পুরানো দেহের আধার স্বীকার করেন কিন্তু সেই দেহে জড়িয়ে পড়েননা। কর্মের খাতিরে আধার নিয়ে নিজের ফরিস্তা-স্বরূপে স্থিত হও। নিজের নিরাকারী স্বরূপে স্থিত হও। নির্লিপ্ত অবস্থার উচ্চ স্থিতি থেকে নীচে এসে সাকার কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কর্ম সম্পাদন করো , এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মেহমান (অতিথি) অর্থাৎ মহান। এমনভাবে বাস করো ? ত্যাগের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ ?

বাপদাদা হাস্যকর কথা শোনেন যে বর্তমানে কেউ নিজেকে কম ভাবেনা। যদি কাউকে বলা হয় যে দুইয়ের মধ্যে একজন ছোট , একজন বড় , তো কি করে ! নিজেকে কম ভাবে ? কেন , কি ইত্যাদি শব্দ নিয়ে উল্টো শক্তি স্বরূপ ধারণ করে । এই অলংকারও কিছু কম নয়। যেমন সর্ব শক্তির অলংকার রয়েছে , তেমনই মায়ার বা রাবণের ভূজাও কোনো কম নয়। শক্তিদেব ভূজাধারী দেখান হয়েছে। অষ্ট ভূজাধারী , ১৬ ভূজাধারীও দেখান হয় কিন্তু রাবণের মস্তকের সংখ্যা বেশী দেখান হয় । কেন ? কারণ রাবণ রূপী মায়ার শক্তি দ্বারা সর্বপ্রথমে বুদ্ধিতে গোলযোগ আরম্ভ হয়। যে সময়ে মায়ী কোনো রূপে প্রবেশ করে তখন এক সেকেন্ডের মধ্যেই তার কত রূপ দেখা যায় ? কেন , কি , এইভাবে , ঐভাবে ইত্যাদি কত প্রশ্নের মাথা জন্ম নেয়। একটা কাটলে দ্বিতীয় মাথার জন্ম হয়। একই সময়ে ১০ রকমের কথা বুদ্ধিতে এসে যায়। মানে একটা কথার দশটা মাথা তৈরী হল তাইনা ! এইসব কথার অনুভব তো আছেই তাইনা ? তারপর এক-একটা মাথা নিজের রূপ দেখায়। এই ১০ টা মাথা শব্দধারী রূপে পরিণত হয়।

শক্তি অর্থাৎ সহযোগী । অভিমানের মস্তক যুক্ত শক্তি নয় বরং সদা সর্ব ভূজাধারী অর্থাৎ সর্ব পরিস্থিতিতে সহযোগী । রাবণের ১০ মাথা সহ আত্মারা প্রতিটি ছোট পরিস্থিতিতেও কখনও সহযোগী হবেনা । কেন , কি , কিভাবে ইত্যাদি মাথা দ্বারা নিজের উল্টো অভিমান প্রত্যক্ষ করবে। কেন - এই প্রশ্নের মীমাংসা হলেই কিভাবে - প্রশ্ন রূপী মাথা উঁচু হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি কথার মীমাংসা করেই অন্য দ্বিতীয় কথা আরম্ভ করে দেবে। দ্বিতীয় কথাটি মিটলেই তৃতীয় কথার উৎপত্তি হবে। বারে-বারে এই বলবে এই কথাটাতো ঠিক কিন্তু এইটা কেন ? সেইটা কেন ? একেই বলা হয় একটি কথার পেছনে ১০ টি মাথা যুক্ত করার শক্তি । সহযোগী কখনই হবেনা , সর্বদা প্রতিটি কথায় বিরোধিতা করবে। তাহলে বিরোধী দল মানেই রাবণের সম্প্রদায় হয়ে গেল তাইনা । যদিও ব্রাহ্মণ রূপে পরিণত হয়েছে কিন্তু সেই সময়ে অসুরী শক্তির প্রভাবে বশীভূত হয়। আর শক্তি স্বরূপ প্রতিটি পরিস্থিতিতে , প্রতিটি কার্যে সর্বদা সহযোগী হবে। সহযোগের প্রমাণ হল ভূজা , তাই কখনও কোনো সংগঠনের কার্যে কি বলো ? নিজের নিজের আঙুলের সহযোগ দাও , একরকম সহযোগ দেওয়া হল কিনা। আঙুলের অবস্থান তো ভূজাতেই রয়েছে । সুতরাং ভূজা মানেই সহযোগের প্রমাণ চিহ্ন । তাহলে বুঝলে শক্তি রূপী ভূজা এবং রাবণের মস্তকের অর্থ । তাই নিজেকে দেখো যে সদাকালের সহযোগী মূর্ত হয়েছ ? ত্যাগ মূর্ত হতে প্রথম পদক্ষেপ ফলো ফাদার সম করেছ ? ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছ , শুনেছ - তাঁর সংকল্পে , মুখের কথায় কি ছিল ? এই হল বাবার রথ। তাহলে তোমাদের রথটি কার ? শুধুমাত্র ব্রহ্মাবাবা রথ দিয়েছেন নাকি তোমরাও রথ দিয়েছ ? ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশের পাট একটু আলাদা কিন্তু তোমরাও তো সবাই বলো যে এই দেহ তোমার -

আমার নয়। তোমাদের সবার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যেমন চালাবে , যেখানে বসাবে .. এইরকম কথা দিয়েছ তাইনা ? নাকি চোখ আমি চালাব বাকি বাবা চালাবেন ? কিছুটা মনমতে চলবে , কিছুটা শ্রীমতে । এমন কথা দাওনি তো ? সুতরাং কোনও কর্মেন্দ্রীয়ে বশীভূত হওয়া - শ্রীমত হল নাকি মনমত হল ? তাহলে বুঝলে ত্যাগের পরিভাষা হল কতটা গুহ্য ! তাইতো নম্বর তৈরী হয়েছে। এখন শুধুমাত্র দেহ ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। আরও অনেক বাকি আছে। ত্যাগের সিঁড়ি এখনও অনেক রয়েছে , এই তো সবে প্রথম সিঁড়ির কথা বলা হয়েছে। ত্যাগ করা মুশকিল লাগে কি ? সবাইকেই ত্যাগ করতে হবে। যদি পুরানো বস্তুর পরিবর্তে নতুন প্রাপ্ত হয় তবে আর মুশকিল কি আছে ! এখনই প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে প্রাপ্তি কোনো বড় কথা নয় , কিন্তু এখনই পুরানো দেহ-ভান ত্যাগ করে , ফরিস্তা-স্বরূপ ধারণ করো। যখন পুরানো দুনিয়ার দেহ-ভান ত্যাগ করো তখন কি রূপ ধারণ করো ? ডবল লাইট। এখনই সেই রূপে পরিণত হও। কিন্তু যখন এদিকের নও আর ওদিকেরও নও তখন মুশকিল অনুভব হয়। না-ই সম্পূর্ণ ত্যাগ করো আর না-ই সম্পূর্ণ ধারণ করো , তাই বারে-বারে দীর্ঘ শ্বাস নাও। কোনো মুশকিল কথা হলে দীর্ঘ শ্বাস নিতে হয়। মৃত্যুতে মজা আছে কিন্তু যদি সম্পূর্ণ ভাবে মরবে তবেই । নেওয়ার সময়ে বলবে পুরোটা নেব আর ত্যাগের সময়ে মাটির বাসন টুকু ছাড়বেনা তাই মুশকিল হয়। যদি কেউ মাটির বাসন রাখতে চায় তবে বাপদাদা রাখার অনুমতি দেন , বাবার কি দরকার , চাইলে রাখো। কিন্তু নিজেই বিরক্ত হয়ে যাও তাই বাপদাদা বলেন ছেড়ে দাও , ত্যাগ করো । যদি কোনো পুরানো বস্তু রাখা হয় তখন পরিণতি কি হয় ? বারবার বুদ্ধি সেদিকেই যায়। ফরিস্তা হতে পারবেনা তাই বাপদাদা হাজার হাজার মাটির বাসন দিতে পারেন - যত পারো একত্র করো কিন্তু যেখানে কিচড়া বা আবর্জনা থাকবে সেখানে কি উৎপন্ন হবে ? মশা ! আর সেই মশা কাকে কামড় দেবে ? সুতরাং বাপদাদা বাচ্চাদের কল্যাণের জন্যে বলেন পুরানো ত্যাগ করো । আধ-মরা হোয়ানা । মরতে হলে পুরোপুরি মরো , আর তা নাহলে জীবিত থাকো। মুশকিল নয় কিছুই কিন্তু মুশকিল করে দাও। কখনও মুশকিল হয়ে যায়। যখন রাবণের মাথা যুক্ত হয় তখন মুশকিল হয়। যখন ভূজাধারী শক্তি স্বরূপ হয়ে থাকো তখন সবকিছু সহজ হয়। শুধু একটি কদমের সহযোগ দিয়ে পদ্মগুণ কদমের সহযোগ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ বা কদম দেওয়ার সময়েই ঘাবড়ে যাও। প্রাপ্তি ভুলে যাও , দিতে হবে এইটাই মনে থাকে ফলে মুশকিল অনুভব হয়। আচ্ছা ।

এমন সদা সহযোগ মূর্ত , সদা ত্যাগ দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অনুভবী , প্রতিটি পদক্ষেপে ফলো ফাদার করে সদা নিজেকে অতিথি রূপে অর্থাৎ মহান আত্মা ভাবে , এমন অনন্তের সন্ন্যাসী স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

পাটিদের সঙ্গে --- অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১. পরিস্থিতি রূপী পর্বতকে স্ব-স্থিতি দ্বারা লক্ষ্য দিয়ে অতিক্রম করো --

নিজেকে সদা সমর্থ আত্মা মনে করো ! সমর্থ আত্মা অর্থাৎ যে সদা মায়াকে আহ্বান করে পরাজিত করে এবং বিজয়ী হয়। সদা সমর্থ বাবার সঙ্গে থাকে যারা। যেমন বাবা হলেন সর্বশক্তিমান তেমনই আমরাও হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান । সর্বশক্তি হল অস্ত্র-শস্ত্র , অলংকার , নিজেকে এমন অলংকারধারী আত্মা মনে করো ? যে সদা সমর্থ হয় সে কখনও পরিস্থিতিতে টলমল করবেনা । পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারো। যেমন বিমানে ওড়া কালীন কত পাহাড় , পর্বত , সমুদ্র পার

করে নাও , কারণ বিমান উঁচুতে উড়ছে । সুতরাং উচ্চ স্থিতি দ্বারা সেকেন্ডে পার করে নেবে। এমন মনে হবে যেন পাহাড় বা সমুদ্রকে লক্ষ্য দিয়ে পার করেছ। পরিশ্রম অনুভব হবেনা ।

২. কর্তৃত্ব স্বরূপ ত্যাগ করে আত্মিক নম্র স্বরূপে সত্যিকারের সেবাধারী হও:-

কুমারেরা সকলেই সর্বদা আত্মিক নম্র স্বরূপে স্থিত থাকো কি , কর্তৃত্ব ভাবের মেজাজ অনুভব হয় নাতো ? ইয়ুথ বা যুবকদের কর্তৃত্ব ভাবের অনুভব বেশী হয়। আমরা সবকিছু জানি , সব করতে পারি , এই ভাব অনুভব হয়। যৌবনের শক্তি থাকে। কিন্তু রুহানী ইয়ুথ অর্থাৎ যারা সর্বদা আত্মিক ভাবের নম্রতায় স্থির থাকে। সর্বদা নম্রচিত্ত কারণ যত নম্রচিত্ত হবে ততই নির্মাণের কার্যে সফল হবে। যখন নির্মাণে সফল হবে তখন কর্তৃত্ব ভাবের মেজাজ থাকবেনা বরং আত্মিকতার ভাবে সম্পন্ন হবে। যেমন বাবা কত নম্রচিত্ত হয়ে আসেন , তেমনই ফলো ফাদার। যদি সেবায় একটুও কর্তৃত্ব ভাবের অনুভব হয় তবে সেবা ভাব শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা - ওমশান্তি ।

বরদান :- বাবার নিকটে থাকার অনুভব দ্বারা স্বপনেও হয় বিজয়ী এমন সমকক্ষ সাথী হও (ভব)।

ব্যখ্যা : - ভক্তি মার্গে ঈশ্বরের নিকটে থাকার জন্যে সংস্পর্শে গুরুত্ব বলা হয়েছে। সঙ্গ অর্থাৎ নিকটে থাকা অর্থাৎ নিকটে সে-ই থাকতে পারে যে সমান হবে। যে সঙ্কল্পেও সদা সঙ্গ থাকে সে এতখানি বিজয়ী হয় যে শুধু সঙ্কল্পে নয় বরং স্বপ্নেও তার সামনে মায়া আক্রমণ করেনা। সদা মায়াজিত অর্থাৎ সদা বাবার নিকটে সঙ্গ থাকে যে। কোনো শক্তি তাকে বাবার কাছ থেকে দূরে করতে পারবেনা ।

স্লোগান :- সদা নির্বিল্ল থাকা এবং সর্বকে নির্বিল্ল করাই হল যথার্থ সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শান্তি তোমাদের গলার হার, আত্মার স্বধর্ম, তাই শান্তি বাইরে খুঁজে বেড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমরা নিজেদের স্বধর্মে স্থিত হয়ে যাও ।"

প্রশ্ন :- মানুষ কোনো জিনিসকে শুদ্ধ করার জন্য কোন্ যুক্তির রচনা করেন, আর বাবাই বা কোন্ যুক্তির রচনা করেন ?

উত্তর :- মানুষ কোনো জিনিসকে শুদ্ধ করতে হলে তাকে আগুনে নিষ্ক্ষেপ করে । যন্ত রচনা করলেও সেখানে আগুন জ্বালানো হয় । এখানেও বাবা রুদ্র যন্ত রচনা করেছেন, কিন্তু এ হলো স্তান যন্ত, এখানে সবার আহুতি দিতে হবে । তোমরা বাচ্চারা এখানে দেহ সহিত সবকিছুই স্বাহা করে দাও । তোমাদের বাবার সাথে যোগ লাগতে হবে । এ হলো যোগের দৌড় প্রতিযোগিতা । এর দ্বারাই তোমরা প্রথমে রুদ্রের গলার হারে পরিণত হবে তারপর বিষ্ণুর গলার মালার গ্রন্থিতে গ্রন্থিত হবে ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । এ কার মহিমা শুনছো ? এ হলো পারলৌকিক পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার মহিমা । সকল ভক্তরা বা সাধকরা তাঁকে স্মরণ করে থাকে । পতিত - পাবনও তাঁর আর এক নাম । বাচ্চারা জানে যে ভারত একসময় পবিত্র ছিল । লক্ষ্মী - নারায়ণ আদির পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম ছিলো, যাকে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম বলা হতো । ভারতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব ছিলো । পবিত্রতা না থাকলে না থাকবে সুখ আর না থাকবে শান্তি । মানুষ শান্তিকে দিক্ বিদিকে খুঁজে বেড়ায় । শান্তির জন্য জঙ্গলেও ঘুরে বেড়ায় । কিন্তু একজনও শান্তি পায় না, কেননা না তারা বাবাকে জানে আর না নিজেদের জানে যে আমি হলো আত্মা, আর এই হলো আমার শরীর । এর দ্বারাই কর্ম করতে হয় । আমার স্বধর্মই হলো শান্ত । এ হলো শরীরের অর্গান্স । আত্মা এও জানে না যে আমরা আত্মারা নির্বাণ বা পরমধামের অধিবাসী । আমরা এই কর্মক্ষেত্রে এই শরীরের আধার নিয়ে অভিনয় করে চলেছি । শান্তির হার আমাদের গলাতেই আছে কিন্তু আমরা তার জন্য বাইরে ধাক্কা খাচ্ছি । আমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে মনের শান্তি কিভাবে পাবো ? তারা জানেও না যে আত্মার সাথেই মন এবং বুদ্ধি থাকে । আত্মাই হলো পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । তিনি হলেন শান্তির সাগর আর আমরা তাঁর সন্তান । এখন সারা দুনিয়ায়ইতো অশান্তি আছে, তাই না ? সবাই চায় শান্তি আসুক । এখন এই সারা দুনিয়ার মালিক হলেন একজন যাবে শিবায় নমঃ বলা হয় । উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, শিব কে ? এ কথাও কোনো মানুষই জানে না । তারা পূজোও করে থাকে আবার কেউ কেউ নিজেদের "শিবোহম" বলে দেয় । আরে, শিব তো আমাদের একজনই পিতামাত্র । মানুষ নিজেকেই শিব বলে দেবে, এ তো অনেক বড় পাপ হয়ে গেল । শিবকেই পতিত - পাবন বলা হয় । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকর বা কোনো মানুষকেই পতিত - পাবন বলা যায় না । পতিত - পাবন আর সঙ্গতিদাতা দুজনেই হলেন এক । মানুষ কখনো অন্য মানুষদের পবিত্র করতে পারে না কারণ এ হলো সারা দুনিয়ার প্রশ্ন । বাবা বোঝান যে, যখন সত্যযুগ ছিলো তখন সম্পূর্ণ দুনিয়া পবিত্র ছিলো, এখন এই দুনিয়া হলো পতিত । তাই যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র করেন, তাঁকেই স্মরণ করা উচিত । বাকি এ তো হলো পতিত দুনিয়া । এই মহান আত্মারা বলে থাকেন, এনারা কেউই নন । এনারা পারলৌকিক বাবাকেই জানেন না । ভারতেই শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে, তাহলে অবশ্যই তিনি ভারতেই এসেছিলেন

-- পতিতদের পবিত্র করতে । তিনি বলেন, আমি এই সঙ্গমেই আসি, যাকে কুস্ত্র বলা হয় । এ কোনো জলের সাগর বা নদীর কুস্ত্র নয় । কুস্ত্র তাকেই বলা হয় যখন জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন বাবা এসে সমস্ত আত্মাদের পবিত্র বানান । তোমরা এও জানো যে ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন সেখানে একটাই ধর্ম ছিলো । সত্যযুগে সূর্যবংশী রাজ্য ছিলো আর ত্রেতাতে চন্দ্রবংশী, যার মহিমা হিসাবে গাওয়া হতো রাম রাজা, রাম প্রজা ত্রেতারই যখন এত মহিমা তখন সত্যযুগের মহিমা তার থেকেও বেশী । তখন এই ভারতই স্বর্গ ছিলো, এখানেই পবিত্র জীব আত্মারা ছিলো বাকি অন্য সব ধর্মের আত্মারা নির্বাণধামে ছিলো । আত্মা কি, পরমাত্মাই বা কি --এ কথা কোনো মানুষ মাত্রই জানে না । আত্মা হলো খুব ছোটো বিন্দু, যাতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । ৮৪ লাখ জন্ম তো হতেই পারে না । ৮৪ লাখ জন্মে কল্প কল্পান্তর ঘুরতে থাকবে - তাই এ তো হতেই পারে না । এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র, তাও সকলের নয় । যারা প্রথমে ছিলো তারা এখন পিছনে চলে গেছে, এরপর তারাই আগে যাবে । পিছনে আসা আত্মারা সকলেই নির্বাণধামে থাকে । এই সকল কথাই বাবা বুমিয়ে বলেন । তাঁকেই এই পৃথিবীর সর্বময় কর্তা বলা হয় ।

বাবা বলেন, আমি এসেই ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্র, গীতা আদির সার তোমাদের বুমিয়ে বলি । এ সকলই ভক্তি - মার্গের কর্মকান্ডের শাস্ত্র । আমি এসে কিভাবে যজ্ঞ রচনা করি, এ কথা তো শাস্ত্রে নেই । এর নাম হলো রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রুদ্র হলেন শিব, এই যজ্ঞেই সকলকে স্বাহা হতে হবে । বাবা বলেন, দেহের সঙ্গে সঙ্গে যে সব মিত্র - সম্বন্ধী আছে, তাদের সকলকে ভুলে যাও । এক বাবাকেই স্মরণ করো । আমি সন্ন্যাসী, উদাসী এবং ক্রিস্টান -- এ সবই হলো দেহের ধর্ম, এই সমস্ত কিছু ছেড়ে আমাকেই স্মরণ করো । নিরাকার তো অবশ্যই কোনো শরীরেই আসবে । তিনি বলেন, আমাকে এই পৃথিবীর আধার নিতে হয় । আমি এসেই এই শরীরের দ্বারাই নতুন দুনিয়ার স্থাপন করে থাকি । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ সামনেই বিদ্যমান । এই গায়নও আছে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সুক্ষ্মবতন হলো ফরিস্থাদের দুনিয়া । সেখানে হাড় - মাংসের এই শরীর থাকে না । সেখানে সুক্ষ্ম শরীর হয় সাদা পোশাকের অশরীরীদের মতো । যে আত্মারা শরীর পায় না, তারাই অশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়ায় । ছায়া সদৃশ শরীর দেখা যায় কিন্তু তাকে ধরা যায় না । এখন বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এই গায়নও আছে যে, অনেক সময় গেল, অল্প আছে এখন তারও অল্প সময় বাকি আছে । যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । গীতায় একটা, দুটো কথা ঠিক লেখা আছে । আটার মধ্যে নুনের মতো কোনো কোনো অক্ষর ঠিক । প্রথমে তো ভগবান যে নিরাকার এই কথা জানতে হবে । এই নিরাকার ভগবান কেমন করে কথা বলেন ? তিনি বলেন আমি সাধারণ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে রাজযোগ শেখাই । বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । আমি আসিই এক ধর্মের স্থাপনা করে অন্য সব ধর্মের বিনাশ করতে । এখন তো অনেক ধর্ম । আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে সত্যযুগে এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । সব আত্মারাই তাদের হিসেব - নিকেশ শোধ করে যায় । একে শেষ সময় বলা হয় । সবার দুঃখের হিসেব - নিকেশ শোধ হয় । পাপের কারণেই মানুষ দুঃখ পায় । পাপের হিসেব শোধ হওয়ার পরেই পূণ্যের হিসেব শুরু হয় । সমস্তকিছু শুদ্ধ করার জন্য আগুন জ্বালানো হয় । যজ্ঞ যখন রচনা করা হয়, সেখানেও আগুন লাগানো হয় । এ তো কোনো মেটিরিয়াল যজ্ঞ নয় । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এমন কিন্তু বলা হয় না যে কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ । কৃষ্ণ কোনো যজ্ঞ রচনা করেন নি । তিনি তো রাজকুমার ছিলেন । বিপদের সময়ই যজ্ঞ রচনা করা হয় । এখন তো চারিদিকেই অশান্তি । অনেক মানুষই রুদ্র

জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেন । কিন্তু তা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ নয় । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ তো পরমপিতা পরমাত্মা এসেই রচনা করেন । তিনি বলেন, এই যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, এতে সকলেরই আহুতি হয়ে যাবে । বাবা এসেছেন, তিনি এই যজ্ঞ রচনাও করেছেন । যতক্ষণে রাজত্ব স্থাপন হবে ততক্ষণে সকলেই পবিত্র হয়ে যাবে । হটাৎ করে সকলেই তো আর পবিত্র হয়ে যাবে না । বাবার সাথে যোগ করতে থাকো শেষ পর্যন্ত । এ হলো যোগের দৌড় প্রতিযোগিতা । বাবাকে যত বেশী স্মরণ করতে পারবে তত শীঘ্রই রুদ্রের গলার হার হতে পারবে । তারপর বিষ্ণুর গলার মালা তৈরী হবে । প্রথমে রুদ্রের গলার মালা তারপর বিষ্ণুর গলার মালা । প্রথমে বাবা সবাইকে ঘরে নিয়ে যাবেন, তারপর যে যেমন পুরুষার্থ করবে সে তেমন নর থেকে নারায়ণ, আর নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে রাজত্ব করবে । এর অর্থ, আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে । বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । যেমন তিনি ৫ হাজার বছর আগে শিখিয়েছিলেন আবার তাই শেখাতে এসেছেন । মানুষ শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি পালন করে । রাতের অর্থ হলো কলিযুগী পুরোনো দুনিয়ার অন্ত আর নতুন দুনিয়ার শুরু । সত্যযুগ আর এতো হলো দিন, দ্বাপর আর কলিযুগ হলো রাত । ব্রহ্মার বেহদের দিন আর ব্রহ্মার বেহদের রাত । কৃষ্ণের দিন - রাত বলা হয় না । কৃষ্ণের তো এই জ্ঞানই থাকে না । ব্রহ্মা এই জ্ঞান শিববাবার থেকে পেয়ে থাকেন । তারপর তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান ব্রহ্মার থেকে পেয়ে থাকো । এর অর্থ শিববাবা তোমাদের ব্রহ্মার শরীরের দ্বারাই জ্ঞান দিয়ে থাকেন । তিনি তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানান । এই মনুষ্য সৃষ্টিতে একজনও কেউ ত্রিকালদর্শী হতে পারে না । হলে তবেই তো তিনি এই জ্ঞান দেবেন, তাই না ? এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় । কখনো কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না ।

সবার ভগবানই তো একজন । কৃষ্ণকে কেউ কি ভগবান মানবে ? তিনি তো রাজকুমার । রাজকুমার কি কখনো ভগবান হয় ? তিনি যদি রাজত্ব করেন তাহলে তাঁকে হারাতেও হবে । বাবা বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে তারপর নিজে নির্বাণধামে গিয়ে থাকি । তারপর যখন দুঃখ শুরু হয় তখন আবার আমার পার্ট শুরু হয় । আমি তোমাদের কথা শুনি, আমাকে সবাই দয়ালু বলে সম্বোধনও করে । ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী অর্থাৎ মানুষ এক শিবের ভক্তিই করে থাকে তারপর দেবতাদের ভক্তি শুরু হয় । এখন তো ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে গেছে । পূজারীও এই কথা জানে না যে কবের থেকে পূজো শুরু হয়েছে । শিব আর সোমনাথ একই কথা । শিব হলেন নিরাকার । সোমনাথ কেন বলা হয় ? কেননা সোমনাথ বাবা বাচ্চাদের জ্ঞান - অমৃত পান করিয়েছিলেন । নাম তো অনেকই আছে, বাবুলনাথও বলা হয় কারণ বাবুলের কাঁটাকে ফুল বানান অর্থাৎ সবার সঙ্গতি দাতা এক বাবা । তাঁকে সর্বব্যাপী বলা এ তো তাঁর গ্লানি করা । বাবা বলেন যখন সঙ্গমের সময় হয় তখন একবারই আমি আসি, যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি । এ হলো এক নিয়ম । আমি একবারই আসি । বাবা একজন, অবতারও একজন । বাবা একবারই এসে সবাইকে পবিত্র রাজযোগী বানান । তোমাদের হলো রাজযোগ আর সন্ন্যাসীদের হলো হটযোগ, তারা রাজযোগ শিখতে পারে না । হটযোগীদের এটাও একটা ধর্ম ভারতের অবনতিকে থামানোর জন্য । পবিত্রতা তো চাই, তাই না ? ভারত ১০০% পবিত্র ছিলো, এখন পতিত, তাই তো বলে বাবা তুমি এসে পবিত্র বানাও । সত্যযুগ হলো পবিত্র জীব আত্মাদের দুনিয়া । এখন তো গৃহস্থ ধর্ম পতিত । সত্যযুগে এই গৃহস্থ ধর্মই পবিত্র ছিলো । এখন আবার নতুন করে সেই পবিত্র গৃহস্থ ধর্মেরই স্থাপনা হচ্ছে । এক বাবাই হলেন সবার মুক্তি এবং জীবনমুক্তিদাতা । মানুষ, মানুষকে মুক্তি বা জীবনমুক্তি দিতে পারে না ।

তোমরা হলে জ্ঞানের সাগর বাবার সন্তান । তোমরা ব্রাহ্মণরাই সবাইকে এই সত্যিকারের যাত্রা করাবে । বাকি সবাই মিথ্যার যাত্রা করায় । তোমরা হলে ডবল অহিংসক । তোমরা কোনরকম হিংসা করো না -- না লড়াই করো আর না কাম কাটারি চালাও । এই কাম জয় করতেই যত পরিশ্রম লাগে । এই বিকারকে জয় করতে হবে, তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা শিববাবার থেকে বার্ষা বা সম্পত্তি নাও তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হলে । আমরা এখন নিরাকার ভগবানের সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই, আবার আমরা ব্রহ্মারও সন্তান -- তাহলে অবশ্যই আমাদের নির্বিকারী হতে হবে, অর্থাৎ বাবা আমাদের এই বিশ্বের বাদশাহী দেবেন । এখন বাবার দ্বারা তোমরা ডবল সমঝদার হয়েছে । এই সৃষ্টির জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী । স্ব অর্থাৎ আত্মার দর্শন হয়, জ্ঞান প্রাপ্ত করো পরমাত্মার থেকে, যাকে সর্বজ্ঞানী বলা হয় । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য । এখন তিনি এই জ্ঞানই দিতে এসেছেন । বীজ হলো একটাই, তা তোমরা জানো । বীজ থেকে ঝাড় কিভাবে বেরোয়, এ হলো এক উল্টো বৃক্ষ । বীজ থাকে উপরে । প্রথমদিকে দৈবী ঝাড় উত্পন্ন হয়, তারপর ইসলামী, বৌদ্ধ এইভাবে বৃদ্ধি হতেই থাকে । এই জ্ঞান এখন তোমরাই পেয়েছো, বাবা ছাড়া আর কেউই তা দিতে পারে না । তোমরা যা শোনো, তাই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । সত্যযুগ আদিতে তো শাস্ত্র ইত্যাদি থাকে না । এই ৫ হাজার বছরের কাহিনী কত সহজ । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সময় অনেক কম, অনেক সময় চলে গেছে, খুবই অল্প আছে তাই যতটুকু শ্বাস বাকি আছে -- তা বাবার স্মরণেই সফল করতে হবে । পুরোনো পাপের হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে ।

২) স্বধর্ম শান্তিতে স্থিত হওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । যেখানে পবিত্রতা, সেখানেই শান্তি বিরাজ করে । আমার স্বধর্মই হলো শান্তি, আমি শান্তির সাগর শিববাবার সন্তান এই অনুভবই করতে হবে ।

বরদান:- অকল্যাণের দৃশ্যও কল্যাণের অনুভব করে সদা অচল - অডল থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি হও ।

নাটকে যা কিছুই হয় -- তা কল্যাণকারী যুগের কারণেই সবকিছুই কল্যাণকারী, তাই অকল্যাণেও কল্যাণ যদি নজরে আসে, তখনই বলবে নিশ্চয়বুদ্ধি । পরিস্থিতির সময়ই নিশ্চয়ের স্থিতিকে চেনা যায় । নিশ্চয়তার অর্থ হলো -- সংশয়ের চিহ্নমাত্রও থাকবে না । যা কিছুই হোক না কেন নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের কোনো পরিস্থিতিই বিচলিত করতে পারে না । বিচলিত হওয়া অর্থাৎ দুর্বল হওয়া ।

স্লোগান :- পরমাত্ম প্রেমের পাত্র হলে সহজেই মায়াজীত হতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতোন তোমাদের মিষ্টি হতে হবে, কাউকে দুঃখ দিওনা , কখনও ক্রোধ করা ঠিক নয়"

প্রশ্ন:- কর্মের গভীর রহস্যকে জেনে, বাচ্চারা, তোমাদের কোন পাপ কর্ম করা উচিত নয় ?

উত্তর:- আজ পর্যন্ত দানকে পুণ্য কর্ম ভাবা হতো, কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পারছ দান করলেও অনেক সময় পাপ হয়ে যায় কারণ, যদি তোমরা এমন কাউকে টাকা দিলে, আর সেই টাকায় সে পাপ কাজ করলো, তবে তা অবশ্যই তোমার অবস্থার ওপর প্রভাব পড়বে, এইজন্য বুঝে দান করো ।

গীত:- পাপের এই দুনিয়া হতে

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সামনে বসে আছ । বাবা বলেন, হে জীব আত্মারা তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ ! তিনি আত্মাদের সাথে কথা বলছেন । তোমরা আত্মারা জানো যে, বেহদের বাবা আমাদের তাঁর সাথে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে দুঃখ বলে কিছু নেই । গানেও বলা হয়, এই পাপের দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো । এই দুনিয়া জানেনা পতিত দুনিয়া কাকে বলে ! দেখ আজকাল চারিদিকে মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ কত তীব্র আকার নিয়েছে ! ক্রোধের বশীভূত হয়ে তারা বলে, আমরা এদের দেশ ধ্বংস করে দেবো । মানুষ বলে, হে ভগবান ! ঘোর অন্ধকার থেকে তীব্র আলোর দিকে নিয়ে চলো, কারণ এই দুনিয়া পুরানো । কলিযুগকে পুরানো দুনিয়া আর সত্যযুগকে নতুন দুনিয়া বলা হয়ে থাকে । বাবা ব্যতীত নতুন দুনিয়া কেউ বানাতে পারেনা । আমাদের মিষ্টিবাবা আমাদের দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যান । বাবা তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ স্বর্গে নিয়ে যেতে পারেনা । বাবা কত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন, তবুও কারও বুদ্ধিতে বসেনা । এই সময় বাবার শ্রেষ্ঠ মতের প্রাপ্তি হয় । শ্রেষ্ঠ মত নিয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ হই । এখানে যদি তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারো তবে শ্রেষ্ঠ দুনিয়ায় তোমরা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করবে । রাবণের এই দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী । নিজের মনের মতে চললে 'মনোমত' বলা হয়ে থাকে । বাবা বলেন, শ্রীমতে চলো । আসুরিক মত তোমাদের আবার বারে বারে নরকের দিকে ঠেলে দেয় । ক্রোধ করা আসুরিক মত । বাবা বলেন, পরস্পরের প্রতি ক্রোধ কোরোনা । একে অপরকে ভালোবেসে এগিয়ে চলো । তোমাদের প্রত্যেককে নিজের জন্য রায় নিতে হবে । বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা পাপ কেন করো ? তোমাদের সবকিছু পুণ্যের হতে হবে । নিজের খরচ কম করে দাও । তীর্থক্ষেত্রে ধাক্কা খাওয়া, সন্ন্যাসীদের কাছে ধাক্কা খাওয়া আর নানারকম জাগতিক কর্মকাণ্ডে কত পয়সা খরচ করেছ ! বাবা সেই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত করেন । বিবাহ অনুষ্ঠানে মানুষ কত কত খরচ করে, এমনকি ধার-দেনা করেও বিবাহ করায় । এক তো তারা ধার করে আর দ্বিতীয়তঃ তারা পতিত হয় । যারা সেইরকম পতিত হতে চায় তারা গিয়ে তবে সেইরকমই হও, কিন্তু যারা শ্রীমত অনুসরণ করে পবিত্র হতে চায় তাদের কেন বাধা দিচ্ছ ? বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন ঝগড়া করলে তোমাকে সহন করতেই হবে । মীরাও তো সবকিছু সহ্য করেছে তাই না ! বেহদের বাবা এসেছেন, রাজযোগ শিখিয়ে ভগবান ভগবতীর পদ প্রাপ্ত করাতে । শ্রীলক্ষ্মীকে ভগবতী আর শ্রীনারায়ণকে ভগবান বলা হয়ে থাকে । কলিযুগের অন্তে সকলেই তো পতিত , তবে তাঁদের কে চেষ্টা করেছে ? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এসে কিভাবে স্বর্গ অথবা রামরাজ্যের স্থাপনা

করান । আমরা সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী পদ পাওয়ার জন্য এখানে এসেছি । যারা সূর্যবংশী সুযোগ্য বাচ্চা হবে তারা যথার্থভাবে পড়া পড়বে । বাবা সবাইকে বোঝান, পুরুষার্থ করে তোমরা মা - বাবাকে ফলো করো । এমন পুরুষার্থ করো, যাতে তাঁদের উত্তরাধিকারী হও । যদি মাঝা বাবার কথাই বলো তবে ভবিষ্যত সিংহাসনে বসার উপযুক্ত হয়ে দেখাও । বাবা বলেন, এমন পড়া যাতে আমার থেকেও উঁচুতে উঠতে পারো । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা তাদের বাবার থেকেও উঁচুতে উঠে যায় । বেহদের বাবা বলেন, আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই, আমি হইনা ! কত মিষ্টি বাবা ! তাঁর শ্রীমত খুব প্রসিদ্ধ । তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে গেছ । এটা জয়-পরাজয়ের খেলা । মায়ার কাছে যারা হার স্বীকার করে তারা সবকিছুতেই হারে, যারা মায়াকে জিততে পারে তারা সবকিছু জিতে নিতে পারে । তোমরা মনকে জয় করতে চাও, এইরকম বলা রং ! মন কোনসময় ভাবনা থামাতে পারেনা । মন সঙ্কল্প করবে । চাইলে তোমরা কোনও সংকল্প ছাড়া বসে থাকতে পারো কিন্তু কতক্ষণ ? কর্ম তোমাদের করতেই হবে । তারা মনে করে গৃহস্থ ধর্মে থেকে গৃহস্থালি কর্ম তাদের করা উচিত নয় । হঠযোগী সন্ন্যাসীদেরও নিজের পার্ট আছে । তাদেরও নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম । অন্য কোনও ধর্মে ঘর-পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে যায়না । যদি কেউ ছেড়েও দেয় তার কারণ সে সন্ন্যাসীদের সেইরকমই করতে দেখেছিলো । বাবা কখনও তোমাদের পরিবারের প্রতি উদাসীন হতে বলেননা । বাবা বলেন, যদিবা তোমরা ঘরে থাকো, কিন্তু পবিত্র হও । পুরানো এই দুনিয়াকে ভুলতে থাকো । তোমাদের জন্য আমি নতুন দুনিয়া বানাচ্ছি । শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসীদের বলেননা যে, তিনি তাদের জন্য নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন, তাদের সন্ন্যাস হদের, যার থেকে তারা সাময়িক সুখলাভ করে । অপবিত্র লোক তাদের কাছে গিয়ে মাথা নত করে । দেখ তারা পবিত্রতার কত মান দেয় ! আজকাল দেখ তাদের কত বড় বড় ক্ল্যাট ! মানুষ দান করে কিন্তু তার মধ্যে কোনও পুণ্য নেই । তারা ভাবে ভগবানের নামে যা কিছু তারা করছে সবই পুণ্য । বাবা বলেন, কোন কোন কাজে আমার নামে তোমরা দান করছ ! দান তাদেরই করা উচিত যারা পাপ করেনা । যদি তারা তোমার দান নিয়ে পাপ করে তবে তোমার ওপরেও তার প্রভাব পড়বে । পতিতকে দান দিতে দিতে তোমরা কাণ্ডাল হয়ে গেছ । সমস্ত অর্থ জলে গেছে । হয়তো তোমরা সাময়িক সুখ পেতে পারো, কিন্তু সেটাও ড্রামা । এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে পবিত্র হচ্ছ । সেখানে তোমাদের কাছে প্রচুর অর্থ থাকবে । সেখানে কেউ অপবিত্র হয়না । এই সমস্ত খুব ভালো করে বুঝতে হবে । তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমাদের মধ্যে অনেক রয়্যালটি থাকা উচিত । বলা হয়ে থাকে, যারা তাদের গুরুর বদনাম করে তারা কখনও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা । তাদের বাবা, টিচার এবং গুরু সব ভিন্ন । এখানে, বাবা, টিচার, সংগুরু সবই এক । যদি তোমরা কোনও নিন্দনীয় কাজ করো তবে তোমরা তিনেরই বদনাম করবে । সত্যবাবা, সত্য টিচার এবং সংগুরুর মতানুসারে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও । তোমাদের শরীর ছাড়তেই হবে তবে কেন না এই শরীর ঈশ্বরীয়, অলৌকিক সেবায় লাগিয়ে বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নেবে ! বাবা বলেন, আমি এইসব নিয়ে কি করব ? আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিই । সেখানেও আমি মহলে থাকিনা, এখানেও না । তারা গায়, হে মহাদেব ! আমাদের ঝুলি ভরে দাও । যাই হোক, কেউ জানেনা তিনি কখন কিভাবে সকলের ঝুলি ভরে দেন ! তোমাদের ঝুলি তিনি পূর্ণ করেছিলেন, সুতরাং অবশ্যই তিনি চৈতন্য রূপে বিদ্যমান ছিলেন । ২১ জন্মের জন্য তোমরা সুখী আর সম্পদশালী হয়ে যাও । এমন বাবার মতে তোমাদের প্রতি পদক্ষেপে চলা উচিত । লক্ষ্য অনেক উঁচু । যদি কেউ বলে আমি চলতে অপারগ, বাবা বলবেন, তাহলে আমাকে বাবা বলে ডাকো কেন ? যদি শ্রীমত না মানা হয় তাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে এবং পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে । গানেও তোমরা শুনেছ - বলা হয় আমাকে এমন দুনিয়ায়

নিয়ে চলো যেখানে সুখ আর শান্তি আছে । একমাত্র বাবা তোমাদের তা' দিতে পারেন । যদি বাবার মতে না চলো তবে নিজেরই ক্ষতি করবে । এখানে খরচ ইত্যাদির কোনও প্রশ্ন নেই ! তোমাদের কখনও বলা হয়না গুরুর জন্য নারকেল বাতাসা নিয়ে এসো বা স্কুল ফিস্ দাও । সেইসব কিছু না । যদিও বা তোমরা নিজের কাছে টাকাপয়সা রাখতে পারো, কিন্তু শুধু এই নলেজ পড়ো । ভবিষ্যৎ সুন্দর করে গড়তে তো কোনও ক্ষতি নেই । এখানে তোমাদের মাথা নীচু করতেও শেখানো হয়না । অর্ধকল্প তোমরা টাকা দিয়েছ এবং মাথা নুইয়ে নুইয়ে কাঙাল হয়ে গেছ । বাবা এখন তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে তোমাদের সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন । নবযুগ আর নতুন দুনিয়া সমাগত প্রায় । সত্যযুগকে নবযুগ বলা হয় । তারপর ক্রমান্বয়ে কলা কমতে থাকে । বাবা এখন তোমাদের পূজনীয় বানাচ্ছেন । নারদের উদাহরণ আছে - যদি তোমার মধ্যে কোনরকম অশুভ শক্তি থাকে তবে লক্ষ্মীকে তুমি বিবাহ করতে পারবেনা । বাচ্চারা তোমাদের ঘর- পরিবার দেখাশোনা করতে হবে আবার সার্ভিসও করতে হবে । প্রথমদিকে যারা খুব প্রহৃত হয়েছিল তারা পালিয়ে গিয়েছিলো । অনেক নির্দোষ অপমানিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের এসবের কোনও পরোয়া ছিলনা । ভাঙিতে কেউ কেউ পাকাপোক্ত হয়েছিল এবং দুর্বল কয়েকজন চলে গিয়েছিলো । ড্রামার ভবিষ্যৎ এইরকমই ছিলো । যা হওয়ার ছিলো হয়েছে এবং আবারও হবে । তারা আবারও তোমাদের অপমান করবে । সবচেয়ে বেশী অবমাননা হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিবের । তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কুকুর, বিড়াল, মতস্য, কচ্ছপ ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে তিনি থাকেন । বাবা বলেন, যারা আমার বদনাম করেছিল আমি তাদের নৈতিক উন্নতিসাধন করি, আমি পরোপকারী । আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই । শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের প্রিন্স ছিলেন । তারা বলে, সর্পদংশনে তিনি নীল হয়ে গেছেন । ওখানে কিভাবে সাপ কামড়াতে পারবে ! কৃষ্ণপুরীতে কংস কিভাবে আসবে ? সেইসব গল্পকথা ; ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যা থেকে তোমরা ক্রমাগত নীচে নেমে এসেছ । বাবা তোমাদের সুন্দর ফুলে রূপান্তরিত করেন । কেউ কেউ আবার বড় কাঁটা । তারা গড ফাদারের কথা বলে, কিন্তু তারা কিছু জানেনা । তারা জানে তিনি ফাদার, কিন্তু বাবার থেকে তাদের কোন উত্তরাধিকার লাভ হবে তার কিছুই তাদের জানা নেই । বেহদের বাবা বলেন, আমি তোমাদের বেহদের বরসা দিতে এসেছি । তোমাদের এক হলেন লৌকিক ফাদার, দ্বিতীয় অলৌকিক ফাদার ব্রহ্মা, তৃতীয় হলেন পারলৌকিক ফাদার শিব । তোমাদের তিন ফাদার । তোমরা জানো, আমরা অলৌকিক বাবা ব্রহ্মার দ্বারা দাদার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করি । অতএব, শ্রীমতে চলতে হবে তবেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । সত্যযুগে তোমরা প্রারব্ধ ভোগ করো । সেখানে তোমরা না প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে জানো আর না শিবকে । সেখানে শুধু লৌকিক ফাদারকে জানো । সত্যযুগে তোমাদের শুধু একজন বাবা, ভক্তিমার্গে তোমাদের দুই বাবা থাকেন, জাগতিক বাবা আর জগত্ ঊর্ধ্বে আলৌকিক বাবা । এখন, এই সঙ্গমযুগে, তোমাদের তিন বাবা । এই সমস্ত কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারেনা । তোমাদের নিশ্চয় থাকতে হবে । তবে এইরকম নয় যে এই মুহূর্তে নিশ্চয় আর পর মুহূর্তে সংশয় ! সেটা তবে এই মুহূর্তে জন্ম আর পর মুহূর্তে মরে যাওয়ার মতো । তোমরা যখন মরে যাও, তোমাদের উত্তরাধিকারের প্রাপ্তিও শেষ হয়ে যায় । এমন বাবাকে কখনও ছেড়ে যেওনা ! যত নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করবে, সার্ভিস করবে ততো উঁচু পদ পাবে । বাবা আরও বলেন, আমার মত অনুসরণ করে চললে তোমরা বেঁচে যাবে । নয়তো, অনেক সাজা পেতে হবে । তোমরা যেসব পাপ করেছ তার সাক্ষাত্কার করানো হবে । সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেওয়া হয় । গর্ভজেলে থাকাকালীনও সাক্ষাত্কার করানো হয়, এই পাপ তুমি করেছ, এইজন্য তোমার এই শাস্তি । ক্রমান্বয়ে ঝাড়ের বৃদ্ধি হবে । যারা এই ধর্মের ছিলো কিন্তু অন্যান্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল তারা সব আবারও বেরিয়ে আসবে । বাকিরা নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে । নানাপ্রকার সেকশন

রয়েছে। দেখ ঝাড় কিভাবে বাড়ে ! ছোট ছোট শাখাও ক্রমাগত বেরিয়ে আসবে। তোমরা জানো, মিষ্টি বাবা এসেছেন আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, এইজন্য তাঁকে লিবারেটর বলা হয়। তিনি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। তিনি আমাদের গাইড হয়ে আমাদের সুখধামে নিয়ে যান। এমনকি তিনি বলেনও, পাঁচ হাজার বছর আগে আমি তোমাদের সুখের সম্পর্কের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম। তারপর তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ। এখন বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। সবাই শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসে। কৃষ্ণের প্রতি যত বেশী ভালোবাসা আছে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতি সেরকম নয় মানুষের এইসব জানা নেই যে রাধা-কৃষ্ণ পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই কথা কেউ জানেনা। এখন তোমরা জানো, রাধা এবং কৃষ্ণ আলাদা আলাদা রাজ্যের ছিলেন, পরে তাঁদের বিবাহ হলে, তাঁরা লক্ষ্মী -নারায়ণ হন। তারা কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখিয়েছে। কৃষ্ণকে কেউ পতিত-পাবন বলতে পারেনা। রেণুলার বিনা পড়ায় কেউ উঁচু পদ পেতে পারবেনা। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) নিজের আচরণ খুব রয়্যাল রাখতে হবে, খুব কম এবং মিষ্টি কথা বলতে হবে। শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য প্রতি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে।

২) খুব মনযোগের সাথে পড়তে হবে। মা-বাবাকে ফলো করে সিংহাসনে বসার উপযুক্ত এবং উত্তরাধিকার হতে হবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে দুঃখ দিওনা।

বরদানঃ- ব্রহ্মাবাবার সংস্কারকে নিজের মধ্যে ধারণ করে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব-পরিবর্তক ভব

তাঁর অন্তিম মুহূর্তে, ব্রহ্মাবাবা নিজের যে সংস্কার বানিয়েছিলেন তা বাচ্চাদের স্মরণ করিয়েছেন, নিরাকারী, নির্বিকারী এবং নিরহংকারী, সুতরাং, ব্রহ্মাবাবার এই সংস্কার ন্যাচারালি ব্রাহ্মণদের সংস্কার হয়ে যায়। সদা এই শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে সামনে রেখে চলো। সারাদিনের সব কর্ম করার সময় চেক করো তিনটে সংস্কারই ইমার্জ রূপে আছে, এই সংস্কার ধারণ করতে পারলে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব-পরিবর্তক হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- তোমার অব্যক্ত স্থিতি বানাতে চিত্র অর্থাৎ দেহকে দেখোনা, চৈতন্য এবং চরিত্র দেখ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হলে ধর্মরাজের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।
হীরেতুল্য হতে চাইলে জ্ঞান অমৃত পান কর, বিষকে ত্যাগ কর।"

প্রশ্ন:- কিসের ভিত্তিতে সত্যযুগের সমস্ত পদ প্রাপ্ত হবে?

উত্তর:- পবিত্রতা। তোমাদেরকে স্মরণে থেকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হলেই সদগতি হবে। যে পবিত্র হয়না সে শাস্তি ভোগ করে নিজের ধর্মতে চলে যায়। তুমি চাইলে ঘরেও থাকতে পার কিন্তু কোনও শরীরধারীকে স্মরণ কর না। পবিত্র থাকলে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমি দুনিয়া পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ। অন্য কাউকে ভগবান বলা হয় না। একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই শিববাবা বলা হয়। তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা। প্রথমে এইটা নিশ্চয় হতে হবে যে আমরা অবশ্যই শিববাবার সন্তান। দুঃখের সময়ে সবাই বলে হে পরমাত্মা সাহায্য কর, দয়া কর। কিন্তু এটা জানেনা যে আমি অর্থাৎ আত্মাই পরমাত্মাকে স্মরণ করি। তিনি হলেন আমার অর্থাৎ আত্মার পিতা। এখন সমগ্র দুনিয়াটাই হল পতিত আত্মাদের দুনিয়া। তারা গায়ন করে যে আমরা হলাম অধম, পাপী আর তুমি হলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কিন্তু তারা নিজেকে চিনতে পারেনা। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা যেহেতু বল যে একমাত্র ভগবানই সকলের পিতা, তাহলে তোমরা তো নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তবে শারীরিক দিক দিয়ে দেখলে তোমরা হলে ভাই-বোন। শিববাবার সন্তান অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবারও সন্তান। ইনি হলেন তোমাদের বেহদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। যিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে পতিত বানাই না। আমি তো পবিত্র বানানোর জন্য এসেছি, তবে যদি আমার মত অনুসারে চল তাহলে। এখানে তো সকল মানুষই রাবণের মত অনুসারে চলছে। সবার মধ্যেই ৫ বিকার আছে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা এখন নির্বিকারী হও, শ্রীমৎ অনুসারে চল। কিন্তু বিকারকে ছাড়তেই চায় না। তাই স্বর্গের মালিকও হবে না। সবাই অজামিলের মত পাপী হয়ে গেছে। এরা হল রাবণ সম্প্রদায়, এটা শোক বাগিচা, সবাই কত দুঃখী। বাবা এসে পুনরায় রাম রাজ্য বানান। তোমরা বাচ্চারা জান যে এইটা হল সত্যিকারের যুদ্ধের ময়দান। গীতাতে ভগবান বলেন যে কাম হল মহাশত্রু, এর ওপর বিজয়ী হও। কিন্তু বিজয়ী তো হয়না। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা আত্মারা এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনো এবং অন্যকেও শোনাও। আত্মাই অভিনয় করে। আমরা হলাম আত্মা, শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। কিন্তু মানুষ আত্ম-অভিমানী হওয়ার বদলে দেহ-অভিমানী হয়ে গেছে। বাবা এখন বলছেন, দেহী-অভিমানী হও। সত্যযুগে আত্ম-অভিমানী থাকে কিন্তু পরমাত্মাকে জানেনা। এখন তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে গেছ এবং পরমাত্মাকেও জানোনা। তাই তোমাদের এত দুর্গতি হয়েছে। দুর্গতি যে হয়েছে সেটাও বুঝতে পারেনা। যাদের কাছে অনেক সম্পত্তি আছে তারা মনে করে আমরা তো স্বর্গেই বসে আছি। বাবা বলছেন, এরা সবাই গরিব হয়ে যাবে। কারণ বিনাশ তো হবেই। বিনাশ হলে তো ভালোই হবে, তাই না? আমরা পুনরায় মুক্তিধামে চলে যাব। এরজন্য খুশি হতে হবে। তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। মানুষ তো মৃত্যুকে ভয় পায়। বাবা তোমাদেরকে বৈকুণ্ঠতে যাওয়ার মত যোগ্য বানাচ্ছেন। পতিতরা তো পতিত দুনিয়াতেই জন্ম নেয়। স্বর্গতে কোনও পতিত থাকবে না। বাবা মূল যে কথাটা বলেন সেটা হল - পবিত্র হও।

পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে না। পবিত্রতার জন্যই অবলাদের ওপর অত্যাচার হয়। বিষকেই অমৃত মনে করে। বাবা বলছেন, গুণান অমৃতের দ্বারা তোমাদেরকে হীরেতুল্য বানাচ্ছি কিন্তু তোমরা বিষ পান করে কড়িতুল্য হয়ে যাচ্ছ কেন। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বিষ পান করে এসেছ, এখন আমার নির্দেশ পালন কর। নাহলে ধর্মরাজের ডান্ডা খেতে হবে। লৌকিক বাবাও বলে বাচ্চা, এমন কোনও কাজ করোনা যাতে বংশের বদনাম হয়। বেহদের বাবা বলছেন, শ্রীমৎ অনুসারে চল, পবিত্র হও। তোমাদের মুখ এখন এমনিতেই কালো, কামচিটার ওপর বসলে আরও কালো হয়ে যাবে। এখন তোমাদেরকে গুণানচিটার ওপর বসিয়ে ফর্সা বানানো হচ্ছে। কামচিটাতে বসলে স্বর্গের সুখও দেখতে পারবে না। তাই বাবা বলেন, শ্রীমৎ অনুসারে চল। বাবা তো বাচ্চাদের সাথেই কথা বলবেন, তাই না? বাচ্চারাই জানে যে বাবা আমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য এসেছেন। কলিযুগ এখন সমাপ্ত হবে। যে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তারই সদগতি হবে। পবিত্র না হলে শাস্তি ভোগ করে নিজের ধর্মতে চলে যাবে। ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। স্বর্গ সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেনা। তাই বাবা বলেন, তোমরা আমার শ্রীমৎ অবগতা করে অন্যের মত অনুসারে চলে যদি বিকারে লিপ্ত হও তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর হয়তো শেষের দিকে স্বর্গতে আসবে কিন্তু খুব নিচু পদ পাবে। এখন যে ধনী, সে ওখানে গরীব হয়ে যায় আর যে এখানে গরীব সে ওখানে ধনী হয়ে যাবে। বাবা হলেন গরিব-নওয়াজ। সবকিছুরই মূল ভিত্তি হল পবিত্রতা। বাবার সাথে যোগ লাগালেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে বলি না। ঘরেই থাক, কিন্তু বিকারে লিপ্ত হয়েও না এবং কোনও শরীরধারীকে স্মরণ করোনা। এখন সকলেই পতিত। সত্যযুগে পবিত্র দেবতারা ছিল। তারাও এখন পতিত হয়ে গেছে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তাদের অস্তিম জন্ম। তোমরা সবাই পার্বতী, অমরনাথ রূপে বাবা এখন তোমাদেরকে অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্য অমরকথা শোনাচ্ছেন। তাই এখন এই অমরনাথ বাবাকেই স্মরণ কর। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। শিব, শঙ্কর কিংবা পার্বতী কোনও পাহাড়ের ওপর বসে থাকে না। এইগুলো হল ভক্তিমাগের ধাক্কা। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছ। বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাব। সত্যযুগে কেবল সুখই সুখ। ধাক্কাও থাকে না আর পড়েও যাবে না। পবিত্র থাকাই হল মুখ্য বিষয়। এখানে যখন অনেক অত্যাচার হয় তখন পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিনাশ হয়। এখন কেবল এক জন্ম পবিত্র থাকলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। তবে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যে আগের কল্পে শ্রীমৎ অনুসারে চলেনি সে এই কল্পেও চলবেনা এবং পদও পাবে না। তোমরা সকলে এক পিতার সন্তান। তাই তোমরা হলে ভাই-বোন। কিন্তু বাবার সন্তান হওয়ার পরেও যদি পতিত হও তাহলে একেবারে রসাতলে চলে যাবে। আরও পাপ আত্মা হয়ে যাবে। এটা হল ঈশ্বরীয় সরকার। আমার মত অনুসারে চলে পবিত্র না হলে ধর্মরাজের কাছে অনেক কঠিন শাস্তি পেতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যত পাপ করেছ, শাস্তি ভোগ করে সেইসব পাপের হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে। হয় যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে ভস্ম করতে হবে নাহলে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কতজন ব্রহ্মাকুমার, কুমারীরা আছে। তারা সকলেই পবিত্র থাকে, ভারতকে স্বর্গ বানায়। তোমরা হলে শিবশক্তি-পাণ্ডবসেনা, এর মধ্যে গোপ-গোপী উভয়ের কথাই আছে। ভগবান তোমাদেরকে পড়ান। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। তাদেরকে নিশ্চয়ই ভগবানই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। ভগবান এসেই তোমাদেরকে দেবতা বানান। সত্যযুগের রাজা-রানী এবং প্রজারা একইরকম জায়গায় থাকবে। তখন সকলেই শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন রাবণ রাজ্য হয়ে গেছে। রামরাজ্যতে যেতে চাইলে পবিত্র হও এবং রামের মত অনুসারে চল। রাবণের মত অনুসারে চললে তো তোমাদের দুর্গতি হয়।

এমন কথাও প্রচলিত আছে যে কারোর সম্পত্তি হয়তো মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে। সোনাদানা সব মাটির নিচে কিংবা দেওয়ালের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। হঠাৎ যদি মারা যায় তাহলে সেইগুলো সব ওখানেই থেকে যাবে। বিনাশ তো হবেই। যখন ভূমিকম্প ইত্যাদি হয় তখন অনেক চোরও বেড়িয়ে পড়ে। এখন ধনী বাবা এসেছেন তোমাদেরকে আপন বানিয়ে বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য। আজকাল বাণপ্রস্থ অবস্থাতেও বিকার ছাড়া থাকতে পারেনা। একদম তমপ্রধান হয়ে গেছে। বাবাকে চেনেই না। বাবা বলছেন, আমি পবিত্র বানাতে এসেছি। বিকারে লিপ্ত হলে খুব কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছি। কিন্তু তোমরা আবার পতিত হয়ে গিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি কর। স্বর্গ রচনার কার্যে যদি বাধা দাও তাহলে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হবে। আমি তোমাদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্যই এসেছি। বিকার ত্যাগ না করলে ধর্মরাজের দ্বারা প্রহৃত হবে। তখন গ্রাহি গ্রাহি করতে হবে। এটা হল ইন্দ্রসভা। কাহিনী আছে যে ওখানে জ্ঞান পরীরা ছিল। কিন্তু কোনো পতিতকে নিয়ে যাওয়ার ফলে তার অনুকম্পন ছড়াতে থাকে। এই সভাতে কোনও পতিতকে বসতে দেওয়া হয়না। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা না করলে এখানে বসতে দেওয়া হয়না। নাহলে যে নিয়ে আসবে তার ওপরেও দোষ পড়ে যাবে। বাবা তো জানেনই। কিন্তু তাও এইরকম কাউকে নিয়ে আসলে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিববাবাকে স্মরণ করলে আত্মা শুদ্ধ হতে থাকে। বায়ুমণ্ডল শান্ত হয়ে যায়। বাবাই বসে পরিচয় দেন যে আমি তোমাদের বাবা। ৫ হাজার বছর আগের মত তোমাদেরকে দেবতা বানাতে এসেছি। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদ (অসীম) সুখের উত্তরাধিকার নিতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যোগবলের দ্বারা সমস্ত হিসাবপত্র সমাপ্ত করে আত্মাকে শুদ্ধ এবং বায়ুমণ্ডলকে শান্ত বানাতে হবে।

২) বাবার শ্রীমং অনুসারে চলে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বিকারের বশীভূত হয়ে স্বর্গ রচনার কার্যে বিঘ্নরূপ হওয়া যাবে না।

বরদান:- বিশেষত্বপূর্ণ সংস্কারকে নিজের স্বভাবে পরিণত করে সাধারণত্বের সমাপ্তকারী মরজীবা হও।

যেমন কারোর কোনো স্বভাব থাকলে সেটা নিজে থেকেই কাজ করে। এর জন্য চিন্তা করে করতে হয়না। এইরকম বিশেষত্বপূর্ণ সংস্কারও যদি স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকের মুখ এবং মন থেকে এই কথাই বেরিয়ে আসবে যে এই বিশেষ আত্মার স্বভাবই বিশেষত্বপূর্ণ। সাধারণ কর্মের সমাপ্তি হলে তবেই মরজীবা বলা যাবে। অর্থাৎ সাধারণত্ব থেকে মৃত এবং বিশেষতার মধ্যে জীবিত আছে। সংকল্পের মধ্যেও যেন কোনও সাধারণত্ব না থাকে।

স্লোগান:- সমর্থ আত্মা সে-ই, যে কোনও না কোনও উপায়ে ব্যর্থকে সমাপ্ত করে দেয়।

সাকার মুরলী থেকে গীতার ভগবানকে প্রমাণ করার পয়েন্টস (ক্রমশঃ অংশ-৪)

১) মন্মনা ভব, মধ্যাজী ভব... গীতার এইরকম কিছু কিছু কথা সত্য। কারণ বাবা এখন তোমাদেরকে যে জ্ঞান শোনাচ্ছেন তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কারোর কাছেই এই জ্ঞান থাকেনা যে গীতা জ্ঞানের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ এই পদ পেয়েছে।

২) সত্যযুগে যখন এদের (দেবতাদের) রাজত্ব ছিল তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিলনা। তখন জনসংখ্যাও খুব কম ছিল। তাহলে অবশ্যই গীতাজ্ঞান দানের পর বিনাশ হয়ে যাবে। তাই মহাভারতের যুদ্ধের গায়নও আছে।

৩) এখন বলাহয় যে এখন মহাভারতের যুগ চলছে। তাহলে নিশ্চয়ই ভগবানও আছেন। সেটা তো কৃষ্ণ নয়। গীতা জ্ঞানের দ্বারা তো কৃষ্ণের আত্মা রাজত্ব পেয়েছিল। তাই গীতা হল মাতা, যার দ্বারা তোমরা দেবতা হচ্ছ। অতএব কৃষ্ণের আত্মা গীতা জ্ঞানের দ্বারা রাজযোগ শিখে এইরকম হয়েছে।

৪) কেবল পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। সবাই তাকেই ডাকে। কৃষ্ণকে কখনও পতিত-পাবন রূপে স্মরণ করে না। তোমরা এখন জেনে গেছ কৃষ্ণের আত্মা, যে সত্যযুগে ছিল, সে অনেক রূপ ধারণ করতে করতে এখন তমপ্রধান হয়ে গেছে। পুনরায় সতপ্রধান হচ্ছে।

৫) শিব ভগবানুবাচ - শিবকেই ভগবান বলা হয়। ভগবান একজনই। কৃষ্ণ তো বাচ্চা। বাবাই জ্ঞান শোনান। তাই বাবার বদলে বাচ্চার নাম জুড়ে দেওয়া - এটা তো অনেক বড় ভুল। বসে বসে কৃষ্ণের চরিত্রই বর্ণনা করে। বাবা বলছেন, কৃষ্ণ কোনও লীলা করেনি। গায়ন করে, প্রভু তোমার অপরম-অপার লীলা। তাই লীলা কেবল একজনেরই।

৬) শিববাবার মহিমা সকলের থেকে আলাদা। তিনি সর্বদা পবিত্র থাকেন কিন্তু পবিত্র শরীরে আসতে পারেন না। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর জন্যই তাকে স্মরণ করে। তাই বাবা বলছেন, আমাকে পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে আসতে হয়। এর (কৃষ্ণের) অনেক জন্মের অন্তিমে এসে প্রবেশ করি।

৭) শাস্ত্রে দেখিয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বদর্শন চক্র দিয়ে অকাসুর-বকাসুর ইত্যাদি অসুরকে মেরেছে। তারপর রামের হাতে তীর দেখানো হয়েছে। দুইজন দেবতাকেই হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের মহিমার গায়ন করে যে তারা হল ডবল অহিংসক। কাম কাটারিও চালায় না আর ক্রোধ এবং হিংসাও করে না। তারা হল নির্বিকারী দেবী-দেবতা। তাই কৃষ্ণকে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুটধারী দেখানো হয়।

৮) কৃষ্ণকে রুদ্র বলা হয় না। বিনাশও কৃষ্ণ করায় না। স্থাপন, পালন এবং বিনাশ এই তিনটিই পরমাত্মার কর্তব্য। কিন্তু তিনি নিজে কিছু করেন না। নাহলে তাঁর ওপরেই দোষ পড়ে যাবে। তিনি হলেন করন করাবনহার।

৯) কৃষ্ণের ক্ষেত্রে ভগবানুবাচ কথাটা প্রযোজ্য নয়। তিনি তো একজন দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ, যাকে দৈবী সম্প্রদায় (ডিটিজিম) বলা হয়। এখন দেবী-দেবতা ধর্ম আর নেই। তার স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন দেবী-দেবতা ধর্মের হচ্ছে।

১০) মানুষ বলে যে এই পতিত দুনিয়াতে দেবতাদের ছায়াও পড়ে না। এখানে দেবতারা আসেনা। তাদের জন্য তো নতুন দুনিয়া প্রয়োজন। লক্ষ্মীর আহ্বান করলে ঘর বাড়ি কত পরিষ্কার করে। এই দুনিয়া যখন সাফ হবে অর্থাৎ যখন বিনাশ হবে তখনই দেবী-দেবতারা এই দুনিয়াতে আসবে।